SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon

মানোয়ার হোসেন

নীতিতে ভয়ঙ্কর তোলপাড় ঘটাতে চলেছে মোসাদ,
রি দান সে জন্য প্রস্তুত। ঘটনাচক্রে মাসুদ রানার সঙ্গে
য় গেল ভয়ঙ্কর ম্যানিয়াকটার। প্যাকেটের ভিতরের
খে রানার মাথা ঘুরে উঠল। কী করবে এখন রানা?
খে যাবে লোকটার হত্যাযজ্ঞ? না ঠেকাতে চেষ্টা করবে?
কে ঠেকানো? সম্ভব?

ম বস

ং, থাইল্যান্ড, লাওস, শ্রীলঙ্কা–সবাই হেরে গেছে।
লাদেশের পালা।
গ্র ব্যবসায়ী থুয়ে জাতুইকে যে-কোন মূল্যে থামাতে
ন্তু কীভাবে? সুন্দরী শ্রেষ্ঠা শাওলি সিনানের সঙ্গে জোট
দ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জন্মশত্রু ও ক্রাইম বস
কাজী আনোয়ার হোসেন

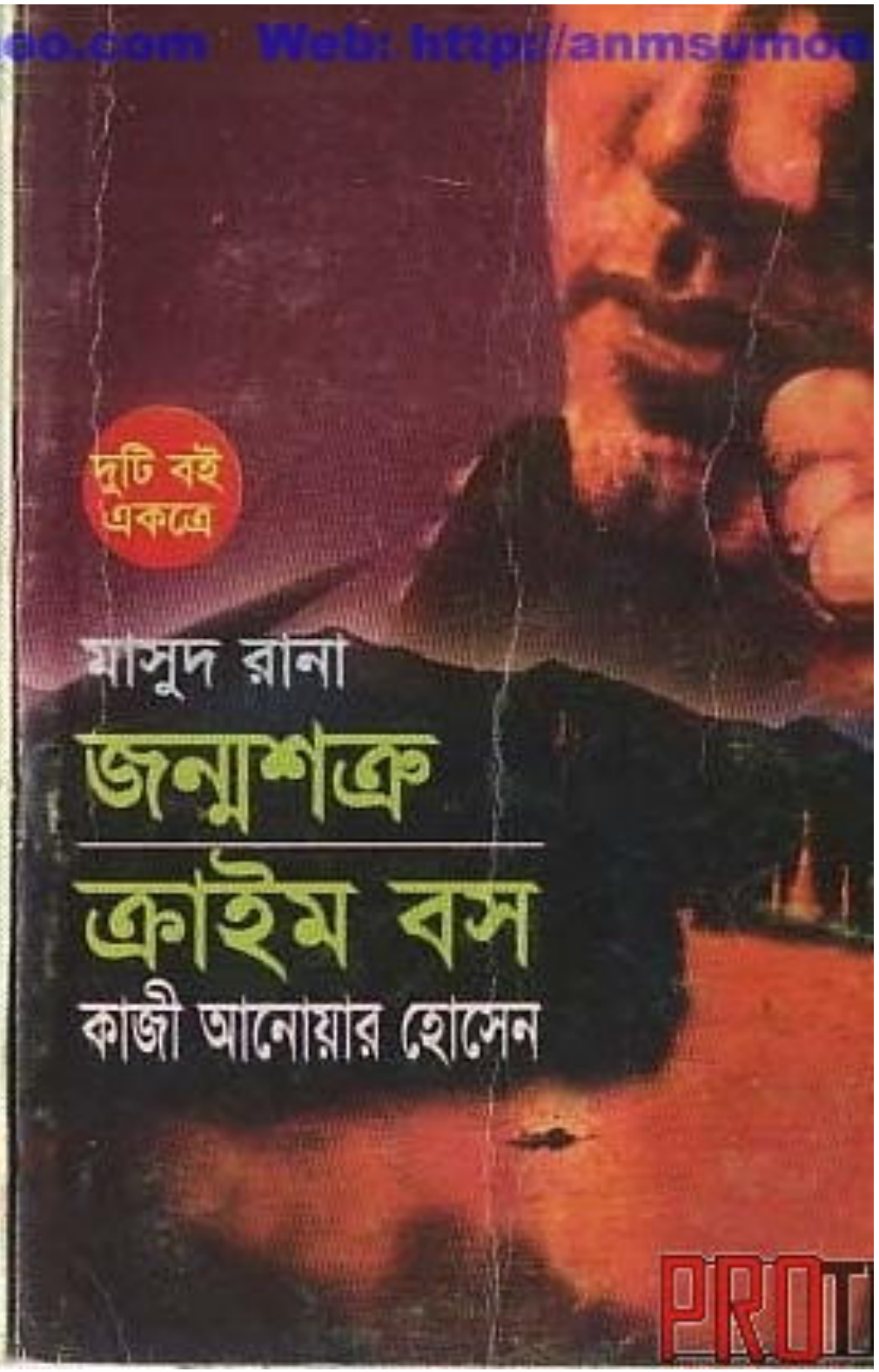

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ক্রাইম বস

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

এক

...মন বিরক্তিকর বৃষ্টি খুব কমই দেখা যায়। ফোঁটাগুলো অত্যন্ত ছোট, ঝরছেও ...স্পরের কাছ থেকে প্রচুর ব্যবধান রেখে। তবে বেশ কিছুক্ষণ আগে শুরু ...ওয়ায় সোঁদা গন্ধটা ঠিকই উঠে আসছে সিটি পার্কের মাটি থেকে।

দেশটা চিন। শিল্প-সমৃদ্ধ, আলো ঝলমলে সাংহাই শহর। সন্ধ্যা রাত।

পার্ক ঘেঁষে, চওড়া ফুটপাত ধরে হাঁটছে শাওলি সিনান। চিনা সুন্দরীদের যে-...ব সম্পদ থাকা সম্ভব, সে-সব ছাড়াও আরও অনেককিছু আছে মেয়েটির মধ্যে। ...ন হলদেটে মাখন দিয়ে গড়া একটা লম্বা নারীমূর্তি, তাতে প্রথমে ঘন দুধ ...রপর আলতা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। লালচে রেশম চুল। সরল কুচকুচে কালো ...খ। ছোট নাকটা খাড়া।

যানবাহনের দীর্ঘ মিছিলের উপর চোখ বুলাল সিনান, হাতের নীল ছাতাটা ...ক পাক ঘুরিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল। বাধ্য না হলে এরকম একটা ...চ্ছিরি দিনে ঘর থেকে বেরুত না সে। কোন কাজে তাকে যদি রাষ্ট্র বা ...মিউনিস্ট পার্টির দরকার হয়, বাইরে কোথাও না ডেকে ওরা তার ফ্ল্যাটে এলেই ...তা পারে।

সান ইয়েৎ সেন ব্রিজ্যারের কাছে এসে রাস্তা পেরুল সিনান। এপারে রেইলিং ...রা জায়গাটা বোটানিকাল গার্ডেনের শেষ প্রান্ত। বাঁক ঘুরে দেখল বিরাট গেটটা ...খনও খোলা রয়েছে। সিনান থামল না। সোজা হাঁটছে সে। বাঁ দিকে পিছিয়ে ...ছে বোটানিকাল গার্ডেন। সেখানে এখন একটা খাল। কিছু লোক এই টিপটিপ ...ষ্টিতেও নৌকা ভাড়া নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে।

খালের পাড় ঘেঁষে এগোচ্ছে সে। নৌকাগুলোর কাছ থেকে মাঝারি উচ্চতার, ...বেশী, মার্জিত চেহারার এক ভদ্রলোক তার পিছু নিল। ট্রান্সপারেন্ট রেইনকোট ...র আছে। দ্রুত পা চালিয়ে সিনানের পাশে চলে এল লোকটি।

'খুব বাজে একটা রাত। মিস শাওলি?...শাওলি সিনান?'

'বোঝাই যাচ্ছে আপনি আমাকে চেনেন। আপনি কে?'

ভদ্রলোক বেঁটে নন, তারপরও সিনানের চেয়ে তিন ইঞ্চি মতো খাটো তিনি। ...ইনকোটের হুড দিয়ে মাথা ঢাকা থাকলেও, কানের দু'পাশে পাকা চুল পরিষ্কার ...খা যাচ্ছে। সুটটা নিশ্চয়ই নামকরা কোন টেইলারিং শপ থেকে অর্ডার দিয়ে ...নানো।

'আমি ওয়াং। ওয়াং চৌয়েন। আমার কাগজ।' স্ট্রিটলাইটের নীচ দিয়ে ...ওয়ার সময় প্লাস্টিকে মোড়া একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরলেন চৌয়েন।

কার্ডের ফটোর সঙ্গে তাঁর চেহারা মিলল। ডান কোণে কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সিল আছে। কার্ডের মাঝখানে নীল রঙে ছাপা হয়েছে কী পদে চাকরি করেন। 'ঠিক আছে, বুঝলাম আপনি চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের রিজিওনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। আমি ইমপ্রেসড্। আমার কাছে কী চান আপনারা?'

'বিশেষ একটা সাবজেক্টে আপনি একজন এক্সপার্ট, মিস সিনান। আপনার ওই গুণটা আমরা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে ব্যবহার করতে চাই।'

দাঁড়িয়ে পড়ল সিনান। একটু ঘুরে সরাসরি ওয়াং চৌয়েনের চোখে তাকাল। 'সাংহাই মিউজিয়ামে আমার মেম্বারশিপটা দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমাকে কেন দরকার হবে আপনাদের?'

'উঁহুঁ,' মাথা নেড়ে বললেন চৌয়েন। 'নিজের যোগ্যতা আপনি কমিয়ে বলছেন, মিস সিনান। দক্ষিণ-পূব এশিয়ার অ্যান্টিকুইটিজ সম্পর্কে আপনিই তো লিডিং এক্সপার্ট। একটা থার্মোমিটারের চেয়েও বেশি ডিগ্রি আছে আপনার।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিনান, হাতটা ঝাঁকি খাওয়ায় ছাতার কিনারা থেকে পানি ছিটকাল। 'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'রাস্তার ওপারে, গেটের কাছে, পার্কের ওই বেঞ্চটায় বসতে পারি আমরা,' বললেন চৌয়েন, সিনানের একটা কনুই ধরলেন। 'চলুন?'

'আমি বরং ওদিকের ওই কাফেতে বসতে পারলে খুশি হই।' হাত তুলে দেখাল সিনান।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চৌয়েন। 'সম্ভব নয় রে, ভাই। লোকজন আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখুক, এটা আমরা চাই না, বিশেষ করে আপনি যখন আমাদের প্রজেক্টে কাজ করতে রাজি হয়েছেন।'

'কাজ করতে রাজি হয়েছি?' আকাশ থেকে পড়ল সিনান। তারপর রেগে গেল। 'আপনার নার্ভ তো দেখছি খুব শক্ত!'

'হ্যাঁ, একটু বেশিই শক্ত।' নিঃশব্দে হাসলেন চৌয়েন। 'বলতে পারেন এটা আমার পেশার অবদান। প্লিজ, চলুন, বসি!' হঠাৎ করেই তাঁর কণ্ঠস্বরে গম্ভীর একটা ভাব চলে এল, যেন গলাটা শুকিয়ে গেছে।

কথা আর না বাড়িয়ে রাস্তা পেরুল সিনান, পার্কের ভিতর ঢুকে ভেজা একটা বেঞ্চে বসল। পাশাপাশি।

'ধন্যবাদ। এবার বলুন, মিস সিনান, থুয়ে জাতুই নামটা আপনার কিনা।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সিনান। 'এই নামে একজন প্রচারবিমুখ কালেক্টর আছেন, আপনি কি তাঁর কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন চৌয়েন। 'হ্যাঁ।'

'প্রাচীন চিনা আর্টিফ্যাক্টের সবচেয়ে বড় কালেকশান-এর মালিক উনি,' বলল সিনান। 'বেশিরভাগই ইউয়ান বা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের দুষ্প্রাপ্য মূর্তি, মুদ্রা আর

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

টেরাকটা। কুবলাই খান নিজে ব্যবহার করতেন, এমন জিনিসও নাকি এর কাছে আছে।'

'থুয়ে জাতুই একজন বার্মিজ।'

'হ্যাঁ। সম্ভবত মায়ানমারের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী।'

'তার টাকা বা কালেকশান, এ-সব বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, মিস সিনান। আমরা তার কিছু রহস্যময় তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।'

'যেমন?'

'মিস সিনান, প্রথমেই আপনাকে আমার সাবধান করে দেয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত আপনার পক্ষে আমাদেরকে সাহায্য করা সম্ভব হোক না হোক, এখন আমি যা বলব তা যেন কোনভাবেই তৃতীয় কারও কানে না যায়।'

'ফেয়ার এনাফ।'

'গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা সম্পর্ক আছে। চিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখাটাকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেয়। এই নীতির কারণে এলাকায় আমাদের বন্ধুর কোন অভাব নেই। কিন্তু এমন একটা বিদঘুটে সংকট দেখা দিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি তার একটা বিহিত করতে না পারলে আমাদের অনেক বন্ধু হারাতে হবে।'

সিনান বেশি উৎসাহ দেখাল না। 'বলে যান, আমি শুনছি।'

'লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া আর বাংলাদেশ আমাদের পুরানো বন্ধু। ভারতকেও এখন আমরা বন্ধুর মর্যাদা দিচ্ছি। এ-সব দেশের সরকারগুলো বেশ কিছুদিন থেকে বলে আসছিল তাদের দেশের সন্ত্রাসী, বিদ্রোহী আর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের, অর্থাৎ চিনে তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করছে। তবে যেহেতু আনুষ্ঠানিক কোন অভিযোগ করা হয়নি, আমরাও ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি।

'কিন্তু হঠাৎ মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। বাংলাদেশে ধরা পড়েছে বিপুল অস্ত্র আর গোলাবারুদ। ওগুলো সব না হলেও, বেশিরভাগই চিনা অস্ত্র। স্বভাবতই বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ওদের ইন্টেলিজেন্স এই চোরা চালানের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। তাদের রিপোর্টে সন্দেহ করা হয়েছে বার্মীজ ধনকুবের থুয়ে জাতুইকে। আমরাও তাকেই সন্দেহ করি।

'কেন?' নিজে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিলেন তিনি, 'কারণ অনেকদিন থেকে থুয়ে জাতুই মায়ানমার সরকারের মনোনীত এজেন্ট হিসেবে আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনছে। গোটা এলাকায় এ-ধরনের এজেন্ট এই একজনই, অন্যান্য রাষ্ট্র আমাদের অস্ত্র কেনে সরাসরি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

'মায়ানমার সরকার, চিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আর থুয়ে জাতুই-এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় একটা চুক্তি হয়, তাতে বলা হয়েছিল আমাদের কাছ থেকে কেনা সমস্ত

অস্ত্র শুধু মায়ানমার সরকারের কাছেই বিক্রি করতে পারবে থুয়া আনলিমিটে থুয়া আনলিমিটেড একটা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কোম্পানি, মালিক থুয়ে জাতু যাই হোক, আমাদের সন্দেহ চুক্তির শর্ত ভেঙে বিভিন্ন দেশের দুস্কৃতকারীদে কাছে নির্বিচারে অস্ত্র আর গোলাবারুদ বেচছে সে।'

মাথা ঝাঁকাল সিনান। 'বেশ। আপনার বক্তব্য বুঝতে এখন পর্যন্ত আম কোন সমস্যা হচ্ছে না,' বলল সে। 'কিন্তু আসল কথাটাই বুঝতে পারছি না- এ সবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আমরা ইয়াঙ্গুনে একটা টিম পাঠাতে চাই। ইয়াঙ্গুনে মানে, কামওয়া অঞ্চলে। ওটা গ্রাম্য এলাকা, তবে প্রাচীন একটা দুর্গ আছে। ওই দুর্গে অ রাখবার জন্যে ওয়্যারহাউস আর বিরাট একটা মিউজিয়াম তৈরি করেছে জাতুই তবে জায়গাটা বিপজ্জনক, কারণ ওখানে একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি আছে।

'একটা টিম---?'

'হ্যাঁ। থুয়ে জাতুইকে বোঝানো হয়েছে, তার কালেকশানের মূল্যায়ন হওয় দরকার। কাজটা করবার জন্য দু'জন এক্সপার্টকে পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হয় সে ওদেরকে বিসিভ করতে রাজি হয়েছে। তাদের কাজ হবে থুয়ে জাতুইয়ে সমস্ত কালেকশনের ক্যাটালগ তৈরি করা, প্রতিটির আনুমানিক মূল্য নিরূপণ সহ।

'আপনি সাংহাই মিউজিয়ামের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর আপনার সহকার হিসেবে থাকবেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন অ্যান্টিকুইটিজ এক্সপার্ট, যিনি কিছুদিন হলো ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে সাংহাই ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়ে পড়াচ্ছেন। ওটা তাঁর ছদ্মপরিচয়। আসলে ভদ্রলোক বাংলাদেশী।

'আমরা এরই মধ্যে থুয়ে জাতুইকে সাংহাই মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছি–সে যেন লন্ডন আর সাংহাইয়ে তার কালেকশানের প্রদর্শনী করে। আশা করছি অনুরোধটা রক্ষা করবে সে।'

'কার যেন ছদ্ম-পরিচয়ের কথা বলছিলেন?'

হাসলেন ওয়াং চৌয়েন। 'তিনি আসলে বাংলাদেশের একজন টপ সিক্রেট এজেন্ট। আর্টিফ্যাক্ট দেখার অজুহাতে আপনার সঙ্গে জাতুইয়ের আস্তানায় ঢুকবেন তিনি। লোকটা যদি সত্যি অপরাধী হয়, তার মুখোশ খুলে দেবেন। বন্ধ করবেন পাইপলাইন।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিনান। 'আপনি ভুল দরজায় নক করেছেন, কমরেড চৌয়েন। সিক্রেট সার্ভিস বা ইন্টেলিজেন্স-এর লোকেরা যা করে বেড়ায় তাতে আমার এতটুকু সমর্থন নেই। তারচেয়েও বড় কথা, আমি একটা কাওয়ার্ড–ভীতুর ডিম। আপনার কথামত থুয়ে জাতুই যদি সত্যি ওরকম শয়তান লোক হয়ে থাকেন, ওখানে গিয়ে তাঁর ব্যাপারে নাক গলালে আমাকে [illegible] আসতে হবে না।'

'সত্যিই তাই,' ওয়াং চৌয়েন প্রায় ফিস[illegible]

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এরইমধ্যে একজন এজেন্টকে হারিয়েছে। আপনি যেমন বললেন...ওই নাক গলাতে গিয়েই।'

'অর্থাৎ ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটল,' বলল সিনান, দাঁড়িয়ে পড়ল বেঞ্চ ছেড়ে। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগল, কমরেড ওয়াং চৌয়েন।' গেটের দিকে পা বাড়াল সে।

'মিস সিনান...'

'জী?' কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল সিনান, থামছে না।

'আমার জানা মতে, আপনার একটা গবেষণায় বলা হয়েছে বেইজিঙের পশ্চিমে মাটি খুঁড়লে বিপুল পরিমাণে প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। বেশ কিছুদিন দেন-দরবার করার পর সরকারের কাছ থেকে থোক একটা বরাদ্দ পেতে যাচ্ছেন... বেশ মোটা টাকা, তাই না?'

হাঁটবার গতি কমে গেছে সিনানের। 'হ্যাঁ।'

'এ-ও বোধহয় সত্যি যে আগামী বছর আপনাকে বেইজিং মিউজিয়ামে দায়িত্ব নিতে পাঠানো হবে?'

থামল সিনান, কাঁধ দুটো শক্ত করল, তারপর বন করে ঘুরল। 'এটা আপনি পারেন না!'

ওয়াং চৌয়েন প্রায় বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল। 'উপায় না থাকলে সবই আমাকে পারতে হয়, মিস সিনান।'

'মঞ্জুরিটা আপনি বাতিল করাতে পারবেন, হয়তো; কিন্তু আমার চাকরিতে হাত দিতে পারবেন না। সে ধরনের ক্ষমতা আপনার নেই!'

'আপনার হয়তো শুনতে ভাল লাগবে না, তবু কথাটা সত্যি, সে-ধরনের ক্ষমতা সত্যিই আমার আছে। আছে আরও অনেক কিছু করার ক্ষমতা।'

'ইউ সান অভ আ বিচ!'

'মিস সিনান, প্লিজ, চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি...'

'আপনি জাহান্নামে যান!' আবার বন করে ঘুরল সিনান, ডাঙার কিনারা থেকে পানি ছিটিয়ে হাঁটা ধরল।

রেইনকোটের চেইন খানিকটা খুলে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালেন ওয়াং চৌয়েন, সিগারেটের প্যাকেট বের করে সাবধানে ধরালেন একটা। দু'তিনটে টান দিয়েছেন, এই সময় তাঁর ডান দিক থেকে ভেসে আসতে শুনলেন হাইহিলের খটখট আওয়াজ। চওড়া একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ফিরে আসছে সিনান।

'ভাবছি...আপনাদের মত বাস্টার্ড থাকতে এখনও আমরা তাইওয়ানটা ফেরত পাচ্ছি না কেন!' বলল সে, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। 'আমাকে একটা সিগারেট দিন।'

চৌয়েন তার সিগারেটটা ধরিয়েও দিলেন। তারপর জানালেন, 'আপনাকে আশাতীত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।'

'বাহ!' জবাবে বলল সিনান, অভ্যস্ত না হওয়ায় ধোঁয়া গিলতে গিয়ে খকখক করে কাশল কিছুক্ষণ। 'ওই ক্ষতিপূরণের টাকা আমি কার জন্যে রেখে যাব?'

চৌয়েন জানেন, এ প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। সিনান মানুষ হয়েছে এতিমখানায়। তার আপনজন বলে কেউ নেই। 'যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আ যাবেন তিনি একজন এক্সপার্ট, এসপিওনাজে তাঁর বহু বছরের অভিজ্ঞতা। বি করুন, এই পেশায় তিনিই সেরা। তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে—মিশনের সফলতা চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে আপনার নিরাপত্তা।'

নাক টানল সিনান। 'এ-সব আজেবাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথাটা বলু কী করতে হবে আমাকে?'

'আমার জানা মতে, এক হপ্তা ছুটি চেয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ। বেইজিঙে যাব।'

'বেশ। ছুটিটা নিন। সোমবার থেকে। তবে আপনি বেইজিঙে যাবেন না।'

'তা হলে কোথায় যাব? মায়ানমারে?'

'না, মায়ানমারেও নয়। আপনি যাবেন ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে বাংলাদেশী এই ভদ্রলোক আর আপনার জন্যে আমরা ওখানে একটা ভিলা ভা করেছি। আপনারা অদ্য-বিবাহিত দম্পতির মত আচরণ করবেন, মিস্টার আ মিসেস মং...'

'কিন্তু আপনি ধারণা দিয়েছেন আমাকে মায়ানমারে পাঠাতে চান! এ বলছেন কোন এক বাংলাদেশী স্পাইয়ের সঙ্গে বালিতে গিয়ে এক বাড়িতে থাকতে হবে!' সিনান বিমূঢ়।

চৌয়েন এমন ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন, সিনান যেন মুখই খোলেনি। 'তাঁর ন মাসুদ রানা। ওই এক হপ্তা আপনি তাঁকে আপনার সাবজেক্টের ওপর একটা ক্র্যা কোর্স করাবেন। ভদ্রলোক যাতে ঘুঘু জাতুইকে বিশ্বাস করাতে পারেন যে তিনি একজন এক্সপার্ট।'

'অসম্ভব!'

'আমাদের পেশায়, মিস সিনান, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। এখানে শাঙা মং-এর নামে প্লেনের একটা টিকিট আছে। পাসপোর্ট এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট আছে, যে-সব আপনার দরকার হবে। আর এই দ্বিতীয় এনভেলাপে পাবেন পাঁ হাজার মার্কিন ডলার...'

'তারমানে আপনি জানতেন ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবে হোক রাজি আমাকে করাবেনই?'

'মিস সিনান, সঙ্গে কিন্তু সুইমিং গিয়ার নিতে ভুলবেন না,' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পরামর্শ দিলেন চৌয়েন। 'বছরের এই সময়টা বালির আবহাওয়া ভারী চমৎকার। গুড ইভনিং।'

বেইন কোটের কলার তুলে দিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। খানিক পর সিনানও বেরুল, তবে উল্টোদিকে হাঁটা ধরল সে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নতুন, অচেনা, বিপদসঙ্কুল আর রোমাঞ্চকর একটা জগতে পা রাখতে যাচ্ছে সিনান। সে ভাবল, আমার জীবনের সাম্প্রতিক অঘটনের কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ওয়াং চৌয়েন। তবে তিনি ধারণা করেছিলেন, ওই ঘটনাটা ঘটেছে বলে তাঁর প্রস্তাবে আমার রাজি হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।

আসলেও হয়তো তাই। পাঁচ বছর প্রেম করবার পর কোন ছেলে যদি একটা মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলে, মেয়েটি এরচেয়ে অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজি হলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

দুই

কদিন ধরে চাপা একটা উত্তেজনা আর উদ্বেগে ভুগছে মাসুদ রানা। প্রথমে জানা গেল, আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই এক হপ্তার ছুটি নিয়েছেন ওদের বস, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চিফ রাহাত খান। তারপর খবর এল, স্বরাষ্ট্র আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর গুলশানের বাড়িতে ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছেন।

কেন? কী ব্যাপার?

এ-সব প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগেই রহস্য জমাট বাঁধল রাহাত খানের তরফ থেকে তাঁর বাড়িতে ডিনার খাওয়ার দাওয়াত চলে আসায়। হিসাব করে দেখা গেল, বসের ছুটি যেদিন শেষ হবে তার ঠিক আগের সন্ধ্যায় ওদেরকে ডিনার খেতে ডেকেছেন তিনি। ওদেরকে বলতে শুধু রানা আর সোহেলকে।

ফলে আরও কিছু নতুন প্রশ্ন দেখা দিল। যেমন, কী উপলক্ষে দাওয়াত? শুধু ওদের দু'জনকে ডাকা হয়েছে কেন, বাকি এজেন্টরা কী অপরাধ করল?

রাহাত খানের তরফ থেকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা টেলিফোনে আমন্ত্রণটা জানিয়েছে, ফলে দুই বন্ধু যুক্তি করে তার সঙ্গেই যোগাযোগ করল। কিন্তু ইলোরা ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। সে বলল, 'বস বলেছেন আপনাদের দু'জনের সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলবেন। কী নিয়ে, তা তিনি আমাকে কিছুই জানাননি।'

মিনিট পাঁচেক জেরা করবার পর পরিষ্কার হয়ে গেল ইলোরা সত্যিই কিছু জানে না। অর্থাৎ রহস্যটা আরও গভীর হয়ে উঠল। সোহেল বলল, 'ইলোরার মত স্মার্ট একটা মেয়ে কোন আভাস পর্যন্ত পায়নি—এর মানে কী, দোস্ত?'

'মানে হয়তো,' বলল রানা, 'ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। এতই গোপনীয় যে আমরা না জানার আগে ইলোরাকেও জানতে দেয়া যায় না।'

'ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার?'

'বোধহয়। তা না হলে বলার জন্যে বাড়িতে ডাকতেন না।'

'তোর কী ধারণা, ব্যাপারটা কী হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বুড়ো বয়সে এসে আইবুড়ো দুর্নামটা ঘোচাবেন? বিয়ে করার জন্যে ভালো কোন মেয়ে দেখতে বলবেন আমাদেরকে?'

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রসিকতায় সাড়া দিতে ব্যর্থ হলো রানা। ও অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে প্রথমেই ওরা লক্ষ করল, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) একটু যেন বেশি শান্ত। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নিজেই তিনি পোর্টিকোয় বেরিয়ে এসেছেন। কুশলাদি বিনিময়ের সময় তাঁর আচরণ আর কথাবার্তায় আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকল, তবে থাকল না আবেগের এতটুকু নাম-গন্ধ।

ওরা শেষ যে-বার আসে তারপর এ-বাড়িতে নতুন যা-যা জিনিস এসেছে, প্রথমে সেগুলো ওদেরকে দেখাতে নিয়ে এলেন রাহাত খান। তাঁর গুলশানের এই বাড়িটা প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর তৈরি করা হয়েছে। গোলাপ বাগানটা মূল দালানের দক্ষিণে, আর উত্তরে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। সম্প্রতি সেই লনের প্রায় সবটুকু দখল করে নিয়েছে টেনিসের একটা কোর্ট।

টেনিস কোর্ট থেকে সুইমিং পুলে চলে এল ওরা, সেটা বাড়ির পিছন দিকে। স্বচ্ছ, টলটলে পানি নজরে পড়তেই কাপড়চোপড় খুলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করল রানার। মাটিতে পা পড়ল বসের কথায়। 'চলো, এবার আমার জিমটা দেখাই তোমাদের।'

দালানের ভিতর ছোট একটা জিমনেশিয়াম, রাহাত খান একা ব্যবহার করেন। বয়স্ক মানুষের এক্সারসাইজ করবার অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো।

সবশেষে ওদেরকে নিয়ে স্টাডিতে এসে বসলেন বিসিআই চিফ। ইতিমধ্যে রানা আর সোহেল লক্ষ করেছে, গোটা বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড আর কাজের লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই। না থাকবারই কথা, কারণ আর কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কিন্তু ইলোরা? সে কেন থাকবে না? তবে কি...তাকেও ডাকা হয়নি?

সন্ধে হতে এখনও বেশ দেরি আছে। ডিনার নিশ্চয়ই রাত আটটার আগে পরিবেশিত হবে না। একজন কাজের লোককে ডেকে কফি চাইলেন রাহাত খান।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল কফির সরঞ্জাম সাজানো ট্রে। বস নিজেই ওদেরকে পরিবেশন করলেন। দেখা গেল রানা আর সোহেল ক'চামচ চিনি বা দুধ নেয় উনি তা জানেন।

কফির কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে টুকটাক আলাপ হচ্ছে। শেলফ থেকে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নামিয়ে কিছু বইয়ের পাতা ওল্টাল ওরা। দু'জনেই জানে, বসের এই লাইব্রেরিকে জ্ঞানের একটা দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডার কালেই চলে। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান এবং রাজনীতি সম্পর্কে দুনিয়ার সেরা লেখাগুলো এখানে স্থান পেয়েছে।

সোহেলের হাতে দেশীয় রাজনীতি এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপর লেখা একটা বই, উল্টে-পাল্টে দেখছে সে।

হঠাৎ শোনা গেল, 'আমরা তলিয়ে যাচ্ছি।'

রানা আর সোহেল ঝট করে মুখ তুলে একযোগে জানতে চাইল, 'সার?'

চোখ-ইশারায় সোহেলের হাতের বইটা দেখালেন রাহাত খান। 'বাংলাদেশ, অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কে এই কথাই বলা হয়েছে বইটাতে,' বললেন তিনি। 'লেখকের সঙ্গে আমিও একমত।'

নড়েচড়ে বসল রানা। দেশের সাধারণ অবস্থা নিয়ে বসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ওদের কোন আলোচনা হয়নি। আজ বোধহয় একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। 'এই অবস্থা কেন হলো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমরা তো পরিষ্কারই দেখতে পাই যে দেশ যারা চালান তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেননি। আমরাও, যে-যার নিজের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই ব্যর্থ,' বললেন রাহাত খান। 'তবে এ-ও ঠিক যে আমরা একেবারে নতুন। আগে কখনও সত্যিকার অর্থে বাঙালী স্বাধীন ছিল না, নিজেদেরকে নিজেরা কখনও শাসনও করেনি। সেজন্যেই চাবা নতুন মদ ধরলে যে আচরণ করে, স্বাধীনতা পেয়ে অনেকটা সেরকম আচরণ করছি আমরা।'

কথার পিঠে কথা উঠল, ফলে ওদের আলোচনা স্টাডি রুম থেকে ডাইনিং রুমেও স্থানান্তরিত হলো। দেখা গেল কাজের লোকজন টেবিল সাজিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে, ওদেরকে নিজের হাতে পরিবেশন করছেন রাহাত খান। রানা আর সোহেল নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল—ওদের জীবনে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তবে সেটা মধুর নাকি তিক্ত তা এখনও জানে না ওরা।

'আমাদের এই দুর্দশা মারাত্মক কিছু ভুল আর দুর্ভাগ্যের সমষ্টি,' কথার খেই ধরে আবার বললেন রাহাত খান। 'মুক্তিযুদ্ধটা আরও দীর্ঘ হলে গোটা জাতি একটা চালুনি বা ছাঁকনির ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেত। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে উচিত ছিল রাজাকার আর দেশদ্রোহীদের বিচার করা। তারপর সবচেয়ে যেটা দুঃখজনক, এমন কী শিক্ষিত সমাজেরও বুদ্ধির মুক্তি ঘটল না।'

'এই পতন ঠেকাবার উপায় কী, সার?' জানতে চাইল সোহেল।

'এর জবাব দিতে পারবেন এক্সপার্টরা, অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানীরা,' বলে সোহেলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'বইটা দাও, এ-ব্যাপারে লেখক কী বলেছেন পড়ে শোনাই তোমাদের।' বইটা নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টে পড়তে শুরু

করলেন, '...বিশুদ্ধ উপকরণ অর্থাৎ মতবাদ আর আদর্শের অভাব, তাই এ আর বিপ্লব হবে না। সামরিক অভ্যুত্থান মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে জাতিকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে। গণ-অভ্যুত্থান যদি ঘটেও, অধম নেতৃত্বের কারণে সে কাজে লাগানো যাবে না। সম্ভাব্য সমাধান দুটো—এক, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে তরুণ প্রজন্মকে ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতিতে আসতে হবে। নতুন নেতৃত্ব দরকার আর দুই—ওই তরুণ নেতৃত্বের মূল কাজ হবে জনগণকে মিথ্যে আশার বাণী শুনিয়ে এই কথাগুলো বলা: ভীরু, অনভিজ্ঞ আর অসচেতন হয়ে থাকাটা অপরাধ। কেউ ডাক দেবে, তার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই ঘুম থেকে জাগো। তারপর—চলো, সামনে চলো!... মানুষ নিজের পছন্দে দস্যু বা সাধু, ফেরেশতা শয়তান হয়। তুমি যা কিছু হবে নিজের গরজে...'

আবার কফি নিয়ে বসল ওরা, ইতিমধ্যে ডিনার সেরে ফিরে এল স্টাডিতে। এবার কফির কাপে অল্প কিছুটা করে ব্র্যান্ডি মেশালেন রাহাত খান।

কামরার ভিতর এই মুহূর্তে শান্ত একটা পরিবেশ, তবে কিছুটা আড়ষ্ট বটেই। ওদের বস ওদেরকে বাড়িতে ডেকে নিজের হাতে পরিবেশন খাওয়ালেন, তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ বা উদ্দেশ্য আছে।

কী সেই উদ্দেশ্য? যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ তো একটা চাপা উত্তেজনা থাকবেই।

ধীরেসুস্থে, সময় নিয়ে পাউচ থেকে সুগন্ধী তামাক বের করে পাইপে ভরলেন বিসিআই চিফ। পাইপে আগুন ধরিয়ে এক মুখ নীলচে ধোঁয়া ছাড়লেন।

'আমি একটা অপরাধ করে ফেলেছি!' এভাবে শুরু করলেন তিনি।

'জী?' একযোগে বলল রানা আর সোহেল, রীতিমত আঁতকে উঠেছে ওরা।

'তোমরা জানো বিদেশ থেকে প্রচুর আর্মস আর অ্যামিউনিশন আসছে দেশে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা জানি কারা এই বেআইনী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, কী কী কোথায় ব্যবহার করা হবে ওগুলো। কিন্তু জানা সত্ত্বেও আমরা কোন অ্যাকশন নিতে পারি না।

'কেন অ্যাকশন নিতে পারি না, এটা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। ক্ষমা চেয়ে যারা দানব হয়ে উঠেছে তাদের শক্তি, কৌশল আর ষড়যন্ত্রের কাছে অনেকটা অসহায় আমরা। ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ওরা দখল করতে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। খেলছে মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে।

'দেশের ভেতর অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছি না, তাই ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি বাইরের সাপ্লাই বন্ধ করতে পারি কিনা। অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে একজন এজেন্টকে মায়ানমারে পাঠালাম। কিন্তু সে আর ফিরল না। তার কোন খবরও এল না। আরেকজন সন্তানকে চিরকালের জন্যে হারালাম আমি। ইদানীং বেশ ঘন ঘন হারাচ্ছি ওদের।'

দীর্ঘ বিরতি। কামরার ভিতর কোন শব্দ নেই। নেই কারও এতটুকু নড়াচড়া।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com www.boiRboi.blogspot.com

ন যেন নিভে গেছে পাইপটা।

'তারপর আমার চোখ খুলে গেল। কী ঘটছে উপলব্ধি করতে পারলাম। আমি বুড়ো হয়েছি। বুদ্ধিতে আগের সেই ধার নেই। অনেক পাঁচিলই সাহস ভাঙতে বা ডিঙাতে পারি না।'

আবার বিরতি। সোহেল ঢোক গিলে গলা ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আর বলবার সাহসই হলো না রানার। পাইপটা আবার ধরালেন রাহাত খান।

'আমি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। তা তো চলতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিয়েছি অবসর নেব। বিসিআই-তে নতুন রক্ত দরকার। নতুন প্রজন্ম, তোমরা এখন দায়িত্ব নেবে।'

আবার বিরতি, তবে সেটা দীর্ঘ হতে পারল না। রানা গলা পরিষ্কার করে নিতে চাইল, 'আমাদের যে এজেন্ট ফিরে আসেনি, সে কে, সার?'

'ধীর,' বললেন রাহাত খান। 'ধীর সাজ্জাদ।'

ধীর মাত্র কিছু দিন আগে ট্রেনিং শেষ করেছিল, একদম নতুন এজেন্ট। বস্ ওকে অফিসিয়ালি অর্জনের জন্য এই প্রথম দেশের বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

'দয়া করে যদি বলেন ওর অ্যাসাইনমেন্টটা কী ছিল।'

ধীর সাজ্জাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিলেন রাহাত খান। তারপর আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। 'সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি অবসরে যাচ্ছি···'

'সার,' খুব নিচু গলায়, নরম সুরে বাধা দিল রানা। 'আমার একটা···আর্জি আছে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল সোহেল।

'বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি তুমি কী বলবে। কিন্তু অযৌক্তিক কোন দাবি দাওয়া তোমাদের কারুরই করা উচিত হবে না। সব দিক চিন্তা করেই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। বুদ্ধির ধার আর আগের মত নেই আমার, ভুল হয়ে যাচ্ছে কাজে, যোগ্য লোককে বসতে হবে আমার চেয়ারে···'

'সার, আপনার সঙ্গে তর্ক করব, সে ধৃষ্টতা আমার নেই,' বলল রানা। 'আমি আপনাকে এমনকী অবসর নিতেও বারণ করছি না।'

'দ্যাট'স মাই বয়! তা হলে তোমার আর্জিটা শোনা যেতে পারে। কী সেটা?'

'আপনি সার আমাকে পনেরো দিন সময় দিন,' বলল রানা। 'ধীর সাজ্জাদকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, আমাকেও আপনি সেই একই কাজে পাঠান।'

'তাতে কী হবে?'

'জানা যাবে ধীর কেন নিখোঁজ হলো। আপনার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল কিনা। তা আরও জানা যাবে অস্ত্র আর গোলাবারুদের চালান উৎসে ধ্বংস করাই এই মুহূর্তে একমাত্র সমাধান।'

'মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বলা হয়েছে, একান্তই যদি সিদ্ধান্ত না পাল্টাই,

অন্তত একমাস যাতে কাজ চালিয়ে যাই—ততদিনে আমার পোস্টে তোমাকে কাকে বসানো যায় ঠিক করে ফেলবে ওরা। তবে না,' বলে মাথা নাড়লেন রাহাত খান, 'অফিশিয়ালি তোমাকে আমি এই অ্যাসাইনমেন্ট পাঠাতে পারি না।'

'কেন, সার?'

'ধীরকে পাঠানোর সিদ্ধান্তটাই তো ভুল ছিল আমার। তোমাকে পাঠিয়ে সে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে বলছ?'

'ওখানে আসলে কী ঘটেছে জানার জন্যে একবার কারও যাওয়া তো দরকার সার,' বলল রানা। 'ধীর হয়তো ওখানে কারও হাতে বন্দি হয়ে আছে, আশা করছে আমরা কেউ গিয়ে তাকে উদ্ধার করব।'

দু'সেকেন্ড চিন্তা করলেন বিসিআই চিফ। তারপর বললেন, 'ধীরকে বাদ করে রেখে বিদেশী একজন আর্মস স্মাগলারের নাড়ি কী?' মাথা নাড়লেন তিনি 'না, আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না। তবে একান্তই যদি পরিস্থিতিটা বুঝতে চাও···'

'সার?'

'তুমি ছুটি নিয়ে আনঅফিশিয়ালি মায়ানমারে যেতে পারো,' বললেন রাহাত খান। 'তবে যাবার আগে সোহেলকে ধরো, চিনা সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুক ও।'

'কেন, সার?' সোহেল বিস্মিত।

'পরিস্থিতি সম্পর্কে ওদেরকে একটা ধারণা দেয়া আছে,' বললেন রাহাত খান। 'ওরা হয়তো রানাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'জী, সার।' ঠিক আছে, সার।' বস্ না আবার সিদ্ধান্ত পাল্টান, এই ভয়ে সোহেলের দিকে ফিরল রানা, তারপর ইঙ্গিতে হাতঘড়িটা দেখাল।

রানা এবং সোহেল দু'জনেই বুঝল ওদের বস্ কী ভাবছেন—সত্যি যদি কেউ ভুল তিনি করেই থাকেন, সেটা সংশোধন করবার যোগ্যতা শুধু মাসুদ রানার আছে। তবে নিজেকে নিয়ে তাঁর এই সংশয় যেহেতু একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় তাই রানাকে তিনি অফিশিয়ালি এটার সমাধান করতে পাঠাতে পারেন না।

তিন

চিনা, অথচ প্রায় ওর সমান লম্বা বলে সহজেই চেনা গেল তাকে। বা এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ ক্লেইম-এর দিকে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে এগোচ্ছে। আশপাশে সবার চেয়ে উঁচু তার মাথা, লালচে-সোনালি চুল চওড়া হ্যাটের নীচে ঢেউ-এ আকৃতি নিয়ে উড়ছে। সাদামাঠা একটা সবুজ ড্রেস পরেছে সে, রোদ ঝলমল

PROTECTED

mail: azmsumon@yaho

লাগে তাকেই আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তাকে।

কনভেয়ার বেল্টের পাশে, বাকি সবার কাছ থেকে একটু দূরে থামল মেয়েটা। তক্ষুণি সামনে এগোল রানা।

'হ্যালো, ডার্লিং!' বাহুবন্ধনে তাকে আটকাল রানা, সিনান মুখটা সরিয়ে নেয়ার আগেই ঠোঁট ছোঁয়াল তার গালে। চুমোটা স্বামীসুলভ ক্ষণস্থায়ী হলো, র আলিঙ্গনটা ঢিলে না করে ঠোঁট নিয়ে এল রানা মেয়েটির লালচে-সোনালি লমি চুলে আংশিক ঢাকা কানের পাশে।

'ধরে নিচ্ছি তুমি মাসুদ রানা?' ফিসফিস করল সিনান।

'আদি এবং অকৃত্রিম।'

'ও-সবের কি প্রয়োজন ছিল?'

'ছিল। তুমি বিয়ের আঙটি পরতে ভুলে গেছ, ডার্লিং।'

'কিনেছি, কিন্তু প্লেনে ওটার আগে পরতে গিয়ে মন থেকে কোন সায় পেলাম

এ-ভিড়ে সহজে ভিজবে না, নিজেকে জানিয়ে রাখল রানা। দেখা যাচ্ছে র ওয়াং চৌয়েন কিছু বাড়িয়ে বলেননি: মেয়েটির রেকর্ড ঘেঁটে তাঁর মনে ছে-নিজেকে তালা দিয়ে চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছে শাওলি সিনান। ই ভাবটা ভাঙল রানা। 'হংকং থেকে কী ব্যাগ কিনলে, ডার্লিং? টান গুচি?'

'না,' শুকনো গলায় জবাব দিল সিনান। 'ক্যানভাস মার্কস আর স্পেনসার।'

গম্ভীর হলো রানা। মেয়েটির মধ্যে ধরাছোঁয়ার বাইরে কী যেন একটা আছে। কী কৌশলে চেপে রাখা রূপের মধ্যেও সুন্দর লে-দুর্বোধ্য লাগলেও া পেইন্টিং যেমন সুন্দর লাগে।

রহস্যটা বোধহয় চোখে, ধারণা করল রানা, যথেষ্ট ব্যবধানে গড়ে ওঠা উঁচু লের হাড় তার ওই কাজল কালো চোখ দুটোকে যেন আরও বড় করে ছে।

'আমাকে তুমি মিস্ করেছ?'

'কী বলো, ডার্লিং! মনে হচ্ছিল তুমি নেই তো দুনিয়া নেই।' হাসিটায় সামান্য আন্তরিক না থেকে পারে না, মুখের চামড়া টান টান করে তুলল।

ফ্লাইটটা কেমন লাগল?'

জঘন্য। সারাক্ষণ বাম্প করেছে। ওই আসছে।'

চল বেল্ট থেকে ব্যাগ দুটো তুলে নিল রানা। একটা ব্যাগ ওর ডান কে ইঞ্চি খানেক লম্বা করে দিল। 'ভারী দেখছি।'

বই,' নিচু গলায় বলল সিনান। 'আমাকে বলা হয়েছে, তোমার কিছু শিক্ষা ।'

একই মাপের ধারাল হাসি ফুটল রানার ঠোঁটেও। 'তোমাকেও কিছু শিখতে ডার্লিং। এসো, গাড়িটা এদিকে।'

সাগরের পাশ ঘেঁষা রাস্তায় রেন্ট-আ-কারের মার্সিডিজ রানার হাতে পড়ে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল স্পীডে ছুটছে। বালির আবহাওয়া আজ শান্ত। ওদের ডান দিকে চওড়া ধাপ-এর মত করে কাটা পাহাড়ী ঢাল, সেগুলোয় ফসল ফলানো হয়েছে। দূরে আরও অনেক উঁচু পাহাড়ের সারি। বাম দিকে সাগর, কাছে আর দূরে ছোট-বড় অনেক সবুজ দ্বীপ।

'দক্ষিণে ইরাবৎ পাহাড়, তার মাথায় আমাদের ভিলা। তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে।' রানার ভারী গলা বাতাসের গর্জনকে অনায়াসে ছাপিয়ে উঠল।

'আমার কি আলাদা বেডরুম?' পাশের সিটে নড়ছে না সিনান, তাকিয়ে আছে নাক বরাবর সামনে।

'বেডরুম চারটে। আমি এখনও আমার ব্যাগ-ট্যাগ খুলিনি, কাজেই যে-কোন একটা বেছে নিতে পারবে তুমি।'

'তবু খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম।' বাতাসে উড়ে যাওয়ার ভয়ে মাথার হালকা হ্যাটটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সে। হ্যাটের নীচে, কাঁধের চারপাশে, তার চুল উড়ছে।

'দৈনন্দিন কাজের একটা রুটিন তৈরি করেছি আমি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। সকালে তোমার দেয়া বই পড়ব আমি, আর তোমার লেকচার শুনব। বিকালে আমি তোমাকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেব আর স্মল আর্মস চালাতে শেখাব।'

'পিস্তল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিনান। 'আগ্নেয়াস্ত্র? ও-সব আমার কাজ না। একদম পছন্দ করি না!'

'না করাই উচিত, তবে তোমার ওই বইয়ের মত ওগুলোও বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে।'

'সাংহাইয়ের ভদ্রলোক বলেছেন, আমার কাছ থেকে শুধু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস আর আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে বিশদ জানতে চাওয়া হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এক সারি ট্রাককে পাশ কাটাল মার্সিডিজ। 'মিস্টার চৌয়েন ঠিকই বলেছেন। তবে হয়তো সব কথা উনি তোমাকে বলেননি।'

'বাহ্, বেশ! কী ধরনের ফিজিক্যাল ট্রেনিং?'

'বিশ্রাম না নিয়ে দৌড়ে কতদূর যেতে পারো?'

'এক লাইটপোস্ট থেকে আরেক লাইটপোস্ট,' জবাব দিল সিনান, গলায় বেশ ঝাঁঝ। 'তবে শিওর না।'

'আজ থেকে এক হপ্তা পর, পাঁচ মাইল অনায়াসে ছুটতে পারবে।'

'বলেছে! মামার বাড়ির আবদার আর কী!'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। বাকি পথে আর কোন কথা হলো না।

সাগরের সরাসরি উপরে, অনেকগুলো পাহাড়-প্রাচীরের সবচেয়ে ছোটটার

PROTECT

~*Sumon*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মাথায় ওনের ভিলা। রোদ আর ছায়া মিলিয়ে হরেক নকশা তৈরি করেছে দুপাশের গাছপালা ঢালু পাহাড়ী রাস্তার উপর। ভিলার সামনে ফুলের বাগানে কেন রঙের মেলা বসেছে।

সদর দরজার সামনে মার্সিডিজ থামাল রানা। ফেলে আসা বাঁকা ড্রাইভওয়ের পাশে একটা বেগবতী ঝরনা নিস্তব্ধতার ভিতর বেশ জোরে খলখল করছে।

গাড়ির পিছনে এসে ট্রাঙ্ক খুলল রানা। তারপর সদর দরজার দিকে এগোল।

মার্সিডিজের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিনান। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'এটাই তো আমাদের ভিলা।'

'ব্যাগগুলোর কী হবে?'

'কী হবে?' বলে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

'কী জ্বালা রে বাবা!' হিসহিস করল সিনান, ট্রাঙ্ক থেকে টেনে-হিচড়ে ব্যাগগুলো বের করে নিয়ে রানার পিছু নিল।

'আমার পরামর্শ, তিনতলার সামনের বেডরুমটা তুমি নাও। ওটা থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য সবচেয়ে ভাল দেখতে পাওয়া যায়।'

'এগুলো তোমার,' বলে বই বোঝাই ব্যাগটা রানার পায়ের সামনে ধপাস করে ফেলল সিনান।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমি আমার জীবন দিয়ে রক্ষা করব ওগুলোকে।'

সিঁড়ির দিকে এগোবার সময় সিনানের বিশাল চোখ জোড়া রানার দৃষ্টিকে এড়িয়ে থাকল, তার জুতোর হিল টাইলসের মেঝেতে .২২-ক্যালিবার পিস্তলের মত আওয়াজ করছে।

'গলা ভেজাবার জন্যে কিছু নেবে?'

'হ্যাঁ! জিন!' কাঁধের উপর দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলল সিনান, তারপর সিঁড়ির মাথায় উঠে হারিয়ে গেল।

নিজের ব্যাগ নিয়ে নীচের বেডরুমে ঢুকল রানা। কাপড় পাল্টে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরল, গায়ে জড়াল খাটো একটা বিচ রোব। দুটো তোয়ালে নিল, তার একটা দিয়ে জড়াল লোডেড ওয়ালথারটা।

বারে দাঁড়িয়ে সিনানের জন্য গ্লাসে জিন ঢালল রানা, প্রচুর বরফ সহ। নিজের জন্য খুলল একটা বিয়ার।

তিনতলার বেডরুমে ঢুকে রানা দেখল ক্লজিটে কাপড় ঝুলাচ্ছে সিনান। 'তোমার ড্রিঙ্ক, ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

একটা ইজি চেয়ারে বসতে যাচ্ছে সিনান, হাতের গ্লাস থেকে খানিকটা জিন ছলকাল। এতক্ষণে তার চোখে পড়ল রানা কী পরেছে। 'এটা কী?'

'তোমাকে তো বলেছি, কাল থেকে শুরু-করব আমরা। এখন আমি সাঁতরাতে

যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পারো।' দরজার দিকে এগোল রানা। 'ভুলে যেয়ো না এখানে তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছ।'

হাতের গ্লাসটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হলো সিনানের, তবে তার রক্ষণশীল মন-মানসিকতা দামি চাইনিজ জিন নষ্ট করবার অনুমতি দিল না।

সৈকতটা সাদা বালির বিস্তৃতি। প্রায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির। গাছপালা ঢাকা মাটির পাহাড় দিয়ে তিন দিক থেকে ঢাকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এখানে নামবার কোন পথ নেই, তবে পর্যটন বিভাগের শ্রমিকরা পাহাড়ের ঢাল কেটে একেবারে পানির কিনারা পর্যন্ত ধাপ তৈরি করে রেখেছে। ট্রেইলটা আঁকাবাঁকা আর প্রায় খাড়া, সেজন্য খুব কম লোকই এই সৈকত ব্যবহার করে। শান্ত আর নির্জন একটা জায়গা।

বিশ মিনিট হলো সৈকতে এসেছে রানা, এই সময় সিনানকে ধাপ বেয়ে নামতে দেখা গেল। ওর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে থেমে বালির উপর একটা তোয়ালে মেলল সে। আরেকটা তোয়ালে ফেলল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছোট রোবটা পা থেকে খসাল।

সিনান বিকিনি পরে আছে। তাতে শুধু ঢাকা পড়েছে যেগুলো না ঢাকলেই নয়। স্তন ছোট হলেও, দৃঢ়। পেট চ্যাপ্টা। তবে উরু আর নিতম্বে যথেষ্ট কমনীয়তা আছে। পা দুটো লম্বা।

'বাহ, তোমার ফিগারটা···কী বলব···বিউটিফুল।'

রানার দিকে তাকাল সিনান, কিন্তু একটা কিছু বলবার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। তারপরই তার চোখ দুটো কুঁচকে সরু হয়ে গেল—রানার মেদহীন, পেশিবহুল কাঠামোটা খুঁটিয়ে দেখছে। রোদে পোড়া তামাটে ত্বক ওর, চকচকে পিতলের মত বহু দাগ সেই ত্বকে, যেন রোড ম্যাপ আঁকা হয়েছে। 'মাই গড!'

ঠোঁট না খুলে হাসল রানা। 'সাধারণত সবারই এরকম প্রতিক্রিয়া হয়।'

'কিন্তু কীভাবে···'

'বুঝতেই পারছ, এ-সব সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে হয়নি।' গোল পাকানো তোয়ালের উপর মাথা রাখল রানা।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পানিতে নামল সিনান। মাঝে-মধ্যে চোখ খুলে তাকে দেখছে রানা—কখনও খোলা সাগরের দিকে সাঁতরাচ্ছে সে, কখনও তীরের দিকে। বোঝা যায়, সাঁতারটা উপভোগ করছে মেয়েটা। ভাল, ভাবল রানা, আশা করা যায় বরফ খুব তাড়াতাড়িই গলতে শুরু করবে। ওদের হাতে সময়ও তো খুব বেশি নেই।

আধঘন্টা পর ডাঙায় উঠে এসে নিজেকে তোয়ালে আর রোব দিয়ে মুড়ে ফেলল সিনান।

'আমার একটা সাজেশন আছে।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কী সেটা?'

'আমার আরও কাছে সরে এসো। তুমি পছন্দ করো আর না করো, লোকজনের সামনে সুখী দম্পতি হিসেবে অভিনয় করতে হবে আমাদের।'

ইতস্তত করল সিনান, তবে শেষ পর্যন্ত নিজের জিনিস-পত্র কাছাকাছি সরিয়ে আনল সে, তারপর রানার পাশে হাঁটু গাড়ল। তোয়ালেটা গায়ে জড়াবার সময় তার সব কিছুই বিশেষ ছন্দে দুলে উঠল।

অস্বস্তি হয়ে যায়, তাই চোখ সরিয়ে সাদা সৈকত আর নীল সাগর দেখছে রানা।

'ওই চরিত্রটি, ধুয়ে ফাতুই···'

'হ্যাঁ, বলো?' সিনান থেমে যেতে তাগাদা দিল রানা, হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

'কী ঘটবে, যদি তুমি জানতে পারো লোকটা তোমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের কাছে সত্যিসত্যি অস্ত্র আর গোলাবারুদ বিক্রি করছে?'

'কী আবার ঘটবে! বেআইনী ব্যবসাটা থেকে সরিয়ে দেব তাকে।'

শরীরটাকে পড়িয়ে কনুইয়ের উপর চাপাল সিনান, ফলে চাপ পড়ল একটা স্তনে। 'এতই সহজ?'

একটা চোখ খুলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে সিনানের দিকে তাকাল রানা। 'এতই সহজ।'

রানাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখল সিনান। 'কীভাবে?'

দাঁড়াল রানা। 'তুমি আসলে জানতে চাও না।' কয়েক পা ছুটে সাগরে ডাইভ দিল রানা।

অলস ভঙ্গিতে সাঁতরে খোলা সাগরের দিকে একশো গজের মত এগোল রানা। হঠাৎ টের পেল স্রোতের তীব্রতা বাড়ছে, তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল সৈকতে।

ফিরে এসে সিনানের পাশে বসল রানা, খেয়াল করতে দেখল মেয়েটির চোখে আশ্চর্য একটা দৃষ্টি। ওর তোয়ালেটা বাড়িয়ে ধরল সে।

'তোমাকে দেব বলে এটার ভাঁজ খুলেছি।' সামান্য একটু নড়ল সিনান, ফলে এতক্ষণে তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখল রানা ওয়ালথারটাকে। 'এখন বোধ হয় আমি জানি কীভাবে।'

কুবলাই খান ছিলেন তুলুই-এর ছেলে আর চেঙ্গিস খানের নাতি, বারোশো বাহান্ন সালে চিনে ঢুকে একের পর এক অভিযান চালান তিনি, এবং প্রতিটি যুদ্ধে জিততে থাকেন।

বারোশো ষাট সালের মধ্যে জিন ডাইনাস্টিকে বহিষ্কার করে মঙ্গোল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কুবলাই খান। বিজিত দেশের লোকজনের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতেন তিনি। তাঁর নির্দেশে ওই সময় খানবালিক শহর গড়ে তোলা হয়, আজ

সবাই যে শহরকে পিকিং বা বেজিং বলে চেনে।

কুবলাই খান সাহিত্য আর শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পেইন্টিং, পাণ্ডুলিপি, বই, বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন শিল্পকর্ম সংগ্রহ করতেন। ইউয়ান-স্টাইল ধর্মীয় ভাস্কর্য আজও বেশ কিছু টিকে আছে। সেগুলোর বেশির ভাগই রয়েছে ধুয়ে ফাতুই-এর কাছে।

রানা শিখল দেখবার পর কীভাবে এগুলোকে চিনতে হবে। বইয়ে ছাপা ছবি দেখে খুব কম সময়ের মধ্যে বলে দিতে পারল কোনটা আসল আর কোনটা নকল।

নিজের সাবজেক্ট খুব ভাল বোঝে সিনান। সেই জ্ঞান একজন নবিসের মগজে বসিয়ে দেওয়ার দক্ষতাও তার আছে।

যতটা ভেবেছিল, সিনানের কাছে তারচেয়ে অনেক সহজ লাগল কাজটা। তার কারণ, রানার মাথা অতি দ্রুত কাজ করে। অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে যে-কোন বিষয় বুঝে নিতে পারে ও, বিপুল তথ্য গেঁথে নিতে পারে মগজে। একই সঙ্গে তথ্য-উপাত্তের মূল্য নিরূপণের কাজও সেরে নেয়।

বিস্ময় গোপন না রেখে এ-ব্যাপারে একটা মন্তব্য করল সিনান।

'এটাতে আমার কৃতিত্ব তেমন কিছুই নেই,' জবাব দিল রানা। 'আসলে একটা কৌশল বলতে পারো। এটা আমাকে ট্রেনিং দিয়ে শেখানো হয়েছে, পেশার অংশ।'

উত্তরটা মেনে নিল সিনান, তবে এত তাড়াতাড়ি রানাকে শেখাতে পারছে দেখে এক ধরনের গর্বও অনুভব করল সে।

এ-সবই সকালের ব্যাপার। বিকেলের গল্প সম্পূর্ণ আলাদা।

রানাকে যে ভাবেই সে দেখাক, শাওলি সিনান তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় আসলে চারদেয়ালের বাইরেই কাটিয়েছে। অনেক দূর হাঁটতে বললে সে কিছু মনে করে না; ঘোড়া ছোটাতে অত্যন্ত দক্ষ, বেশ ভাল লন টেনিস খেলে।

তারপরও রানা যে ব্যবস্থা করল, তার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

এক্সারসাইজগুলোর উদ্দেশ্য গতি আর ক্ষিপ্রতা বাড়ানো। 'শক্তি কিছুই না,' তাকে বলল রানা। 'সঠিক কৌশল জানা থাকলে স্পিড আর বডি কন্ট্রোলের সাহায্যে ত্রিশ কিলো ওজনের দশ বছর বয়েসী একটা মেয়েও ছয় ফুট লম্বা এক লোককে খুন করতে পারে শুধু আঙুল দিয়ে।'

শুধু আঙুল দিয়ে কাউকে খুন করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে শাওলি সিনানের নেই, তবে সে এত ক্লান্ত যে তর্ক করতে রাজি নয়। ক্লান্তির কারণ, রানা ওকে নিজের সমতুল্য প্রতিযোগিনী হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে।

নিজের পড়াশোনায় এ-প্লাস পাচ্ছে ও। সিনানও নিজের এক্সারসাইজে কেন তা পাবে না?

এক্সারসাইজ আর লম্বা দৌড়, এই দুটোর সাহায্যে সিনানের স্ট্যামিনা, অর্থাৎ

PROTECT

SumoN Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শারীরিক ধকল সহ্য করবার শক্তি বাড়াবার কাজে মন দিল রানা। চারদিনের দিন দেখা গেল শরীরের প্রেশার পয়েন্টগুলোর অবস্থান এত ভালভাবে মনে রেখেছে সিনান, তার ইন্সট্রাক্টর না হলে রানাকে ফেলে দিতে পারত সে।

এরপর অস্ত্র চালনা শিক্ষা। যে-ধরনের অস্ত্র বাংলাদেশে ঢুকছে সেগুলোর সাহায্যেই সিনানকে ট্রেনিং দিল রানা। শেখাল কীভাবে একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল আর নানারকম পিস্তল লোড আর ফায়ার করতে হয়। কীভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হয়। মুভিং টার্গেটে কীভাবে লাগাতে হয় গুলি।

এলাকায় কোন রেঞ্জ নেই, থাকলেও ব্যবহার করবার সাহস হোত না রানার। কাজেই কোন বুলেট না ছুঁড়ে ট্রেনিং শেষ করল সিনান। তবে রানা ওকে জানাল, ওর চোখ খুব ভাল।

পঞ্চম দিন সকাল। তিনশো প্রশ্ন নিয়ে একটা কুইজ তৈরি করেছে সিনান। ঝড়ের বেগে উত্তর দিয়ে গেল রানা। মাত্র একটা ভুল হলো।

সেদিন বিকেলে বিরতি ছাড়া পাঁচ মাইল দৌড়াল সিনান। লাথি চালাবার ভান করে হাতের ডান হাতের কোপ মেরে রানাকে ফেলে দিল বালির উপর।

'কনগ্রাচুলেশন্স,' আন্তরিক কণ্ঠে প্রশংসা করল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্নভাবটা কাটাল। 'এবার পরস্পরকে আমরা একটু দয়া করতে পারি।'

'মানে?'

'মানে বাইরে ডিনার খাব।'

'থ্যাঙ্ক গড! তোমার রান্না একেবারে যাচ্ছেতাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সে-কথাই তো বললাম–বাইরে খেলে পরস্পরকে দয়া করা হবে। তোমার রান্নাও আমারটার মতনই, খাওয়া যায় না।'

হেসে ফেলল সিনান, ওরা এখানে পৌঁছানোর পর এই প্রথম। 'জানি। আমরা বোধহয় কেউ খুব একটা ডোমেস্টিক নই।'

গ্রামটার নাম যামিনী, এক হিন্দু দম্পতি রেস্তোরাঁটা চালায়। ভাত-মাছ পাওয়া যায় শুনে খুব আগ্রহ দেখাল সিনান। তাকে নিয়ে ধাপ বেয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় উঠতে হলো রানাকে। যামিনী গ্রামটা এখানেই।

চাঁদ উঠতে রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে নীচের গ্রাম আর বহুদূর পর্যন্ত সাগর দেখা গেল। বিদেশী পর্যটকরা যদি নাচতে চায়, রেস্তোরাঁর ঠিক সামনে পাকা চাতাল আছে। মাত্র কয়েক মাস আগে কয়েকজন জানোয়ার এই দ্বীপে বোমা ফাটিয়ে কয়েকশো ট্যুরিস্টকে বিনা অপরাধে খুন করেছে, তাই চাতালটা আজ প্রায় শূন্যই বলা যায়। শূন্য এই এলাকার অনেক লোকের হাঁড়িও। ট্যুরিস্ট আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু লোক বেকার হয়ে পড়েছে।

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে, ডিনারের মাঝপথে, কৌতূহলী হয়ে উঠল সিনান। 'কতদিন হলো তুমি…এই কাজ করছ?'

'অনেক দিন,' এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা। 'বোধহয় কয়েক জন্ম ধরে।'

সিনান জানবার চেষ্টা করল রানার দেশটা কেমন, ঠিক কোথায় ওর বসবাস, ছেলেবেলাটা কী ধরনের ছিল; কী কারণে এই পেশায় আসা।

যতটা পারা যায় কম বলে, বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল রানা, পাল্টা প্রশ্ন তুলে চেষ্টা করল সিনানকে ব্যস্ত রাখতে। ওকে অবাক করে দিয়ে গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল মেয়েটা, যেন তার সব কথা রানা জানতে চেয়েছে। যদিও, আসলে চায়নি।

সিনানের জন্ম সাংহাইয়ে, মায়ের অবৈধ সন্তান সে। তার মা-ও অবৈধ হিসাবেই জন্মেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া শিখিয়ে গ্রাজুয়েট করেছেন তিনি, ফল বেরুবার মাত্র কয়েক হপ্তা আগে মারা গেছেন।

মা আর মেয়ে বস্তিতে থাকত। ওখানে ওদের প্রতিবেশী ছিল আরেক মা, তার সুদর্শন ছেলে তাও হো-কে নিয়ে। হো আর তার মায়ের জন্মও ছিল অবৈধ।

ছোটবেলা থেকেই হোর অন্যায় আবদার আর অত্যাচার সহ্য করে এসেছে সিনান। বয়সে বছর পাঁচেকের ছোট সে, তার উপর মেয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় হওয়ার পর থেকেই ভালবাসল সিনান।

হো খুবই মেধাবি ছাত্র। কমপিউটার-সায়েন্স নিয়ে মাস্টার্স করল সে, চাকরি পেল বিদেশী এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। বেশ ভাল টাকা কামাচ্ছে হো, সিনানও গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি নিয়েছে মিউজিয়ামে, স্বভাবতই এরপর ওদের বিয়ের কথা উঠল।

কিন্তু ঠিক তখনই ধরা পড়ল হোর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তাররা বললেন, মাত্র কয়েকটা দিন সময় পাওয়া যাবে, এরমধ্যে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে একজন কিডনিদাতাকে যোগাড় করতে না পারলে হো বাঁচবে না।

ভাগ্যক্রমে হো আর সিনানের রক্তের গ্রুপ মিলে গেল। খুশি মনে নিজের একটা কিডনি দান করল সিনান।

হো বাঁচল। কিন্তু যার কল্যাণে বাঁচল, সেই সিনানকে মেরে রেখে গেল সে।

সুস্থ হওয়ার মাত্র তিন হপ্তা পর হো তার অফিসের এক মেয়েকে নিয়ে পাড়ি দিল সব পেয়েছির দেশে। তারপর খবর এল নিউ ইয়র্কে বিয়ে করেছে তারা।

সিনানের ভাষায়, তাকে খুন করে গেছে হো।

রানার সহানুভূতি ফুটল শুধু চোখে। ওর মনে হলো, এই মুহূর্তে এ-প্রসঙ্গে কিছু বলতে যাওয়াটা অমানবিক হবে।

'যার জন্মের ঠিক নেই, তার আবার ভবিষ্যৎ কী? বোধহয় এ-ধরনের একটা চিন্তা থেকেই নিজের সাবজেক্ট হিসেবে অতীতকে বেছে নিই আমি।'

'আরও একটু ওয়াইন?'

'হ্যাঁ, সামান্য। তুমি কখনও বিয়ে করেছ?'

'না,' বলল রানা। 'এক জায়গায় বেশিদিন কখনও থাকিনি।'

'আমিও থাকি না, এক অর্থে। বিয়ে আমিও হয়তো কখনও করব না, যদি না

PROTECT

SumoN Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আবার কাউকে ভালবাসতে পারি। আজকাল তো পুরুষ সঙ্গীর যান্ত্রিক বিকল্প পাওয়া যায়–ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। চিয়ার্স!'

আরও কিছুক্ষণ থাকল ওরা, সন্ধ্যা গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত।

রানা আর সিনান ওদের ডিনার শেষ করেছে, এই সময় হোঁৎকা চেহারার চারজন জার্মান ট্যুরিস্ট পাঁচ সাত গজ দূরের একটা টেবিলে এসে বসেছিল। রেস্তোরাঁয় মেয়ে বলতে সিনান একা, সে বিবাহিতা কিনা তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, দুই জার্মান এগিয়ে এসে তার সঙ্গে নাচবার প্রস্তাব দিল।

বিনয়ের সঙ্গে, তবে দৃঢ় ভঙ্গিতে, প্রত্যাখ্যান করল সিনান।

তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। চার জার্মানই মদ গিলে এখন মাতাল। তারা এত বেশি হইচই করছে যে এখানে আর সময় কাটানো সম্ভব নয়।

'আরও থাকতে চাও?' সিনানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। লোকগুলো যেন জঙ্গলজীবনে ফিরে গেছে। তুমি এগোও, আমি বাথরুম থেকে হয়ে দরজায় আসছি।'

ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে কাউন্টারে দাঁড়িয়েছে রানা। চেক লিখে পেমেন্ট করল, ওয়েটারকে ডেকে বকশিশ দিল। এই সময় ডাইনিংরুমে যেন নরক ভেঙে পড়ল।

এক ছুটে ভিতরে ঢুকল রানা, ওর পিছু নিয়ে রেস্তোরাঁর মালিক বিভূতিমোহনও। একবার চোখ বুলিয়েই সব বুঝে নিল রানা।

জার্মানদের একজন শেষ আরেকবার নাচবার প্রস্তাব দিয়েছিল সিনানকে। সিনান এবারও প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু সেটা মেনে না নিয়ে জিদ ধরে লোকটা।

এই মুহূর্তে সে মেঝেতে। জ্ঞান নেই। রানা দেখল জুতোর একটু উপরে এরই মধ্যে তার পা ফুলতে শুরু করেছে। ওই পায়ের গুলে নিজের জুতোর গোড়ালি ব্যবহার করেছে সিনান। শুধু তাই নয়, লোকটার মুখের অবস্থাও বিশেষ ভাল বলে মনে হলো না–সকালের মধ্যে পুরো বাম দিকটা নীল হয়ে উঠবে।

লোকটার তিন বন্ধুই টেবিলের কিনারা শক্ত করে ধরে রেখেছে, পাখির খুদে বাচ্চার মত হাঁ করে দেখছে সিনানকে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইল রানা।

'আরে, না!' হেসে উঠল সিনান। 'চলো ফিরি।'

হপ্তা পুরো হওয়ার পর আরও উন্নতি করল সিনান।

দু'জনেই এখন রওনা হওয়ার জন্য তৈরি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফোন কলটা আসছে না।

কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও অষ্টম বা নবম দিনেও দু'জনের কেউই ট্রেনিঙে ফাঁকি দিল না। ওই দু'দিনই রান্নাবান্নার ঝামেলায় না গিয়ে ডিনার খেতে বাইরে বেরুল ওরা।

পরদিন রানা ছুটি ঘোষণা করল। বিকেলে দু'জনেই যে-যার বেড রু[illegible] ঘুমাচ্ছে, এই সময় টেলিফোন কলটা এল।

চোখে কাঁচা ঘুম, হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল রানা। অপরপ্রান্তের ক[illegible] শুনছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল সিনানকে। চেহারা দেখেই বো[illegible] যায়, উত্তেজিত সে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানায় উঠে বসল রানা। 'ব্যাপারটা শুরু হয়ে[illegible] কাল সকালে আমরা বালি ছাড়ব।'

চার

থাই ইন্টারন্যাশন্যালের প্লেন ব্যাংকক থেকে উড়ে এল ইয়াঙ্গুনের মিঙ্গালাদ[illegible] এয়ারপোর্টে। মুষলধারে বৃষ্টি চারদিকে যেন পানির নিশ্ছিদ্র পরদা ঝুলে দিয়েছে[illegible] কয়েকশো মাইল জুড়ে আলোড়িত মেঘের কারণে আড়াই ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছেছে[illegible] ওরা।

প্লেন থেকে নামমাত্র সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল জামাই আদর। সাদা পোশা[illegible] পরা দু'জন লোক দুটো ছাতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। এরা কারা, [illegible] পাঠিয়েছে, শেষ পর্যন্ত জানাই গেল না। নিজেরা ভিজছে, কিন্তু রানা আর সিনানে[illegible] গায়ে এক ফোঁটা পানি লাগতে দেবে না। জামাই আদরের পরবর্তী পর্যায়টা অবশ্[illegible] স্বস্তিকর হলো না।

প্রায় চোখের নিমেষে শুরু হয়ে গেল সরকারী ব্যুরোক্র্যাসির কুৎসিত আচরণ। কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন পেরিয়ে সব আরোহীই ঢুকছে, নিজেদের কাজ সেরে বেরিয়েও যাচ্ছে তাঁরা। কিন্তু রানা আর সিনানকে ছাড়া হচ্ছে না।

দু'জনকে আলাদাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো। মায়ানমারে কী কারণে এসেছে তারা? পাসপোর্ট জাল কিনা। নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করেনি তো? অনির্দিষ্টকাল থাকবার অনুমতি দিয়ে এই বিশেষ ভিসাই বা কেন দেওয়া হয়েছে ওদেরকে, যেখানে সাধারণ নিয়ম হলো সাতদিনের বেশি কাউকে ভিসা দেওয়া যাবে না?

দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল, অফিসাররা ওদেরকে ছাড়ছে না। ইতিমধ্যে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, থুয়ো কাত্তইয়োর নির্দেশেই এভাবে ওদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। সন্দেহ নেই, তার হাত খুব লম্বা।

অবশেষে আরও চারজন বড় অফিসার এল। তারা রানা আর সিনানের লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইল–এ দেশের জনগণ, এ-দেশের ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

প্রতিষ্ঠানের কোন রকম ক্ষতি করবে না ওরা; চেষ্টা করবে না মায়ানমার সরকারকে উৎখাতের।

তারাই এ-সব লিখল, রানা আর সিনান সই করল শুধু। অবশেষে নিজেদের ব্যাগগুলো ফিরে পেল ওরা।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। শেডের বাইরে থেকে ছাতাধারী লোক দু'জনও মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

টার্মিনাল ভবনে দীর্ঘদেহী এক বার্মিজকে দেখা গেল, মাথা জোড়া চকচকে টাক, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটার বুকে একটা কার্ডবোর্ড সাইন ঝুলছে; তাতে লেখা: মিস সিনান অ্যান্ড মিস্টার সান্ত।

ব্রিটিশ নাগরিক উত্তাল সাগর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন অ্যান্টিকুইটিজ এক্সপার্ট। সম্প্রতি তিনি সাংহাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে গেছেন। আসলে বর্তমানে ভদ্রলোক ছুটিতে আছেন, বাংলাদেশ সরকারের খরচায় রোদ পোহাচ্ছেন ভূমধ্যসাগর ঘেঁষা কোন এক শহরের সৈকতে।

'আমি উত্তাল সাগর। ইনি মিস শাওলি সিনান,' বার্মিজ ভাষায় বলল রানা।

'আমি কাইনা বামো, মিস্টার থুয়ে জাতুইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চিফ,' বলল লোকটা। 'মিস্টার জাতুইয়ের একশো এগারো নম্বর ড্রাইভার টার্মিনালের বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

খুব আগ্রহ নিয়ে সিনান জানতে চাইল, 'মিস্টার জাতুই কি তা হলে মটোমোবাইলও কালেক্ট করেন?'

'না। সাত টনী ট্রাক আছে ওঁর পাঁচশো,' বলল কাইনা বামো। 'অন্যান্য আরও গাড়ি তো আছেই। ড্রাইভারদের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, তাই ওদেরকে নম্বর দেয়া হয়েছে। আসুন। আমি আপনাদেরকে নিরাপদে গ্র্যান্ড মায়ানমারে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ওদের সঙ্গে চারটে ব্যাগ রয়েছে, প্রতিটি ভারী। বগলের নীচে এমন অনায়াসে গুঁজল বামো, ওগুলো যেন তুলোর প্যাকেট। দৃঢ় পায়ে দিব্যি হাঁটা ধরল সে।

'লোকটা যেন কেমন, না?' ফিসফিস করল সিনান।

'ওকে অমন হবার জন্যেই বেতন দেয়া হয়,' বলল রানা। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল শোল্ডার হোলস্টারে তো আছেই, লোকটার পায়ের গোড়ালির উপর, পাজামার খাপে, ছোট্ট আরেকটা পিস্তলও রয়েছে; ট্রাউজারের পায়ের ভিতর।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে মার্সিডিজ লিমাজিন। ড্রাইভার লোকটা বেঁটে, চোখ দুটো অসম্ভব ছোট।

এয়ারপোর্ট থেকে ইয়াঙ্গুন বারো মাইল। পথে খুব কম কথা বলল কাইনা বামো। রানা জিজ্ঞেস করল মিস্টার জাতুইয়ের সঙ্গে কখন ওরা দেখা করতে পারবে। আর সিনান জানতে চাইল, কামওয়াদ্দি গ্রামে থাকবার কী ব্যবস্থা।

বামোর বোধহয় চুপ করে থাকবার অভ্যেস আছে। ড্রাইভারের পাশে বসে ওদের প্রশ্ন শুনতে না পাওয়ার ভান করে নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে থাকল সে।

প্রশ্নের উত্তর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে রানা অগত্যা রাস্তার ধারের প্যাগোডা গোনায় মন দিল।

তবে সিনান তো আসলে নিজের প্রিয় বিষয়ের ভিতর এসে পড়েছে। প্রতিটি বাঁকে তার উত্তেজনা বাড়ছে। সেটা তুঙ্গে উঠল শয় ভাগন প্যাগোডাকে পাশ কাটাবার সময়, তিনশো ছাব্বিশ ফুট গম্বুজ পুরোটা সোনায় মোড়া।

'খাঁটি সোনা,' বিড়বিড় করল সে। 'আটহাজার ছয়শো আটাশি বর্গফুট পাত!'

ইরাবতী নদীর একটা শাখার উপর ব্রিজটা নতুন, সেটা পার হয়ে এসে শহরের অভিজাত এলাকায় ঢুকল মার্সিডিজ। গ্র্যান্ড মায়ানমার ফাইভ স্টার হোটেলের ভিতর, পার্কিং লটে থামল ড্রাইভার।

ট্রাঙ্ক থেকে ব্যাগগুলো বের করল বামো। 'বলা আছে, পোর্টাররা এসে নিয়ে যাবে।' রানা আর সিনানের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল ওগুলো। 'কাল সকাল ছ'টায়, আপনাদের কামওয়াদ্দিতে নিয়ে যাব। সাবধানে থাকবেন।' মার্সিডিজে চড়ল সে। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার।

'সাবধানে থাকবেন···লোকটা কি হুমকি দিয়ে গেল?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সিনান।

রানার জবাব দেওয়া হলো না, কারণ ইউনিফর্ম পরা একজন পোর্টার কাছে চলে এসেছে।

পোর্টারের পিছু নিয়ে লবিতে ঢুকল ওরা। রানা একটু পিছিয়ে পড়ল। কয়েক পা হেঁটে এসে রিভলভিং দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে ও, কাঁচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে হোটেলের বাইরে মেইন রোডে।

ওদের কালো মার্সিডিজ এখনও চলে যায়নি। হোটেলের পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ওখানে একটা মোটরসাইকেল দেখা যাচ্ছে, পাশে হেলমেট পরা দু'জন আরোহী। মার্সিডিজ থেকে নেমে লোক দু'জনের সঙ্গে কথা বলছে বামো।

চিনতে পারল রানা, ওই লোকগুলোই ওদের মাথায় ছাতা ধরেছিল। তবে ছাতা দুটো এখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দু'চারটে কথা বলে, দু'চারবার মাথা ঝাঁকিয়ে থুয়ে জাতুইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চিফ কাইনা বামো লিমাজিন নিয়ে চলে গেল। মোটরসাইকেল নিয়ে বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে থাকল ওখানেই।

লবি ধরে দীর্ঘ পদক্ষেপে সিনানের কাছে ফিরে এল রানা।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল সিনান।

'হতে পারে···নাও হতে পারে।'

রিসেপশন থেকে বলা হলো, এটা মিস্টার থুয়ে জাতুইয়ের হোটেল, এবং

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এখানে ওরা তাঁর সম্মানিত মেহমান। আভাসে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হলো, ওরা যদি খুয়ে জাভুইয়ের অতিথি হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কামরার ভাড়া মেটাতে চায়, তা হলে মায়ানমারের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিটিকে অপমান করা হবে।

ব্যাপারটা মেনে নেওয়ার পর রানা আবিষ্কার করল ওদের কামরা দুটো পাশাপাশি তো নয়ই, এমন কী ফ্লোরও আলাদা।

এলিভেটরে ওদের সঙ্গে একজন বেলম্যান থাকল এসকর্ট হিসাবে। পাঁচতলায় পৌঁছে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে গেল সিনান।

'এক ঘণ্টা পর ডিনার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একজোড়া আঙুল খাড়া করল সিনান। 'কারণ গরম পানিতে অনেকক্ষণ ডুবে থাকব।'

রানাকে নিয়ে সাততলায় উঠে এল এলিভেটর।

বেলম্যান বকশিশ নিয়ে চলে যাওয়ার পর কামরাটা ভাল করে চেক করল রানা। তিনটে মাইক্রোফোন পাওয়া গেল, জানে খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে।

জানালার সামনে এসে পরদাটা সামান্য একটু সরাল রানা। হোটেলের বাইরে, রাস্তার উল্টোদিকে, সেই একই জায়গায় মোটরসাইকেল নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে লোক দু'জন। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে ওদের ব্যাকআপ খুঁজল রানা। তবে রাস্তার যেটুকু দেখতে পাচ্ছে, সন্দেহ করবার মত আর কেউ নেই।

জানালার কাছ থেকে সরে আসবে রানা, এই সময় ওর চোখের সামনে পালা বদলের ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল।

হঠাৎ খেয়াল করল রানা, হাতের হেলমেট মাথায় পরেছে লোকগুলো। তারপর মোটরসাইকেলে চড়ে বসল–একজনের পিছনে আরেকজন। 'পিছনের লোকটা হাতঘড়ি দেখল।

দুজনের কেউই পিছন দিকে তাকায়নি, স্রেফ স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। ঠিক দশ সেকেন্ড পর একটা ক্রিম কালারের টয়োটা এসে ওই একই জায়গায় থামল। প্যাসেঞ্জার লোকটা মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে যেন কথা বলছে।

ড্রাইভারের গায়ে বেগুনি রঙের শার্ট। শার্টের উপর কালো জ্যাকেট। উইন্ডশিল্ডের দিকে ঝুঁকে হোটেলের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দু'জনের চেহারাই মনে গেঁথে নিল রানা, তারপর বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল। ফোনের রিসিভার তুলে রিসেপশনকে বলে রাখল, সাতটার সময় যেন ডাকা হয় ওকে। কাপড় পরেনি, বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম চলে এল চোখে।

সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে সিনানের কামরায় ফোন করল রানা। 'ডিনার? বাইরে, ভালো কোন রেস্তোরাঁয়?'

'তোমাদের সুকান্তের মত, দুনিয়াটা গদ্যময় লাগছে আমার। তবে, ঠিক

আছে; নবিডে দেখা হোক?'

'না, তোমার কামরার সামনে থামব আমি। ছোট্ট একটা কাজ আছে।'

বাথরুমে ঢুকে শেভিং কিটে হাত ভরল রানা। দুটো শেভিং ক্রি ডিসপেনসারের মধ্যে থেকে ছোটটা বের করল, তারপর সাবধানে দেরাজে কিনারা, ক্লজিট ডোরের চারপাশ, ব্রিফকেস আর ব্যাগের মুখে স্প্রে করল। কাজ শেষ করে প্রতিটি ইঞ্চিতে হালকাভাবে তোয়ালে বুলাল। শেভিং ক্রিমের মত দেখতে জিনিসটা, তবে এখন আর দৃষ্টি বা স্পর্শ দিয়ে এটার অস্তিত্ব টের পাও যাবে না।

হলে বেরিয়ে এসে দরজার কিনারাতেও জিনিসটা মাখাল রানা, তারপ এলিভেটরে চড়ে নেমে এল পাঁচতলায়।

কলিংবেল বাজাতে হলো না, সিনানের দরজা সামান্য খোলা দেখল রান সাবধানে কবাট দুটো আরও খানিক ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল ও। সঙ্গে অ নেই, বিপদ হলে খালি হাতে আত্মরক্ষা করতে হবে।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার পর ক্লজিটের পাশে সিনানকে দেখতে পে রানা, চেহারায় হতভম্ব একটা ভাব নিয়ে মূর্তির মত স্থির। দরজা বন্ধ করে ও সামনে এসে দাঁড়াল ও।

বাম হাতটা তুলে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল সিনান, তারপর রান চোখের সামনে ডান হাতের মুঠো খুলল। ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন রয়ে তালুতে।

তার কানে ফিসফিস করল রানা। 'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ট্রেনিং কা লাগিয়ে খুঁজে বের করেছ, সেজন্যে আমি খুশি। আরও আছে–এসো, খুঁজি।'

বিশ মিনিট খুঁজবার পর আরও তিনটে মাইক্রোফোন পাওয়া গেল। চারটে রানা রেখে এল নিজের কামরায়।

'এবার বলো, ছোট্ট কাজটা কী?' ও ফিরে এলে জানতে চাইল সিনান।

'দেখতেই পাবে,' বলে সেই একই পদ্ধতিতে সিনানের কামরার দরজ দেরাজ আর ব্যাগে ক্রিম মাখাল রানা।

'এটা কী জিনিস?'

'রাসায়নিক নাম তোমার হাতের চেয়েও লম্বা। আমাদের পেশায় আম এটাকে "শার্লক হোমস ডাস্ট" বলি।'

'বুঝলাম না...'

'বুঝবে।' মানিব্যাগের কার্ড কেস থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড বের কর রানা। সেটার একটা দিক খুব করে ঘষল, যতক্ষণ না গরম হয়, তারপর হা ছাড়িয়ে দু'ভাগ করল। প্লাস্টিকের দুটো স্তরের মাঝখান থেকে এক টুকরো লাল জেলাটিন টেনে নিল ও। 'এটা সাধারণ জেল, সাধারণত থিয়েটারের লাইটে ওপর ব্যবহার করা হয়।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'তাতে কী?'

'দেখো।' সিনানের ব্যাগের ভিমে জেল বুলাল রানা।

'ওখানে যে জিনিসটা তুমি লুকিয়েছ...লাল!'

'ঠিক।' সিনানের ব্যাগটা খুলল রানা, আবার বন্ধও করল। 'এবার দেখো।'

'লাগ। রঙের মধ্যে গাঢ় দাগ ফুটেছে।'

'হ্যাঁ। অর্থাৎ আমরা চলে যাবার পর কেউ যদি ভেতরে ঢোকে, পরে আমরা জানতে পারব। চলো, খাই গে!'

'মাইক্রোফোনগুলো?'

'তুমি লবিতে অপেক্ষা করবে। ওগুলো আগের জায়গায় রেখে নীচে নামব আমি।'

দশ মিনিট পর সিনানকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরুল রানা। সিগারেট আর দেশলাই কিনবার ছলে ফুটপাতের কিনারায় থামল একবার, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল টয়োটায় এখন শুধু ড্রাইভার রয়েছে। তারমানে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে প্যাসেঞ্জার লোকটা, ওদের কামরায় তল্লাশী চালাবে।

'মনে হয় কিছু ঘটছে...কী?' সিনানের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা।

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'তবে মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিতে পারে।'

একটা ঢোক গিলল সিনান, রানার বাহু ধরা হাতটা একটু শক্ত হলো।

'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'আমার ধারণা থুয়ে তুইয়ের সঙ্গে যে-ই দেখা করতে আসুক না কেন, তার সামনে হাজির করার আগে তাকে ও তার জিনিসপত্র ভাল করে চেক করে দেখা হয়।'

'গিল্টি অর ইনোসেন্ট?'

'গিল্টি অর ইনোসেন্ট।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো একটু হেঁটে ট্যাক্সি নিই।'

নদীর কিনারা ধরে পুবদিকে হাঁটছে ওরা। পঞ্চাশ গজ পর বাঁ দিকে একটা গলি ঘুরল। মার্চেন্ট স্ট্রিট থেকে আরেকবার বাঁক নিল রানা, এবার ডানে। ক্রিম রঙের টয়োটা অনেক পিছনে, তবে আসছে।

রানা সন্তুষ্ট, থামল পরবর্তী ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে।

'সত্যি নিয়েছে?' হাত ধরে ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছে রানা, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সিনান।

'হ্যাঁ। কিন্তু, আগেই বলেছি, এটা চিন্তার কোন ব্যাপার নয়। এই খেলার রীতি এই।' ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। 'গোল্ডেন ড্রিম নামে কাফেটা চেনা?'

'কী যে বলেন, সার, চিনব না! সবচেয়ে ভাল বার্মিজ ফুড ওখানেই তো খাওয়া যায়।'

রয়্যাল লেক ঘুরে উত্তরে যেতে হয়, প্রায় টার্ফ ক্লাবের কাছাকাছি, সময় লাগল পনেরো মিনিট। একবার নয়, দু'বার সিনানকে তার মেকআপ ঠিক করতে বলল রানা। কী কারণে, তা তাকে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হলো না।

'ক্রিম কালার টয়োটা, ফোর ডোর, শুধু ড্রাইভার।'

'এখনও আছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'লোকটাকে বোঝাতে হবে আমরা মেয় শাবকের আ নিরীহ।'

মায়ানমারের বিদেশী ট্যুরিস্ট খুব কম আসে, তবে গোল্ডেন ড্রিমের কয়েকটা টেবিলে দেখা গেল আজ কয়েকজনকে, বেশিরভাগই স্বেতাঙ্গ। স্থা কিছু মধ্যবিত্ত সম্পতিও আছে, আর আছে নিঃসঙ্গ দু'চারজন ব্যবসায়ী।

মঞ্চের কাছাকাছি একটা টেবিল চেয়ে পেয়ে গেল রানা। ছোটখাট মঞ্চে পিছন দিকটায় তিনজন বাদক নেপথ্যসঙ্গীত বাজাচ্ছে—ড্রাম, পিয়ানো ও গিটারে।

'এখানে আশা করি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা আছে?'

'ও, হ্যাঁ, সার। আমাদের একজন সুকণ্ঠী গায়িকা বার্মার প্রাচীন আর আধুনি গান পরিবেশন করেন। অনুরোধ করলে বিদেশী গানও গাইবেন।'

রানা শ্যাম্পেনের অর্ডার দিতে ওয়েটার ফিরে গেল।

'আগে কখনও এখানে তুমি এসেছ?' জিজ্ঞেস করল সিনান।

'না,' বলল রানা, হাসছে। 'এন্টারটেইন্ড হতে আমার আসলে ভাল লাগে আমাদের বন্ধু এই মাত্র পৌঁছাল।'

'কে?'

'টয়োটার ড্রাইভার। তাকিয়ো না—বাবে বসছে।'

পাখির বাসা দিয়ে বানানো সুপ, দুগ্ধপোষ্য বাছুর, স্পেশাল কারি আর কাটা ছোগ চালের ভাত অর্ডার দিল রানা। সিনান মাথা ঝাঁকাতে আরেক দফা শ্যাম্পে চাইল ও। দেয়াল আয়নায় চোখ রেখে ওদেরকে দেখছে টয়োটার ড্রাইভার। ত তার দিকে রানা ভাল করে একবারও তাকাল না। সিনানের সঙ্গে আলাপ জু দিয়েছে ও। কুবলাই খান আর তাঁর অ্যান্টিকুইটিজ সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে নতু নতুন তথ্য।

খাবার পৌঁছাল। দু'জনেই ওরা প্রায় শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবগু প্লেট খালি না হওয়া পর্যন্ত প্রায় কোন কথাই হলো না।

চা এল। তারপর ভারী একটা ঘণ্টা বাজল। আর ঘণ্টার সেই আওয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মঞ্চে উদয় হলো সুন্দরী এক মহিলা, নীল স্পটলাইটে মাঝখানে। বার্মিজ মেয়েদের তুলনায় লম্বা সে। কালো চুল কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে খাটো ব্লাউজ পরেছে, সাদা আর- স্কা সঙ্গে বহুরঙা সারং স্কার্ট। সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে রহস্যময় একটা আবহ তৈ হয়েছে।

নেপথ্যে মৃদু লয়ে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে; দর্শকদের উদ্দেশে বার্মিজ, চাইনি

PROTECTED

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

র ইংলিশ মিশিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখল গায়িকা। বিদেশী ট্যুরিস্টদের স্বাগত নাল সে, জানতে চাইল কে কোন দেশ থেকে এসেছে।

কামরার আরেক প্রান্তে এক শ্বেতাঙ্গ দম্পতি বেইজিং থেকে এসেছে, শুনে ন থেকে আর কেউ এসেছে কিনা জানতে চাইল সে। সিনানকে হাত তুলতে ল রানা।

'এ-সব আমি পছন্দ করি না···' প্রতিবাদ করল সিনান।

'বলছি তোলো,' নির্দেশ দিল রানা।

তুলল সিনান। কালো দীঘির মত টলটলে একজোড়া চোখ এবার রানার কে ঘুরে গেল, গায়িকা জানতে চাইল, 'আর আপনি, স্যর?'

'ইংল্যান্ড,' জবাব দিল রানা, ঠোঁট বন্ধ রেখে হাসছে। 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম।'

এ-সবে মাত্র মিনিট দুয়েক লাগল, তারপর গান ধরল সে।

গলাটা সত্যি ভাল, আর যন্ত্রীরা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে সহায়তা দিল তাকে। মে ইংরেজিতে একটা হট জাজ নাম্বার গাইল সে, তারপর পুরানো একটা ফ্রেঞ্চ লোডি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভারতীয় একটা গজল ধরল, তারপর টা চিনা গান।

এরপর, বিরতির সময়, স্থানীয় ট্যুরিস্ট বোর্ড-এর তরফ থেকে ছোট্ট একটা ল দিল মেয়েটা।

'আশা করি বিদেশী বন্ধুরা এখানে থাকার সময় আমাদের এই সোনার দেশ দেশ নিজেদের জ্ঞান বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। যেমন, ডাগি প্যাগোডা যেন কারও অদেখা থেকে না যায়। গৌতম বুদ্ধের পঁয়ষট্টি ফুট স্ট্যাচু নিয়ে ওই প্যাগোডা পৃথিবীর সুন্দরতম স্থাপত্য নির্মাণগুলোর অন্যতম। পাশের সীমানা প্রাচীরে দেখতে পাবেন বুদ্ধের জীবনের তিনশোরও বেশি নার চিত্র। তা ছাড়া, বোটটুয়াঙ প্যাগোডাও দেখবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স হয়ে গিয়েছিল, তবে পরে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে···'

আরও দু'মিনিট বকবক করে গেল সে, তারপর ধরল বার্মিজ গান।

ইঙ্গিতে চেক চাইল রানা।

'এই, থামো!' প্রতিবাদ করল সিনান। 'আর একটু শুনতে দাও।'

'সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'খুব সকালে উঠতে হবে, মনে নেই?'

'কিন্তু···'

'চলো, ফিরি, প্লিজ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সিনানের হাত ধরে একটা ট্যাক্সিতে তুলল রানা। 'থ্যান্ড লমার হোটেল।'

রানার গায়ের কাছে ঘেঁষে এল সিনান। 'হঠাৎ এরকম তাড়াহুড়োর মানে?' ফিস করল সে।

'যে জিনিসের জন্যে এসেছিলাম সেটা পেয়ে গেছি: পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা স্ট্যাচু,

তিনশো দৃশ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।'

'অ্যাঁ?'

'ছয়-তিন-দুই। এটা একটা রুম নম্বর, যে রুম থেকে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে আসব···যে-সব জিনিস আমরা নিজেরা এ-দেশে আনতে পারতাম না।'

'তুমি বলতে চাইছ ওই গায়িকা···?'

সিনানের হাত চাপড়ে দিল রানা। 'আমরা কি ব্যাকআপ ছাড়া এ ধরনের একটা মিশনে আসতে পারি? পারি না।'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভাড়া মেটাল রানা। প্রথমে সিনানের কামরায় ঢুকল ওরা। করিডরে লোকজন থাকায় পকেট থেকে জেলের টুকরোটা বের করল রানা কামরায় ঢুকবার পর।

যেখানে তাকাচ্ছে ওরা সেখানেই দাগ দেখতে পাচ্ছে। কামরা আর ব্যাগগুলোয় তল্লাশী চালানো হয়েছে। যারাই করে থাকুক, কাজটায় কোন খুঁত রাখেনি।

'যেজন্যা! আমার গা ঘিন ঘিন করছে।' ফিসফিস করতে গিয়ে প্রায় হাঁপিয়ে উঠল সিনান।

'এত খারাপ লাগার কিছু নেই, এরকমই ঘটে।'

'ঘটুক, তাই বলে আমার আন্ডারওয়্যারও নাড়াচাড়া করবে!'

'সন্তুষ্ট থাকো যে তার বেশি কিছু করেনি,' বলে সিনানের গালে আলতো করে একটা টোকা দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'ব্রেকফাস্টের সময় দেখা হবে।'

সাততলায় উঠে এসে ছয়শো উনসত্তর, অর্থাৎ নিজের কামরার সামনে থামল রানা। দরজার হাতলে দাগ ফুটল। কামরার ভিতর এরকম দেখা গেল প্রতিটি জিনিসে।

আপনমনে হাসল রানা। ওদের দু'জনের কামরাই চেক করা হয়ে গেছে, তাই আবার চেক করবে বলে মনে হয় না। আপাতত ওদেরকে অ্যান্টিকুইটিজ এক্সপার্ট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

একটা ব্যাগ থেকে স্কচের দুটো বোতল বের করে মেঝেতে রাখল রানা, তারপর ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। এক সেট পিক-এর সাহায্যে ছয়শো বত্রিশ নম্বর কামরার তালা খুলতে সময় নিল দশ সেকেন্ড।

ভিতরে কেউ নেই। থাকবার কথাও নয়। ক্লজিটে যে ব্যাগ রয়েছে, সেটা হুবহু ওর ব্যাগের মত। ভিতরটা খালি।

হাতের ব্যাগটা ক্লজিটে রেখে, তার বদলে ক্লজিটের ব্যাগটা নিল রানা। তারপর দরজার কবাট সামান্য ফাঁক করে করিডরে তাকাল। ফাঁকা।

নিজের কামরায় ফিরে দরজা লাগাল রানা। জ্যাকেট খুলে ক্লজিটে ঝোলাল, তারপর একটা গ্লাসে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্কচ ঢেলে নতুন ব্যাগটা নিয়ে বসল। কী

কৌশলে কাজটা করা হয়েছে তা ওকে জানাবার সময় পাওয়া যায়নি, আজেই নিজের চেষ্টায় জানতে হবে এখন, প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ব্যাগটায় ফলস্ বটম আছে, কিন্তু এমন চালাকির সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে যে ব্যাগের আকৃতি কোথাও এতটুকু সন্দেহজনক বলে মনে হয় না। তলা আর মাথার দিকে বেশ কিছু তামার রিভিট আছে। ওগুলো এরই মধ্যে পরখ করা হয়ে গেছে রানার। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখতে গিয়ে হঠাৎ ভাবল–অন্যভাবে চেষ্টা করি তো! আর তাতেই কাজ হলো। নীচের সবগুলো রিভিটে প্যাঁচ কাটা, তবে প্যাঁচ কাটা হয়েছে উল্টোদিকে, অর্থাৎ খুলতে হলে ডান-দিকে ঘোরাতে হবে।

এক মুহূর্ত পর ফলস বটমটা তুলে ফেলল রানা। স্পঞ্জের বিছানায় শুয়ে রয়েছে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার ছাড়াও একটা সিঙ্গল-শট বেল্ট পিস্তল আর একটা বেরেটা মেশিন পিস্তল, সব মিলিয়ে দশটা স্পেয়ার ক্লিপ সহ।

আরও রয়েছে একটুকরো কাগজ, তাতে ইয়াঙ্গুনের একটা টেলিফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে, নীচে লেখা: 'রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা।'

নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়ে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল রানা। ফলস বটমটা জু দিয়ে আবার আটকাল ব্যাগে, তারপর রেখে দিল ব্রিফকেট।

পাঁচ

গোটা পাইয়াপন এলাকায়–চওড়ায় প্রায় দুশো মাইল–ইরাবতী নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা জালের মত ছড়িয়ে আছে। এই শাখাগুলো লোনা পানিতে নেমে এসেছে, ঠিক যেখানে আন্দামান সাগর মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। এই রকম একটা শাখা নদীর মুখের কাছে কামওয়াদ্দি গ্রামটা, মায়ানমারের সবচেয়ে ধনী লোকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা হেডকোয়ার্টার।

মরশুমটা বর্ষা হলেও আজ সকালবেলা বৃষ্টি হচ্ছে না। গ্রামে ঢুকবার পথে কাইনা বামোর নির্দেশে ড্রাইভার মার্সিডিজের এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে দেওয়ায় ভ্যাপসা গরম প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল।

গোটা এলাকা জুড়ে যেন গাছ কাটার মহোৎসব চলছে। এক দু'মাইল পর পর একটা করে ট্রাক বহর চোখে পড়ল, কাটা গাছ নিয়ে কামওয়াদ্দির দিকে যাচ্ছে।

গ্রামের ভিতরটা দেখে কল্পনা করা কঠিন যে এখানে এ-দেশের সবচেয়ে ধনী লোক ব্যবসা করে। বেশিরভাগই একতলা দালান। গ্রামের তিনদিকে গাছপালা সহ পাহাড় কেটে তৈরি করা ধানখেত। পাঁচতলা ভবন মাত্র দুটো। এক কি

দেড়শো গজ রাস্তা পাকা, তারপর আর কোন রাস্তাই নেই–কোথাও যেতে হলে কাদায় বা সৈকতের বালিতে নামতে হবে। তবে জেটির ওদিকে কিছুটা রাস্তা পাকা করে নিয়েছে থুরো জাতুই।

বহুতল ভবন দুটো গ্রামের দুই প্রান্তে। একটা গভর্নমেন্ট হাউস। অন্যটা হোটেল।

গ্রাম থেকে মাইল ছয়েক দূরে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা। পাহাড় মানে আগ্নেয়গিরি। চূড়া থেকে পাতলা রঙের ধোঁয়া বেরুতে দেখল রানা।

গ্র্যান্ড পাইয়াপন হোটেলের সামনে মার্সিডিজ থামাল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে বামোর আগে ট্রাঙ্কের কাছে পৌঁছল রানা, ভিতর থেকে টান দিয়ে তুলে নিল নিজের ব্যাগটা। বামো ওটা ধরলে ওজনের পার্থক্য ঠিকই টের পেয়ে যেত।

এরপর গ্র্যান্ড মায়ানমারের সামনের অ্যাকশনটা পুনরাবৃত্তি হলো। বাকি ব্যাগগুলো ওদের পায়ের সামনে ফেলে দিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে গেল কাইনা বামো।

'মিস্টার জাতুইয়ের সঙ্গে আমরা দেখা করব কখন?' জানতে চাইল সিনান।

'যখন তিনি আপনাদের নিতে লোক পাঠাবেন।'

গাড়িটা এমন ভঙ্গিতে ঘোরাল ড্রাইভার, ওদের গায়ে যাতে পিছনের চাকা থেকে প্রচুর ছিটা লাগে কাদার।

ব্যাগগুলো দু'জন ভাগ করে নিয়ে হোটেলের লবিতে ঢুকল ওরা। লবিটা বেশ বড়, এক প্রান্তে একটা ঝকঝকে বার। উর্দি পরা বেয়ারা, বেল বয় আর ওয়েটাররা ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোর্ডারদের পোশাক-আশাক দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না সবাই তারা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন–সিংহলী, তামিল, পাকিস্তানী আর নেপালি। দু'জন লোককে বাংলাদেশী বলেও সন্দেহ হলো রানার।

সাদা সুট পরা একজন বর্ডিবিল্ডার কাউন্টারের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সারং কাটি পরা দুই বার্মিজ তরুণীর সঙ্গে গল্প করছিল, ওদেরকে দেখে আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছাড়ল। 'কামওয়াদ্দির গ্র্যান্ড পাইয়াপন হোটেলে স্বাগতম। আমি তামু পুতা, হোটেলের ম্যানেজার। আপনারা নিশ্চয়ই মিস্টার উত্তাল সাগর আর মিস শাওলি সিনান?'

মাথা ঝাঁকাল সিনান। 'এখানেও কি আমরা মিস্টার থুরো জাতুইয়ের অতিথি? মানে রুম ভাড়া দিতে চাইলে তাঁকে অপমানিত করা হবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। শুধু তাঁকে নয়, বার্মিজ আতিথেয়তাকেও অবজ্ঞা করা হবে–তা আপনারা পারেন না।'

'কিন্তু আমাদের মত আরও অনেক লোকই তো মিস্টার জাতুইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে, সবাইকে আপনারা এরকম সম্মান করেন?' ইঙ্গিতে লবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা লোকগুলোকে দেখাল সে। 'ওদেরকেও?'

Sumon: Email: anmsumon@yahoo.com, Web: http://anmsumon.tk

~'কারি। ফিরে এসেছিকেও: যেহেতু ওরাও মিস্টার থুয়ে জাতুইয়েন সম্মানিত মেহমান।'

সিনান অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'তারপরও হোটেলগুলো লাল বাতি জ্বালছে না?'

ম্যানেজার তামু পুতা হাসল। 'দেখুন, মিস সিনান, মিস্টার জাতুইয়ের সত্তরটা কোম্পানি বছরে সরকারকে শুধু ইনকাম ট্যাক্সই দিচ্ছেন মার্কিন হিসেবে প্রায় বিশ কোটি ডলার। তাঁর যে কত টাকা, তিনি নিজেও তা জানেন না। উনি যদি রোজ দু'পাঁচশো লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, লালবাতি জ্বলার প্রশ্ন ওঠে কি?'

'এত প্রশ্ন তোলার কারণ হলো,' খানিক ইতস্তত করে বলল সিনান, 'ভাবছি, অতিথি হতে বাধ্য করার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো? আপনাদের গ্র্যান্ড মায়ানমারে, আমার রুমে, আড়ি পাতার খুদে কয়েকটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র পেয়েছিলাম আমি।'

হাসল তামু পুতা। 'ওগুলো ব্যবসায়িক প্রতিযোগীদের জন্যে। রুম ছেড়ে তারা চলে যাবার পরও অনেক সময় সরানো হয় না–ভুলে। এ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করার কিছু নেই–আপনারা তো আর মিস্টার জাতুইয়ের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী নন। ভাল কথা, পাশাপাশি দুটো কামরা দেয়া সম্ভব হলো না–দুঃখিত। তবে একই করিডরে, মুখোমুখি থাকবেন।'

সিঁড়ি বেয়ে একটা মেয়েকে নেমে আসতে দেখা গেল। ফিগারটা ভারী সুন্দর। কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'আমার বোন, থানচি পুতা,' পরিচয় করিয়ে দিল তামু পুতা। 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তবে সেটা নামেমাত্র। ও আসলে বার্মার সবচেয়ে ট্যালেন্টেড নৃত্যশিল্পী।'

থানচি পুতাকে সতর্ক হয়ে উঠতে দেখল রানা। হ্যান্ডশেকের সময় হাসল বটে, তবে তাতে আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই।

পোর্টাররা ওদের ব্যাগ তুলে নিয়ে এলিভেটরের দিকে রওনা হলো। তাদের পিছু নিল রানা আর সিনান।

আকাশে মেঘ। সৈকত ধরে হাঁটছে ওরা। এখান থেকে আগ্নেয়গিরিটা আরও অনেক দূরে। তার আগে, এই মাইলখানেক দূরত্বে, প্রকাণ্ড প্যাগোডার মত দেখতে একটা উঁচু কাঠামো চোখে পড়ল, একেবারে যেন পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে।

'থুয়ে জাতুইয়েন?' জিজ্ঞেস করল সিনান।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওটা একটা দুর্গ। মোট দুটো টাওয়ার। একটা ও নিজের বিনোদনের জন্যে ব্যবহার করে। আরেকটায় মিউজিয়াম বানিয়েছে।

দ্বিতীয় টাওয়ারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা সম্ভবত আরও নীচের কোন স্তরে তৈরি করা হয়েছে।'

সন্ধ্যা হতে এখনও দেরি আছে, বৃষ্টি এলে ভিজতে আপত্তি নেই, হাঁটতে হাঁটতে জোড়া টাওয়ার সহ দুর্গ আর হারবারের অনেক কাছে চলে এল ওরা। প্রথমেই নজর কেড়ে নিল কয়েকশো ট্রাকের একটা বহর, আর কাটা গাছের আকাশ ছোঁয়া স্তূপ। পাইয়াপনের বনভূমি উজাড় করে কাঠ পাচার হচ্ছে বলে সন্দেহ হয়, দেখবার কেউ নেই।

কাছ থেকে দুর্গের কাঠামোটার গাম্ভীর্য আর বিশাল আকার দেখে থমকে যেতে হয়। প্রতিটি টাওয়ার বহুতল ভবনের মত, জানালার সংখ্যাই বলে দেয় একেকটায় একশো বা তারও বেশি কামরা আছে।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠবার দুটো রাস্তা। একটা হলো প্রাচীন সিঁড়ি, ধাপগুলো পাহাড় পেঁচিয়ে চূড়ার দিকে চলে গেছে। দ্বিতীয়টা আধুনিক পিচ ঢালা রাস্তা, এটাও পাহাড়কে পেঁচিয়ে উঠে গেছে। গাড়ি নিয়ে চূড়ায় পৌঁছানো যাবে।

'বিনা অনুমতিতে হারবারে ঢোকা বা দুর্গে ওঠা নিষেধ,' একাধিক সাইনবোর্ডে লেখা আছে কথাটা। ওগুলো না থাকলেও দুর্গে উঠত না ওরা, কারণ থুয়ে জাতুইয়ের সঙ্গে এখনও ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। আর হারবারের দিকে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সেদিকে সশস্ত্র গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে।

তবে ওরা থামলও না। দূর আকাশে লালচে আভা দেখা যাচ্ছে, সেদিকে একটা চোখ রেখে দুর্গ আর হারবারকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল। একসময় আরেক সারি পাহাড়-প্রাচীরের আড়ালে হারিয়ে গেল জোড়া টাওয়ার সহ প্রাচীন দুর্গটা।

আকাশের লালচে আভা, অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির চূড়া যখন আর মাত্র মাইলখানেক দূরে, হঠাৎ একটা হাত লম্বা করে সিনান বলল, 'দেখো!'

ওদের একশো গজ সামনে ছোট্ট একটা খাঁড়ি। সেখানে, তীর থেকে সামান্য দূরে, আধ ডোবা একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে– সুপারস্ট্রাকচার আর পাশগুলোয় মরচে ধরেছে।

'কত বছর ধরে এভাবে আছে ওটা?'

'বলা মুশকিল। হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। আকার-আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে জাপানি জাহাজ।'

সুপারস্ট্রাকচারে চড়তে দেখা গেল কয়েকটা কিশোর ছেলেকে, খালি পায়ে পাহাড়ী ছাগলের মত অনায়াসে লাফাতে লাফাতে উঠে যাচ্ছে। উপরে উঠে নীচের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটাই তাদের খেলা। রানা দেখল, সুপারস্ট্রাকচারের আশেপাশে বেশ কিছু নাইলন জেলা ফেলা হয়েছে। 'ওরা যা ধরছে, আজ হয়তো তাই অতিথিদেরকে খেতে দেয়া হবে হোটেলে,' বলল ও।

জাহাজটাকে পিছনে ফেলে আরও সামনে এগোচ্ছে ওরা। এই সময় বড়ো

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বাতাস আর বৃষ্টি শুরু হলো। লাইন তুলে নিয়ে আধ ডোবা জাহাজ থেকে তীরে ফিরে আসছে ছেলেগুলো। আশ্রয়ের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সিনান।

'ওদিকে একটা কুঁড়ে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এসো!' ছুটল।

কুঁড়েটা পাহাড়ী ঢালের বেশ কিছুটা উপরে। দরজাবিহীন মুখটার ভিতর পৌঁছানোর আগেই ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ভিজে একেবারে গোসল হয়ে গেল দু'জন।

ভিতরে ঢুকে পাশের দেয়ালে হেলান দিল ওরা, আকস্মিক অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছে চোখে।

ওদের মাথার উপর, সিলিঙে, রুপালি এক চিলতে আলো ফুটল। ক্রমশ চৌকো আকৃতি নিল সেটা। এই সময় রানা খেয়াল করল মেঝে থেকে একটা মই উঠে গেছে সিলিঙের দিকে, ট্র্যাপডোর পর্যন্ত।

কত বয়স হবে, খুব বেশি হলে চোদ্দ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে নীচে। পরনে পুরানো, ছেঁড়া একটা খাকি হাফপ্যান্ট। কোমরে একটা রশি জড়ানো, তা থেকে চারটে মাছ ঝুলছে।

রানা বুঝল যে ছেলেগুলোকে আধ ডোবা জাহাজে বসে মাছ ধরতে দেখেছিল ওরা, এ তাদেরই একজন। উল্টোদিকের ঢালের মাথা টপকে এসেছে, যাতে ছাদ থেকে সরাসরি কুঁড়েতে নামতে পারে।

মেঝেতে নেমে সোজা কুঁড়ের এক কোণে চলে গেল ছেলেটা। খোলা মুখের পাশে দাঁড়ানো রানা আর সিনানের উপস্থিতি সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়। উবু হয়ে বসে মাটির চুলায় আগুন ধরাল সে।

ভিতর দিকে পা বাড়িয়ে বার্মিজ ভাষায় রানা বলল, 'হাই! অনুমতি ছাড়াই তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছি আমরা। আসলে এমন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি...'

মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। আধো অন্ধকারেও ঝিক করে উঠল দু'সারি ঝকঝকে দাঁত। ভেজা গায়ে শ্যাওলা আর ময়লা লেগে রয়েছে, তা সত্ত্বেও দেবশিশুর মত দ্যুতি আছে তার চোখে-মুখে। 'জানি,' বলল সে। 'আপনাদের আমি ছুটতে দেখেছি। মাছ খাবেন?'

কেটে-বেছে-ধুয়ে মাছগুলো রান্না করতে ছেলেটাকে সাহায্য করল ওরা। কাজের ফাঁকে ছেলেটার কাছ থেকে এলাকা, গ্রাম, দুর্গ, থুয়ে জাতুই আর তার ব্যবসা সম্পর্কে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করল রানা।

প্রতিটি প্রশ্নের সরাসরি, খোলামেলা জবাব দিল ছেলেটা, শুধু থুয়ে জাতুইয়ের প্রসঙ্গ তুললেই ঠোঁটে তালা লেগে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে থমথমে হয়ে উঠছে কচি মুখটা।

অনেক চেষ্টা করেও থুয়ে জাতুই সম্পর্কে তার মুখ খোলানো গেল না।

মেঝেতে বসে খেতে শুরু করবে ওরা, এই সময় হঠাৎ কামরার উল্টোদিকের কোণে চলে গেল ছেলেটা। ওদিকে কিছু ন্যাকড়া, ছেঁড়া কম্বল ইত্যাদির একটা

স্তূপ দেখা যাচ্ছে।

নরম গলায় ছেলেটা বলল, 'দাদু, ও দাদু...মাছ।'

সোংরা কাপড়ের স্তূপ নড়ে উঠল, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জরাগ্রস্ত, প্রাচীন একটা মুখ। তাকানোর ভঙ্গিই বলে দিল, এই অশীতিপর বৃদ্ধ চোখে দেখেন না।

একটা প্লেটে মাছ আর ভাত বেড়ে বুড়োর কোলের উপর রাখল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিত রোবটের মত ভাতের ভিতর সেঁধিয়ে গেল পাঁচটা আঙুল, মাছ আর ভাত তুলে দাঁত বিহীন মুখে ভরল।

রানা আর সিনানের কাছে ফিরে এল ছেলেটা। 'আমার দাদু। ব্রিটিশ আমলের মানুষ। চোখে দেখে না।'

খেতে শুরু করে রানা জানতে চাইল, 'তোমার মা-বাবা এখানে থাকেন না?'

'মা মারা গেছেন,' এমন সুরে কথাটা বলা হলো, বিষয়টার যেন এখানেই সমাপ্তি।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কেউ কিছু বলল না। ওদেরকে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দিয়ে কামরার আরেক কোণ থেকে একটা পেট মোটা বোতল নিয়ে এল ছেলেটা।

'কী ওটা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা। 'তুমি মদ খাও নাকি?'

'মাখানমারে এটা আমরা সবাই খাই।' হাসল ছেলেটা। 'না, এটা মদ নয়। গাঁজানো পান্তা ভাত।'

পচা ভাতে খই মেশানো হয়ে থাকুক, গন্ধটা ভাল লাগল ওদের। বুড়ো মানুষটা দু'ঢোক খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে গেলেন ছেঁড়া কম্বলের তলায়।

ঝড়-বৃষ্টি থামছে না, তাই গল্প করে সময়টা কাটাচ্ছে ওরা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছেলেটার চোখ-মুখ। 'জানেন, আমার একটা বোন আছে! ওনার মত,' ইঙ্গিতে সিনানকে দেখাল, '...মানে, পরীর মত সুন্দর। দাঁড়ান, তার ফটো দেখাই।'

বুড়ো দাদুর মাথার কাছে পড়ে থাকা টিনের একটা ট্রাঙ্ক থেকে বাঁধানো ছবিটা নিয়ে এল সে। রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রবল আগ্রহে লক্ষ করছে কী প্রতিক্রিয়া হয়। 'আমার বোন—কথা। সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর,' বলে ছবিটা সিনানের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'কিন্তু দেখছি না যে? কোথায় সে?'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আবার বোবা হয়ে গেল ছেলেটা। এটাও অবশ্য একটা উত্তর।

সাগরের দিকে না নেমে বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠল ওরা, সেখান থেকে ঢাল বেয়ে নেমে গেল কংক্রিটের চওড়া একটা রাস্তায়। এটা ধরে তাড়াতাড়ি কামওয়াদ্দিতে ফিরতে পারবে ওরা। 'ওকে দেখে কী মনে হলো

PROTECTED

~/*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তোমার?' জানতে চাইল সিনান।

'কারও কাছ থেকে আশ্বাস আর অভয় পাবার জন্যে আকুল হয়ে আছে।'

'আমারও তাই ধারণা। বোনটা কোথায়, বললই না।'

'অর্থাৎ ধুয়ো জাদুইয়ের কাজ করে সে।'

'অথচ ধুয়ো জাদুইয়ের নাম শোনা মাত্র ছেলেটার চোখে ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখেছি আমি।'

'তুমি যখন অ্যান্টিকুইটিজে লেবেল লাগাবে, আমি হয়তো এক ফাঁকে মাছ ধরতে চলে যাব,' বলল রানা। 'খেয়াল করেছ, ছেঁড়া কম্বল আর ন্যাকড়ার নীচে কী পড়েছিল? ওর দাদু কীসের ওপর বসেছিল?'

'না।'

'একটা বাকিট সিট। আমার যদি ভুল না হয়, এই বিশেষ আকৃতির সিট শুধু লাও-জোয়াদেরই ব্যবহার করা হয়।'

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল সিনান, এই সময় আচমকা রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এল। ওদেরকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলছে দেখে লোকগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হলো না। একজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। বাকি দু'জনের হাতে ছুরি।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খাটো লোকটার হাতে পিস্তল রয়েছে, সরাসরি এগিয়ে এল সে। বাকি দু'জন দু'পাশে পজিশন নিয়েছে। 'তোমাদের কাছে টাকা আছে?' খর্বকায় লোকটা ইংরেজিতে জানতে চাইল। 'ইংলিশ টাকা? চিনা টাকা?'

কী যেন ঠিক মেলাতে পারছে না রানা। নিজেদের কাভারের কথাটা ভোলেনি ও, নতুন করে মনে করিয়ে দিল লোকটা। এই পিস্তলধারীকে অনায়াসে কাবু করতে পারবে ও; আর সিনানকে যে ট্রেনিং দিয়েছে, সে-ও একজনকে সামলাতে পারবে

কিন্তু ছিনতাইকারী হিসাবে এদেরকে মানাচ্ছে না, যেন অভিনয় করছে। সিনানের দিকে তাকাল ও, চোখ-মুখ দেখে বুঝে নিল সে কী ভাবছে। 'লড়বে না,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করে বলল ও। 'কারণ ওরা আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইছে।'

হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সিনানের উপর। ওর হাত দুটো ধরে হ্যাঁচকা টানে শিরদাঁড়ার কাছে নিয়ে গেল। দেখতে পেয়ে সেদিকে পা বাড়াল রানা।

'সাগর!' চেঁচিয়ে উঠল সিনান। 'পিছনে!'

খুলির গোড়ায় কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো, চোখের সামনে সাদা আলোর কণা ঝাঁক বেঁধে নাচানাচি করছে। টলে উঠল রানা, তারপর পড়ল রাস্তার পাশে কাদার উপর। গলায় উঠে আসা বমির ভাব মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

'কামড়াচ্ছে!' ওদের একজন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে বলল। 'ডাইনীটা আমার

হাতের এক টুকরো মাংস তুলে নিয়েছে!'

'সব কেড়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চলো।'

পাকা রাস্তায় বুট পরা লোকগুলো ছুটছে। একটু পরেই মোটরসাইকেল স্টার্ট নেওয়ার শব্দ পেল রানা। তার পর অনুভব করল ওর মাথাটা তুলে নরম কিছুর উপর নামানো হলো। কারও উরু? কোল? নরম, খুবই নরম স্তন। রানা চেষ্টা করল অন্তত একটা চোখ খোলা যায় কিনা। পারা গেল না। হাল ছেড়ে দিল ও, তারপরই জ্ঞান হারাল।

সব কিছু কালো না হয়ে সাদা হয়ে গেল। মাথার অনেক উপরে একজোড়া টিউব লাইট জ্বলছে। ডাক্তারের একটা চেহারা ধীরে ধীরে জোড়া লাগল। 'হাই, সিনান,' বলল রানা, সাবধানে হাত বুলাতে টের পেল ওর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে।

'কিন্তু! তোমার খুলি ইস্পাতের না হয়েই যায় না! পিস্তলের বাঁট দিয়ে দু'বার মারল লোকটা, অথচ ডাক্তার বলছেন খুলি ফাটেনি!'

'ডাক্তার?'

মাথা ঝাঁকাল সিনান। 'দেখে মনে হবে গ্রাম্য ওঝা, তবে কথা বললে বোঝা যায় যোগ্য লোক। বললেন, শুধু খানিকটা চামড়া ছিঁড়েছে।'

চোখ মিট মিট করল রানা। 'আমরা কোথায়?'

'হোটেলে ফিরে এসেছি। তুমি দেখতে পাচ্ছ, সাগর?'

'অস্পষ্ট। এখানে এলাম কীভাবে?'

'ওরা চলে যাবার দু'মিনিট পরেই পুলিশ এসে হাজির হয়।'

হাসতে গিয়ে ব্যথা পেল রানা, তারপরও চেপে রাখতে পারল না। 'মেলে...' ফিসফিস করল।

'তাই? কী মিলল?'

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'আমরা একা?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা বন্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'ছারপোকা আছে কিনা আরেকবার খুঁজে দেখেছ?'

'দেখেছি, নেই।'

'মেলে বললাম এই জন্যে যে আমার ধারণা ছিনতাইকারীরা কখন কাজ সেরে চলে যায় তার জন্যে আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করছিল পুলিশ।'

চোখ সরু করে রানার দিকে আরেকটু ঝুঁকল সিনান। 'তুমি বলতে চাইছ গোটা ব্যাপারটা সাজানো ছিল?'

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার তো তাই ধারণা। ওরা তোমার গহনা, নগদ টাকা, পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়ে গেছে?'

'ঠিক,' বলল সিনান। 'নিশ্চয় তোমারও ও-সব নিয়ে গেছে। সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে গিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে—এটাই নিয়ম।'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা আমি যাব, তবে তাতে কোন লাভ নেই। পুলিশ ও-সব কিছুই খুঁজে পাবে না, যতক্ষণ না থুয়ে জাতুই অনুমতি দেয়।'

'তারমানে...?'

'পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়া মায়ানমার থেকে বেরুনো সম্ভব নয়। এমনকী দেশের ভেতর নড়াচড়া করাও খুব কঠিন হবে।'

সিনানের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'তা হলে সে জানে।'

'তা বোধহয় নয়,' বলল রানা। 'সে আসলে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, কাভার করছে প্রতিটি দিক। যার সঙ্গেই তার যোগাযোগ হোক, লাগামটা সব সময় নিজের হাতে রাখে থুয়ে জাতুই।'

ছয়

পরদিন সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে এল রানা। দালানটার ভিতর, দরজার পাশেই, একটা ডেস্কে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ বসে আছে। ইংরেজি, চিনা, বার্মিজ—তিন ভাষায় নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করবার পর উজ্জ্বল হলো তার চেহারা।

'ও, আগে বলবেন তো!' হাসল লোকটা। 'আপনাকে ইন্সপেক্টর উনু তবয়-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনতলা, ডানদিকের প্রথম দরজা।'

তিনতলায় উঠে এসে নির্দিষ্ট দরজায় নক করল রানা। গমগমে একটা আওয়াজ ভেসে এল। কবাট খুলে ভিতরে ঢুকল ও। বেশ সাজানো-গোছানো একটা অফিস। বড় একটা ডেস্কের পিছনে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ইন্সপেক্টর উনু তবয় বসা।

'আসুন, প্লিজ, মিস্টার সাগর। বসুন। আমি উনু তবয়, কামওয়াঙ্কি পুলিশ ফোর্সের ইন্সপেক্টর।'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। পরস্পরকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে দু'জনেই। তবয়ের কণ্ঠস্বর যেমন ভারী, চেহারাতেও তেমনি গাম্ভীর্য আছে।

'কাল সন্ধ্যার ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, মিস্টার সাগর,' ইংরেজিতে বলল ইন্সপেক্টর তবয়। 'দয়া করে বলবেন কী, মিস সিনানকে নিয়ে ওই অসময়ে

পাহাড়ে কেন উঠেছিলেন আপনি?'

ঠোঁটের ভিতর দিক কামড়ে রাগ চাপল রানা। লোকটা এমন সুরে কথা বলছে, ও আর সিনানই যেন অপরাধ করেছে। 'সন্ধ্যার আগের সময়টাকে আপনি অসময় বলতে পারেন না। আমরা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

'অ।' ডেস্কে পড়ে থাকা একটা কাগজে চোখ বুলাল উনু তবয়। 'আমার লোকের কাছে মিস সিনান রিপোর্ট করেছেন আপনাদের পাসপোর্ট আর ভিসাও নিয়ে গেছে তারা।'

'হ্যাঁ।'

'পাসপোর্ট আর ভিসা না থাকাটা মায়ানমারে খুব খারাপ কথা।'

'আপনার কাজ ওগুলো উদ্ধার করা, তাই না? লোকগুলো কী রকম দেখতে [illegible] ছিল শুনবেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে পেন্সিল আর কাগজ টেনে নিল ইন্সপেক্টর উনু তবয়।

লোকগুলোর বর্ণনা দিল রানা। খসখস করে সব লিখে নিল ইন্সপেক্টর। রানা জানে এই বর্ণনা কোথাও প্রচার করা হবে না।

লেখা শেষ হতে ডেস্কে পেন্সিলটা বার কয়েক ঠুকল উনু তবয়। তারপর জানতে চাইল, 'আপনার জখমের কী অবস্থা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিচ্ছিরি একটা মাথাব্যথা...সেরে যাবে।'

'আর মিস সিনান?'

'নার্ভাস, ডিসটার্বড,' বলল রানা। 'তবে আহত হয়নি।'

'শুনে খুশি হলাম।' ইন্সপেক্টরের গম্ভীর চেহারা আরও থমথমে হয়ে উঠল। 'আপনি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, মিস্টার সাগর, ওদেরকে অ্যারেস্ট করে যতদিন না আপনাদের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারছি ততদিন আমি বা আমার স্টাফের জন্যে দিনের আরাম আর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল।'

রানার চেঁচাতে ইচ্ছে করছে, তবে সিন ক্রিয়েট করা থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত রাখল। 'শুনে সত্যিই খুশি হলাম।'

'ইতিমধ্যে,' বলল উনু তবয়, 'আইন অনুসারে আপনাদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কামওয়াঙ্কির বাইরে কোথাও যাবেন না। কাগজ-পত্র ছাড়া মায়ানমারে ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

কথা না বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'আপনাদের কাজের সাফল্য কামনা করি,' বলল ইন্সপেক্টর। 'মিস্টার থুয়ে জাতুই মেজবান হিসেবে আদর্শ।'

'ধন্যবাদ,' বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। পরিষ্কারই বোঝা গেল, ইন্সপেক্টর উনু তবয় আসলে থুয়ে জাতুইয়ের কেনা গোলাম।

গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরুতেই রানা দেখল কাইনা বায়ো একাই মার্সিডিজ

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ব্যাকসিটে বসে রয়েছে শাওলি সিনান।

'মিস্টার থুয়ে জাতুই এখনই আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন,' বলল বামো। 'উঠে পড়ুন।'

দুর্গের ভিতরটা বিশাল। ডেকোরেশনে ব্যবহার করা হয়েছে বার্মাটিক, মোজাইক আর টেরাকটা; মোচড় খাওয়া থাম আর শুভ্র সাদা মার্বেলের, প্রতিটি শাটার পেইন্ট করা।

পেঁচানো গাড়িপথ ধরে পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় উঠে এসেছে ওরা। কাইনা বামো ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিনারা থেকে নীচের ছোট হারবারটা দেখতে পেল রানা। একটা জেটিতে মাছ ধরবার বড় নৌকা আর ইয়টসহ পাঁচটা বোট নোঙর ফেলেছে। পাশাপাশি আরও তিনটে জেটি দেখা যাচ্ছে—খালি।

দুর্গের দ্বিতীয় টাওয়ার সহ বাকি অংশ পাহাড়ের বেশ অনেকটা নীচে, উপর থেকে সেটাও দেখা যাচ্ছে। দুই টাওয়ারের মাঝখানে পাথরের তৈরি একটা টানেল আছে, সেটার আকৃতি বেশ কিছুটা ফুটে আছে পাহাড়ের ঢালু গায়ে।

ওয়্যারহাউসগুলো দ্বিতীয় টাওয়ারের পাশেই, একেকটা প্রকাণ্ড সাইলোর মত দেখতে। সন্দেহ নেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ ঠাসা আছে ওগুলোয়। চারদিকে সশস্ত্র গার্ডরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হারবারের আরেক প্রান্তে আট-দশটা কামরা সহ ছোট একটা দালান দেখা গেল। গেটে সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা: 'কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ'। কয়েকটা জানালা দিয়ে দেখা গেল ভিতরে বেশ কিছু লোকজন কাজ করছে।

রানার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। চিন থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ আমদানি করবার লাইসেন্স আছে থুয়ে জাতুইয়ের। মায়ানমার সরকারের চাহিদা জেনে নিয়ে তারপরই চিনকে অর্ডার দিতে পারে সে। কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজের অফিস দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে কী আমদানি করল না করল তার হিসাব রাখে সরকার। চিনও নিশ্চয়ই মায়ানমার সরকারকে জানাচ্ছে থুয়ে জাতুই তাদের কাছ থেকে ঠিক কী-কী কিনছে। তা হলে অস্ত্রের বেআইনী ব্যবসাটা থুয়ে জাতুই করছেটা কীভাবে? দুই সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে এ-কাজ করা প্রায় অসম্ভব মনে হয় না?

বামোর পিছু নিয়ে দুর্গের ভিতর ঢুকল ওরা। লম্বা হলওয়েটা ঠাণ্ডা। হলওয়ে থেকে বড়সড় অ্যান্টিরুমে ঢুকল, দেখা গেল চওড়া এক প্রস্থ সিঁড়ি বাঁক নিয়ে উপরদিকে উঠে গেছে।

ধাপ বেয়ে উঠছে বামো। রানা আর সিনান তাকে অনুসরণ করছে। খোলা দু'একটা দরজার ভিতর চোখ পড়তে কামরাগুলোকে গুদাম বলে মনে হলো রানার। ফার্নিচার বা অ্যান্টিকুইটিজ, যাই থাক, অস্বচ্ছ প্লাস্টিক কাভার দিয়ে ঢাকা সব।

তিনতলায় উঠে একটা চৌকো কামরায় ঢুকল ওরা। মেঝেতে পুরু কার্পেট।

পুরো দেয়াল জোড়া পর্দাবিহীন জানালার বাইরে সাগর দেখা যাচ্ছে। জানালার সামনে কালো কাঠের ডেস্ক। ডেস্কের উপর কমপিউটার, ফ্যাক্স, প্রিন্টার, ইন্টারকম, টেলিফোন, বই আর ফাইল-পত্র।

ভিতরে ঢুকবার পর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। শব্দ শুনে বুঝল বাইরে থেকে সেটা বন্ধ করে দিল বামো। প্রথমেই ওর নজর কেড়ে নিল একটা মেয়ে। ফটো দেখেছে, কাজেই চিনতে অসুবিধে হলো না। আঁটসাঁট সবুজ সারং স্কার্ট পরেছে মেয়েটা, বেশ খানিকটা দূরে একটা ডিভানের উপর বসে আছে। বয়স ষোলো কি সতেরো বড়জোর বছর হবে, অথচ চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা সাবধানী ভাব ফুটে আছে, যেন সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় সে। নিজের বোনের কথা কিছু বাড়িয়ে বলেনি সেই কিশোর ছেলেটা। সত্যি কথা অপরূপ সুন্দরী।

কুশনে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিল কথা। ওদেরকে একবার দেখে নিয়ে আবার মন দিল পড়ায়।

'ওহ্, মিস সিনান...' ভারী, ভরাট কণ্ঠস্বর; বার্মিজদের তুলনায় কাঠামোটা অনেক বেশি লম্বা। একহারা গড়ন। সাদা সুট পরেছে। এগিয়ে এসে মাথা নোয়াল, চুমো খেলো সিনানের হাতে। 'আমি থুয়ে জাতুই।' ভাবটা যেন, রানাকে সে দেখতেই পায়নি।

'অবশেষে আপনার দেখা পাবার সৌভাগ্য হলো, মিস্টার থুয়ে জাতুই।'

'শুধু জাতুই, প্লিজ। এবং আপনি নিশ্চয়ই সৈয়দ উত্তাল সাগর?'

বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। 'হাউ ডু ইউ ডু?'

ঘন ভুরু, কোটরের গভীরে অত্যন্ত চঞ্চল ছোট আকৃতির গোল চোখ, রানার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করছে। 'ফিলডাইয়ের খবরটা শোনার পর থেকে ভীষণ, ভীষণ মর্মবেদনায় ভুগছি। আমি লজ্জিত। দেশবাসীর হয়ে ক্ষমা চাইছি-আপনাদের কাছে।' হাতজোড় করল, তবে একা শুধু যেন সিনানের উদ্দেশে। পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কঠিন সুরে নির্দেশ দিল, 'ওদিকটা দেখো!'

ডিভান থেকে নেমে একটা দরজার দিকে এগোচ্ছে কথা। হাঁটবার সময় তার চেরা স্কার্ট হঠাৎ খানিকটা ফাঁক হয়ে যাওয়ায় উরুর ভিতর দিকে কুৎসিত একজোড়া দাগ দেখতে পেল রানা—ফরসা চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় লাল হয়ে আছে।

'কথাকে নাস্তার ব্যবস্থা করতে বললাম। ইতিমধ্যে আপনারা কি আমার কালেকশনের ওপর একবার চোখ বুলাবেন?'

'হ্যাঁ, প্লিজ,' সাগ্রহে বলল সিনান।

অবাক হলেও, খুশি মনেই ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা—প্রথম দর্শনেই শাওলি সিনানকে ভাল লেগে গেছে থুয়ে জাতুইয়ের; সিনানও লোকটাকে সানন্দে একটা ভায়োলিনের মত খেলাচ্ছে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মার্বেল পাথরের ধাপ বেয়ে চারতলায় উঠে এল ওরা। পাশাপাশি কামরাগুলো দুর্গের পিছন দিকটায়, সাগর থেকে দূরে।

'এগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ,' সিনানকে বলল থুয়ে জাতুই। 'বাইরের লোক বলতে আপনারাই প্রথম দেখছেন। এই উইং-এর তিন আর চারতলায় রেখেছি এগুলো। এক আর পাঁচতলাতেও প্রচুর অ্যান্টিকস আছে। এগুলো দেখেই তো লোকে বলাবলি করছে গোটা এশিয়ায় আমারটাই নাকি সবচেয়ে রিচ কালেকশান।'

'কিন্তু আমরা তো শুনেছি মিউজিয়ামটা আপনার দুর্গের দ্বিতীয় অংশে—টাওয়ারের ভেতর,' আচমকা বলল রানা। 'এ-ও শুনেছি যে ওখানটায় অনেকগুলো ওয়্যারহাউসও আছে।'

'এখান থেকে বাছাই করা কিছু জিনিস ওখানে পাঠিয়েছি আমি, সেটাকেই লোকে মিউজিয়াম বলছে।' হাসল থুয়ে জাতুই। 'হ্যাঁ, ওখানেও যাবেন আপনারা। আর ওয়্যারহাউস? ওগুলো বানাতে হয়েছে দু'মুঠো ভাল-ভাতের ব্যবস্থা করার জন্যে। ব্যবসা, বুঝলেন মিস সিনান, অত্যন্ত একঘেয়ে একটা ব্যাপার, অথচ না করেও পারি না।'

ওদের চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছে রানা। ভাল শ্রোতা পেয়ে অনর্গলভাবে শেখা ইংরেজিতে বকবক করে যাচ্ছে থুয়ে জাতুই। লোকটা আদব-কায়দা জানে, শিক্ষিত, স্মার্ট। তা ছাড়া আরও কী যেন আছে। সময় পেয়ে খুঁটিয়ে দেখছে রানা, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল সেটা কী।

জাতুইয়ের হাঁটা নিঃশব্দ আর সতর্ক, ধরনটা বিড়াল আর হরিণের মাঝামাঝি। হাঁটুর নীচে শক্তিশালী, অ্যাথলেটিক একটা শরীর। কলারের উপর বিশেষ যত্নে তৈরি করা ঘাড়টার কোনও ক্ষতি করতে হলে অত্যন্ত জোরাল আঘাত দরকার হবে।

নিজের হাতের ভিতর লোকটার হাত এখনও অনুভব করতে পারছে রানা—লোহা বললেই হয়। আঙুর কিনারাটা লোহাও নয়, ইস্পাত। থুয়ে জাতুই, সন্দেহ নেই, মার্শাল আর্ট-এ একজন এক্সপার্ট।

অনেকগুলো কামরার ভিতর দিয়ে হেঁটে এল ওরা। জাতুইয়ের সংগ্রহ মূল্যবান বটে, তবে তার রুচি অদ্ভুত বলতে হবে। পেইন্টিং আর স্কাল্পচারগুলো দেখে যৌন সুড়সুড়ি জাগাচ্ছে, তা নয়, তবে অন্তত কিছু নমুনা অশোভন আর বিসদৃশই লাগছে। বিশেষ করে জন্তু-জানোয়ারের যৌন-মিলনের দৃশ্য নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোক তাঁর কালেকশনে রাখবেন না?

নিচু দরজা দিয়ে বড়সড় একটা স্টোর রুমে ঢুকল ওরা। ঝাপসা কাঁচ লাগানো জানালা। সিলিঙের ঠিক কোথায় আলোর উৎস ঠাহর করা যাচ্ছে না। কামরার একদিকে কাঠের ভারী বাক্স সাজানো, সরু লোহার পাত দিয়ে বাঁধা, ধুলো আর ময়লায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। কিছু বাক্সে পানির দাগ ফুটে আছে।

মরচে ধরেছে লোহার সরু পাতে।

'ওগুলোয় ইউয়ান সাম্রাজ্যের কালেকশন রয়েছে, ক্যাটালগ করা হয়নি নীচের ফ্লোরে আছে বাকি কালেকশান, ওয়ালি কেসের ভেতর।'

'আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না,' একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল সিনান। 'তুমি, সাগর?'

'যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় ততই ভাল,' বলল রানা, উঁচুদরের আঁতেল এর মুখোশ হয়ে আছে চেহারা-সুরত।

'চমৎকার!' মাথা ঝাঁকাল থুয়ে জাতুই। 'আসুন। আরও কিছু কালেকশন দেখাই। তারপর দাঁত বসানো যাবে লাঞ্চে।'

সিঁড়িতে ফিরে এল ওরা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'ইয়ে, এক্সকিউজ মি মিস্টার জাতুই...'

'ইয়েস?'

'মানে, ফ্যাসিলিটিজ?'

'ও, হ্যাঁ—ডানদিকের দরজাটা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনাদের সঙ্গে আমি তিনতলায় দেখা করছি।'

সিনান আর জাতুই গল্প করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। রানা ঢুকল টয়লেটে। দরজা সামান্য একটু খোলা রাখল ও, কান পেতে আছে। ওদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাওয়ার পর টয়লেট থেকে বেরিয়ে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ফ্রন্ট উইং-এর সামনে চলে এল।

জায়গাটা বিশাল। মূল হলওয়েটা মাঝখানে, সেটা থেকে আরও দুটো হলওয়ে বেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ইনার এবং আউটার উইং-এ।

ইনার উইং-এর দরজায় তালা না থাকলেও, আউটার উইং-এর প্রতিটি দরজায় তালা ঝুলছে। মরচে ধরা পুরানো তালা নয়, প্রতিটি দরজায় দুটো করে ডুয়াল-টাম্বলার ডেড বোল্ট-সুইস লক, 'এলরন'। খোলা হয়তো যাবে, তবে অনেক সময় লাগবে।

প্রথমে সিনান বলেছে, এখন জাতুইও বলছে, কামওয়াদ্দির এই কালেকশন নাকি সাংঘাতিক মূল্যবান; এত সব বহুমূল্য অ্যান্টিকস যেখানে খোলা দরজার ভিতর অবহেলা অযত্নে ফেলে রাখা হয়, সেখানে জোড়া তালা মারা দরজার ওদিকে কত দামি কী জিনিস আছে?

টয়লেটে ফিরে এসে সশব্দে ফ্লাশ করল রানা, তারপর তিনতলায় নামল।

'এই যে, মিস্টার সাগর,' খোলা একটা কেস হাতে রানার দিকে এগিয়ে এল থুয়ে জাতুই। 'চো ফার্ল মঙ্গোল আদিবাসীদের ওপর লেখা আপনার বইটা আমি পড়েছি। তাই ভাবলাম এই অ্যান্টিকস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা জানা দরকার।'

কঠিন পরীক্ষা। নিজেকে নির্দেশ করল রানা—খবরদার! নার্ভাস হয়ো না! কেস

PROTECTED

SumoN~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

থেকে মাটির তৈরি ভঙ্গুর পাত্রটা তুলবার সময় হাতটা কাঁপছে না দেখে কার প্রতি যেন কৃতজ্ঞ বোধ করল। সাবধানে পরীক্ষা করছে জিনিসটা।

উত্তেজনায় টান টান কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। রানা কারও দিকে তাকাচ্ছে না, কিছু বলছেও না।

ঘামতে শুরু করল সিনান।

ধীরে ধীরে বিদ্রূপ মেশানো নির্দয় একটা হাসি ফুটছে থুয়ে জাতুইয়ের মুখে। সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি, মিস্টার জাতুই,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে শুরু করল রানা, 'এটা একটা নকল অ্যান্টিক। খুব চালাকি আর যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে নকল। পায়ের তলা আর ওপরের কিনারা ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন ও-সব জায়গায় আঙুলের স্পর্শ নেই। আমি বলতে চাইছি, এই পাত্র কোনও প্রাচীন শিল্পীর দুই হাতের মাঝখানে তৈরি হয়নি, তৈরি করা হয়েছে একটা হুইলের সাহায্যে।'

'তারমানে বোঝা গেল, আপনাদের মত এক্সপার্ট হাতের কাছে না থাকায় ঠাকারা আমাকে ঠকিয়েছে। কী আশ্চর্য, এতদিন নকল জিনিস নিয়ে গর্ব করে আসছি আমি! ওহ্, খেতে বসবেন না?'

জাতুইয়ের একটু পিছনে দাঁড়ানো সিনানের কাঁধ দুটো পরম স্বস্তিতে নিচু হতে দেখল রানা।

...নদের মগজ থেকে শুরু করে কেভিয়ার, সবই পরিবেশিত হলো লাঞ্চে। কথার সঙ্গে আরও দুটো মেয়ে সার্ভ করল ওদেরকে, কথার মত তাদের বয়সও সতেরো-আঠারোর বেশি হবে না।

খেতে বসে পুরোটা সময় সিনানের সঙ্গে গল্প করল থুয়ে জাতুই। তারপর ওদেরকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল সে। 'আপনারা তা হলে কাল থেকে শুরু করছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আশা করি হপ্তা-দুয়েকের মধ্যে শেষ করে ফেলব।'

'ব্যবসার কাজে দিন-কয়েকের জন্যে বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে,' বলল জাতুই। 'তবে তাতে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমার অর্গানাইজেশনের সিকিউরিটি চিফ অহিনা বামোকে বলে যাব, সে তার লোকজন নিয়ে সারাক্ষণ আপনাদের ওপর নজর রাখবে—যখন যা দরকার, তাকে বললেই হবে।'

রানা আর সিনান দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আমাদের কিন্তু মিউজিয়ামটা দেখা হয়নি,' বলল রানা।

'দেখবেন বৈকি—সময় তো পালাচ্ছে না!' হাসল জাতুই। 'ওদিকে আবার গৃহবন্দী লোক কাজ করছে। সিকিউরিটি খুব কড়া। কাজেই বামোকে সঙ্গে না পেলে বিপদে পড়তে পারেন। আমি বামোকে বলে যাব, সময় করে দেখিয়ে

আনবে সে।'

বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এল ওরা, নিজেদের কামরার সামনে বিচ্ছিন্ন হলো দু'জন।

'কাপড় পাল্টে আসছি এখুনি—গলা ভেজাব,' বলল সিনান।

'এসো।' নিজের কামরায় ঢুকে প্রথমেই ক্লজিটটা পরীক্ষা করল রানা। ক্লজিটের দরজা আর ওর ব্যাগে দাগ ফুটেছে। তবে ব্যাগের তলায় ওর মাথার যে চুলটা বিজিটের নীচে আটকে রেখেছিল, সেটা আছে। তল্লাশী চালালেও, কিছুই তারা খুঁজে পায়নি।

একটু পর নক হলো দরজায়। কবাট খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল সিনান। অস্বাভাবিক ছোট একজোড়া শর্টস আর একটা ইন্টার টপ পরেছে সে। রানার হাত থেকে জিন-এর গ্লাস নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।' একটা আরামকেদারায় বসে পা এলিয়ে দিল।

শার্ট খুলে তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'আমার অনুপস্থিতিতে কী বলল জাতুই?'

'আমাকে নিয়ে শুতে চায়।'

রানার ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি। 'সে তো সবাই চায়!' সিনান রেগে উঠতে দেখে একটা হাত তুলল। 'ঠাট্টা করলাম। জাতুইয়ের উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।'

'বলল: কোনও এক সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে ইয়াঙ্গুনে ডিনার খাবে।'

'আভাসে জানিয়ে দিল শুধু তোমরা দু'জন।'

মাথা ঝাঁকাল সিনান। 'জানতে চেষ্টা করল আমি তোমার সঙ্গে শুচ্ছি কিনা।'

'কী বললে তুমি? শুচ্ছো?'

ভুরু কোঁচকাল সিনান। 'কী আশ্চর্য! তা কেন বলব?'

'না, মানে, মিথ্যে কথা বলে ওর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলে কি না...তা কী বললে তাকে—শোয়াশুয়ির ব্যাপারে?'

'সত্যি কথাই বললাম—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিরেট প্রফেশনাল। জাতুই বলল, কামওয়ান্দিতে ফিরে এসে আমার জন্যে গাড়ি পাঠাবে।'

'ভাল। সেদিন আমি সাগরের দিক থেকে দুর্গটাকে দেখে আসব।' হাতঘড়ি দেখল রানা। চেয়ার ছেড়ে শার্ট গায়ে দিচ্ছে। 'একটা ফোন করে এখনই ফিরছি।'

নীচের লবিতে নেমে এল রানা। বার-এ কিছু লোকজনকে দেখা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল তারা। তবে ওর পিছু নিয়ে কেউ তারা হোটেল থেকে বেরুল না।

রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলো আকারে ছোট, ক্রেতার চেয়ে সেলসম্যানের সংখ্যা বেশি বললে ভুল হবে না। সবাই যেন রানাকে চেনে বা ওর সম্পর্কে যা জানবার জানে, অন্তত ওর দিকে তাদের তাকানোর ভঙ্গি দেখে তেমনই সন্দেহ হয়

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দোকানগুলোকে পাশ কাটিয়ে কামওয়াদ্দির একমাত্র ক্লিনিকের সামনে চলে এল রানা। সিনান ওকে জানিয়েছে, এখানেই ওর চিকিৎসা করা হয়েছে কাল।

আউটার অফিসে বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে বসে আছে, চার্ট থেকে মুখ তুলে তাকাল।

ইঙ্গিতে মাথাটা দেখাল রানা। 'প্রচণ্ড ব্যথা করছে। ডাক্তারকে দেখাব।'

'কিন্তু ডাক্তার সাহেব আসতে এখনও দেরি আছে। আপনি বসুন, প্লিজ।'

টলে উঠল রানা। 'ভেতরের একটা এগজামিনিং রুমে শুতে পারলে হোত---মাথাটা খুব ঘুরছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, আসুন।'

মেয়েটার পিছু নিয়ে লম্বা একটা করিডর পেরুচ্ছে রানা, খোলা দরজার ভিতর চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে কোনও কামরায় টেলিফোন আছে কিনা।

ওকে ডাক্তারের চেম্বার-সংলগ্ন এগজামিনিং ক্যাবিনে শুইয়ে রেখে ফিরে গেল মেয়েটা। তার পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকল রানা, ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ইয়াঙ্গুনের নম্বরটায় ডায়াল করল।

সঙ্গে সঙ্গে রানা এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখার প্রধান সাড়া দিল। 'এমআরনাইন,' বলল রানা। 'টেপ, প্লিজ।'

লাইনে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো। 'বলুন, মাসুদ ভাই।'

'কাল থেকে আমরা কাজ শুরু করছি। সাবজেক্ট সম্ভবত দিন তিনেকের জন্যে কামওয়াদ্দি ত্যাগ করছে। সম্ভব হলে সাবজেক্টের বিরুদ্ধে যে-সব তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর রিপোর্ট পাঠাও। ও, হ্যাঁ, আমার একজন সহকারী দরকার।'

'রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে, আজকালের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে যাবে আমাদের একজন সহকর্মী, নাম নৃপতি। আপনি বলার আগেই তাকে আমরা পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলাম। আপনি আখি গুড় দিয়ে ভাপা পিঠে খাবেন। সুস্তমুস্ত পিঠাঘরে পাওয়া যাবে।' যোগাযোগ কেটে গেল।

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে ফিরে এসে কটে শুয়ে পড়ল রানা।

সাত

প্রথম দিন ক্রেট থেকে অ্যান্টিকস বের করল ওরা। কয়েকবার, বিভিন্ন কৌশলে, কাইনা বামোকে পরীক্ষা করল রানা। একবার সরাসরি আউটার উইং-এ ঢুকে

পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চকচকে টাকও পৌঁছে গেল সেখানে।

'জায়গাটা গোলকধাঁধার মত, তাই না?' হেসে উঠে বলল রানা। 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে। তা না হলে সারাটা দিনই হয়তো অন্ধের মত ঘুরে বেড়াতাম।'

লোকটা মজা পেয়েছে বলে মনে হলো না। তবে ভাব দেখাল রানার ভুল বাঁক নেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। যতক্ষণ না ঠিক বাঁকটা ঘুরল রানা, আশপাশেই থাকল সে।

আরও বড় আকারের মার্কার পেন্সিল দরকার। দুপুরের দিকে বামোকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে বলা হলো। চলে গেল সে, পেন্সিল নিয়ে ফিরে এল ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে।

লাঞ্চের সময়ও একই অবস্থা। পরিবেশন করল কথা, দরজার বাইরে থেকে মাঝে মধ্যেই উঁকি দিয়ে ওদেরকে দেখে নিল বামো: যেন দেখছে খাওয়া শেষ হতে কত দেরি।

কথার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। তবে অল্প দু'চারটে বাক্য শুনেই বোঝা গেল, তার ইংরেজি বেশ ভাল।

পরদিন সুস্তমুস্ত বেকারি বা পিঠাঘরে একবার ঢুঁ মারল রানা। দোকানটার সামনের অংশে এক বৃদ্ধ দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। ইতস্তত করছে রানা, ভাবছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে কীভাবে নৃপতির খোঁজ নেওয়া যায়।

দোকানের পিছনের দরজা খুলে আভেন-এর দিকে চলে গেল বুড়ো, ফাঁক দিয়ে রানা দেখল ভিতরেও কেউ নেই।

বুড়ির কাছ থেকে কয়েকটা পিঠে কিনল রানা। দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই সময় দ্রুত সাইকেল চালিয়ে কাছে চলে এল এক বার্মিজ তরুণ—সাইকেলের সামনে আর পিছনে একটা করে বিরাট আকারের বাস্কেট। সুঠাম স্বাস্থ্য ছেলেটার, দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত শরীর চর্চা করে।

দু'জনের মধ্যে চট করে বিনিময় হলো পরস্পরকে চিনতে পারবার দৃষ্টি, পরমুহূর্তে ফুটপাত থেকে নেমে এল রানা, রাস্তা পার হয়ে ঢুকে পড়ল একটা রেস্তোরাঁয়।

পরদিন অর্ধেক বেলা কাটল দুর্গের দ্বিতীয় অংশে, থুয়ে জাতুইয়ের ব্যক্তিগত মিউজিয়াম আর ওয়্যারহাউসগুলো দেখে। আশ্চর্যই বলতে হবে, কাইনা বামো নিজেই ওদেরকে এ-সব ঘুরিয়ে দেখাবার প্রস্তাব দিল। সম্ভবত মনিবের নির্দেশ পালন করছে সে।

চিন থেকে আমদানি করা থুজা আনলিমিটেডের অস্ত্র আর গোলাবারুদ বিশাল আকৃতির বিশটা ওয়্যারহাউসে রাখা হয়েছে। হারবারে কার্গো ভেসেল পৌঁছানোর পর কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে চেক করে কী বস্তু এল, ভিডিও আর স্টিল ক্যামেরায় প্রতিটি বাক্সের ছবি তোলা হয়, এমনকী বাক্সগুলো খুলেও দেখা হয় ঠিক কী আছে ভিতরে। তারা সন্তুষ্ট হয়ে সীল মারলে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বাক্সগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে তোলা হয় দ্বিতীয় টাওয়ারের সামনের উঠানে, অর্থাৎ ওয়্যার-হাউসগুলোয়।

আমদানি করা কার্গোর ছবি, ক্যামেরা সহ, পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাস্টমস অ্যান্ড একসাইজের হেড অফিস ইয়াঙ্গুনে। ওখানকার কর্মকর্তারা সচল এবং স্থির চিত্র পরীক্ষা করেন, তারপর ডুপ্লিকেট কপিগুলো পাঠিয়ে দেন চিনে—যে করপরেশন থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ আমদানি করা হয়েছে। তারাও যাচাই করে দেখে, এ-সব তাদের পাঠানো কার্গোরই ছবি কিনা।

পদ্ধতিটা নিশ্ছিদ্র বলেই মনে হলো রানার। তা হলে খুয়ে জাতুই বেআইনী বা অবৈধ অস্ত্রব্যবসা কীভাবে করছে? প্রায় পঞ্চাশজন সরকারী অফিসার কাজ করছে এখানে, তাদের সবাইকে কিনে ফেলা হয়েছে—এতটা বোধহয় কষ্টকল্পনা।

তা ছাড়া, ক্যামেরা তো মিথ্যে তথ্য দেবে না।

মিউজিয়ামে যাওয়ার পথে রানাকে বেশ হতাশই দেখাল। এ কোথায় কী খুঁজতে এসেছে ও, ওদের এজেন্ট ধীর সাজ্জাদ অন্য কোথাও হারায়নি তো?

ফিরবার পথে হারবার হয়ে এল ওরা। চিন থেকে একজোড়া কার্গো ভেসেল এসেছে। খালাসীরা মাল খালাস করতে ব্যস্ত, ব্যস্ত কাস্টমস অ্যান্ড একসাইজ ডিপার্টমেন্টের লোকজনও। নিজের চোখেই দেখল রানা সরকারী ফটোগ্রাফাররা প্রতিটি বাক্সকে ক্যামেরাবন্দি করছে।

চিন থেকে কার্গো ভেসেলে করে শুধু অস্ত্র আর গোলা-বারুদই আসেনি, চিনা করপরেশন থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিও এসেছে।

কারণটা পরিষ্কার। চিনের কয়েকটা বড় রাষ্ট্র অভিযোগ আর সন্দেহ প্রকাশ করায় কিছুদিন হলো প্রতিটি অর্ডারের সঙ্গে করপরেশন একটা করে প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে। তাদের কাজ হলো মায়ানমার সরকারের কাস্টমস অ্যান্ড একসাইজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সামনে প্রমাণ করা যে অর্ডার মোতাবেক পণ্য ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে—অর্ডারের চেয়ে পরিমাণে বেশি নয়।

হারবারের তৎপরতা দেখা শেষ করে ফিরছে ওরা। সন্ধ্যা হয়ে আসায় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে লালচে আভা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ধোঁয়ার গন্ধও রয়েছে বাতাসে।

ওই গন্ধটা পেয়েই রানার মনে হলো, এত জায়গা থাকতে একটা আগ্নেয়গিরির প্রায় গা ঘেঁষে কেন তৈরি করা হয়েছে দুর্গটা? একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি থেকে দেড় দু'মাইল দূরত্ব আসলে তো কোন দূরত্বই নয়। নিরাপত্তার দিক থেকে বিবেচনা করলে এই নৈকট্য আসলে বিরাট একটা হুমকি। তা হলে কি প্রাচীন সেই সময়ে ওটা জ্যান্ত ছিল না? নিশ্চয়ই তাই হবে।

'আচ্ছা, বামো, তুমি জানো—ওই আগ্নেয়গিরি থেকে শেষ কবে লাভা বেরিয়েছে?'

'বেরোয়নি, কখনোই বেরোয়নি,' বলল বামো। 'মাঝে মাঝে গর্জন ছাড়ে,

আর ধোঁয়া তো প্রায় সারাক্ষণই আছে, কিন্তু কখনও লাভা বেরিয়েছে বলে শুনিনি।'

'কিন্তু তা হলেও, ওটা একটা আগ্নেয়গিরি—তাই না? যখন-তখন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে,' বলল রানা। 'ওটার এত কাছে হারবার, ওয়্যারহাউস, মিউজিয়াম, এত সব দালান-কোঠা তৈরি করা হয়েছে কোন বুদ্ধিতে?'

'আপনি বেশি কথা বলেন,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল কাইনা বামো। 'এ-সব বানানো হয়েছে আগ্নেয়গিরিটা যখন মরা ছিল—পাঁচ বছর আগে।' একটু থেমে যোগ করল, 'মিস্টার খুয়ে জাতুই বলেছেন, সব এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হবে।'

রানা আর কথা বাড়াল না। তবে কী কারণে যেন মনটা ওর খুঁত-খুঁত করছে। এই হারবার এলাকায় বা আশপাশে এমন কিছু একটা আছে বা হয়তো আগে ছিল যা এক্ষুনি মেলে না। অথচ জিনিসটা কী ধরতে পারছে না ও।

পরদিন সিনানকে রানা বলল ক্যাটালগ তৈরি করতে একা থাক সে। 'টেকোকে বলবে আমি অসুস্থ বোধ করছি।'

জানালা দিয়ে রানা দেখল, ওদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ধারণাটা কাইনা বামোর পছন্দ হলো না; তবে এ-ব্যাপারে তার করবারও কিছু নেই।

সকালটা শুয়ে-বসে অলস ভাবে কাটিয়ে দিল রানা। দুপুরে বেরুবার সময় সন্দেহ হলো হোটেলের ম্যানেজার তামু পুতা বা তার বোন ধানচি পুতা ওর পিছু নেবে। তবে জেলে পাড়ায় ঢুকে মিনিট বিশেক ঘোরাঘুরি করে নিশ্চিত হলো রানা, কেউ ওকে ফলো করছে না। জেলে পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে সাগরের পথ ধরল ও।

জেলেদের জেটির কাছে পুরানো একটা বোটহাউস দেখল রানা, এখানে সাপ্লাইও বিক্রি করা হয়। রানার দরকার একজোড়া রড, একজোড়া রিল আর একটা টাকল বক্স।

রডগুলো রয়েছে কয়েকটা অক্সিজেন বটলের পাশে। সেদিকে হাত তুলে দেখাল রানা, 'ওগুলো একজোড়া দিন।'

বেঁটে বার্মিজ দোকানদার আর তার দুই সহকারী স্থির হয়ে গেল। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়ে যেন বিষ মাখিয়ে দিল তারা। 'জে-না, বাইরের লোকের কাছে এ-সব আমরা বেচি না,' কর্কশ কণ্ঠে জানিয়ে দিল দোকানদার।

রানা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'বেচো না মানে? না বেচলে দোকানে রেখেছ কেন?'

রানাকে সতর্ক চোখে খুঁটিয়ে দেখছে লোকটা। 'বেচি শুধু মিস্টার খুয়ে জাতুইয়ের লোকজনের কাছে। যান, মিস্টার জাতুইয়ের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আসুন, তা হলে আপনিও কিনতে পারবেন।'

'কেন, এখানে কি মাছ ধরা নিষেধ?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'আপনি মাছ ধরবেন?' ভুরু কোঁচকাল একজন সেলসম্যান। 'মাছ ধরার জন্যে অক্সিজেন বটল কিনতে চাইছেন কেন?'

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পারল রানা। 'আমি অক্সিজেন বটল কিনতে চাইনি। আমার দরকার একজোড়া রড...'

'উ-উ-ও!' উগ্র মেজাজ শান্ত হলো দোকানদারের, দেখাদেখি তার সেলসম্যানদেরও। তবে ভুল বুঝেছিল বলে ক্ষমা চাইল না।

তা না চাইলেও, রানার লাভ হয়েছে এই যে-ও জানল থুয়ে জাতুই চায় না তার লোকজন ছাড়া আর কেউ কামওয়াঙ্গির সাগরে ডুব দিক। কেন? তা হলে সাগরের নীচে কিছু কি গোপন করবার আছে তার?

দোকানটা থেকে বেরিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়া ধরে হাঁটছে রানা। হারবারটাকে অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে এল ও। তারপর আধ ডোবা যুদ্ধ জাহাজটা দেখতে পেয়ে থামল। আগের মতই একদল কিশোর সুপারস্ট্রাকচারে চড়ে লাফ দিচ্ছে সাগরে, আরেকদল ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

সেই ঝুঁড়েটাকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠল রানা। পাহাড়ের ঢালু উঠতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। তারপর একটা পথ খুঁজে নিয়ে নেমে গেল ছোট্ট সৈকতে। দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে হাত নাড়ল সেই কিশোর ছেলেটা, সুপারস্ট্রাকচার থেকে লাফ দিল পানিতে।

একটু পরেই দেখা গেল সাগর থেকে টলোমলো পায়ে সৈকতে উঠে আসছে ছেলেটা। 'হ্যালো, সার!'

'হ্যালো। তবে সার বলবে না।' হাসল রানা। 'আমি তোমার সিনিয়র বন্ধু হতে পারি, তুমি আমাকে সাগর ভাই বলতে পারো।'

লাজুক একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। রানা লক্ষ করল ওর হাতের গিয়ারগুলোর উপরে নাচানাচি করছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি। 'আপনার সঙ্গিনী কোথায়, আকাশের পরী?'

'আজ সে কাজে ব্যস্ত। আমি বই ভেজে বেড়াচ্ছি।'

'বই ভাজা কী?'

'এই যেমন শখ করে মাছ ধরা। ভাবলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে শখটা মেটাই।'

চিন্তিত দেখাল ছেলেটাকে। 'তীরের কাছাকাছি তো আপনি বড় কোন মাছ পাবেন না।'

'না, ভাবলাম তুমি নিশ্চয়ই জানবে কোথায় একটা ভাল বোট ভাড়া পাওয়া যাবে।'

চোখে-মুখে আলো ফুটল। 'ও, হ্যাঁ,' বলল ছেলেটা, 'তা তো জানিই...কিন্তু ওরা ভাড়া যে অনেক বেশি চায়।'

তার হাতে কিছু কড়কড়ে কিয়াত গুঁজে দিল রানা। হাত তুলে সৈকতের

একটা প্রান্ত দেখাল ও। 'ওখানে থাকব আমি। বোটটা দিন কয়েকের জন্যে ভাড়া করবে, কেমন?'

পায়ে হরিণের ক্ষিপ্রতা, পাহাড় টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা। এই বোট আজ বা কাল রাতে কাজে লাগবে রানার, নির্ভর করছে অক্সিজেন বটল সংগ্রহ করতে পারবার উপর। সাগরে ডুব দিয়ে রানা দেখতে চায় হারবারের নীচে গোপন করবার মত আসলে কিছু আছে কিনা।

সত্যি খুব কাজের ছেলে। স্রোতের দিক বদল ধরতে পারে। জানে এই পরিবর্তনকে অনুসরণ করে মাছের কালো আর বাদামী ঝাঁক তীর আর খাদের দিকে ছুটবে। শুধু তাই নয়—একই সঙ্গে বোট, রড আর রিলও সামলাতে পারে সে।

দুপুরের মধ্যে বোটের সঙ্গে পাওয়া বালতিতে জমা পড়ল বড়সড় তিনটে আইড় আর চারটে পাঙাশ মাছ। ছেলেটাই বেশির ভাগ ধরেছে, রানা ধরেছে মাত্র দুটো।

তারপর দক্ষিণ দিকে রওনা হলো ওরা, থুয়ে জাতুইয়ের হারবার আর দুর্গের দিকে।

'ওরা লোক ভাল নয়, ওদিকে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না,' হঠাৎ বোট থামিয়ে বলল ছেলেটা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশে তাকাল রানা—সরাসরি আগ্নেয়গিরিটার মাথার দিকে।

জ্বালামুখ আজ লালচে দেখাচ্ছে না। কোন ধোঁয়াও নেই। 'তোমার বোন কথার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে,' বলল রানা। 'থুয়ে জাতুইয়ের দুর্গে।'

থুয়ে জাতুই নামটা শোনামাত্র আবার গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠল ছেলেটার চেহারা। 'জানি। আমার বোন আমাকে জানিয়েছে, আপনারা জাতুইয়ের কাজ করতে এসেছেন।'

'শোনো...এই, কী আশ্চর্য, তোমার নামটা তো এখনও জানা হলো না!'

'অনেক বড় নাম, উচ্চারণ করতে ঝামেলা, আপনি আমাকে থাউন বলে ডাকবেন।'

'শোনো, থাউন,' বলল রানা। 'আমরা থুয়ে জাতুইয়ের কাজ করতে আসিনি।' দুর্গে আসলে ওরা কী করছে সংক্ষেপে তা ব্যাখ্যা করল ও।

ওরা জাতুইয়ের দলের কেউ নয়, এ-কথা শুনে থাউনের চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল।

'থাউন।'

'জী?'

'থুয়ে জাতুইকে তুমি পছন্দ করো না।'

কাঁধ ঝাঁকাল থাউন। মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'লোকটা আর সব ধনীর চেয়ে

PROTECH

...কিছু নয়।

~*Sumon* Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কিন্তু তোমার বোন তার ওখানে কাজ করে।'

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না।' বড় করে শ্বাস টানল থাউন। 'এই গোটা তল্লাটের আমরাই ছিলাম মালিক। সরকারী অফিসারদের ঘুষ দিল জাতুই, অফিসাররা ঘর-বাড়িসহ এই এলাকা থেকে জেলেদের উচ্ছেদ করল। অজুহাত দেখাল, এলাকাটা বিপজ্জনক, যখন-তখন বিস্ফোরিত হবে আগ্নেয়গিরি, লাভার স্রোত নেমে এসে সব ধ্বংস করে দেবে।

'আমার দাদু আর বাবা পথের ভিখারি হয়ে গেল। তারপর একদিন আমার বোন কন্যাকে কিনে নিল জাতুই। বাইরের দুনিয়া খবর রাখে না, তবে কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি—আমাদের এখানে আজও দাস-দাসী কেনাবেচার প্রথা চালু আছে। কামওয়াঙ্কিতে যত লোকজন আপনি দেখছেন, শুধু বোধহয় এক আমি ছাড়া বাকি সবাই জাতুইয়ের কেনা। প্লিজ, স্যর...সাগর ভাই, এ-ব্যাপারে আমাকে আর কিছু এখন জিজ্ঞেস করবেন না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে। তবে ওই আগ্নেয়গিরি প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'বলুন।'

'তুমি জানো, শেষ কবে ওটা থেকে লাভা বেরিয়েছে?'

'বোধহয় কোনদিনই বেরোয়নি। বেরুলে দাদু তো জানত, না? দাদু আমাকে বলেছে, ওটা মরা।'

'নাহ, মরা হলে কি ধোঁয়া বেরুত!'

'কী বেরোয় কে জানে,' বিড়বিড় করে বলল থাউন।

'এ-কথা কেন বলছ?'

থাউন গম্ভীর। 'সরকারকে দিয়ে আমাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্যে জাতুইয়ের এটা একটা চালও হতে পারে।'

এই সময় বিদ্যুৎচমকের মত কালকের খুঁতখুঁতে ভাবটার কথা মনে পড়ল রানার, তার কারণটাও ধরা দিল মগজে।

কাইনা বামোর সঙ্গে থুয়ে জাতুইয়ের ওয়্যারহাউস, মিউজিয়াম আর হারবার দেখতে গিয়ে কী যেন একটা অনুভব করে পরিবেশের সঙ্গে সেটাকে মেলাতে পারছিল না রানা।

এখন বুঝতে পারছে কী সেটা।

মিলছিল না আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। ধোঁয়ার গন্ধটা।

আরও অনেক আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া দেখেছে রানা, গন্ধও শুঁকেছে। সে-সব ধোঁয়ায় একটা ঝাঁঝ, একধরনের কটু গন্ধ থাকে।

কিন্তু কামওয়াঙ্কির এই আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ায় ঝাঁঝ নেই বললেই চলে, গন্ধটা পোড়া কাঠের মত।

ছোট্ট আউটবোর্ডে স্টার্ট দিয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। উত্তরে আসছে, দুর্গ আধ ডোবা যুদ্ধজাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় বালির সরু একটা বিস্তৃতি দেখ পেল ও। ছোট্ট সৈকতের সামনে আরও পাহাড়-প্রাচীর, তার গায়ে সরু এ ফাঁক দেখা যাচ্ছে—ফাঁকের ভিতর দিয়ে তাকাতে জেলে পাড়ার রাস্তাটা চো পড়ল। 'বিচটা ভারী সুন্দর তো,' বলল রানা। 'ফেরার আগে একটু সাঁতরা কেমন হয়?'

'না-না,' দ্রুত বলল থাউন, কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য একটা কাঁপন ধরা পড় 'জায়গাটা খুব বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক? কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে গোটা এলাকায় এর চেয়ে সুন্ সৈকত আর দ্বিতীয়টি নেই। কী ধরনের বিপদের কথা বলছ তুমি?'

'এই সৈকত শুধু থুয়ে জাতুই আর তার লোকজন ব্যবহার করে। কেউ ম ধরে না। কেউ সাঁতার কাটে না। একদম প্রাইভেট।'

'আরে রাখো তো! যদি বলো ওখানে তুমি যাওনি, আমি বিশ্বাস করব না।'

থাউনের চেহারায় অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। তারপর তার চোখে ভয় ফু উঠতে দেখল রানা। এবার শুধু আপত্তি নয়, রীতিমত গোঁয়ারের মত বেঁকে বস সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার রানা বোট ঘুরিয়ে উত্তরের পথ ধরল। যুদ্ধজাহাজে কাছাকাছি এসে সৈকতে ভিড়ল ওরা। দু'জন মিলে ডাঙায় তুলল বোটটাকে।

থাউনকে অবাক করে দিয়ে মাছ নিতে অস্বীকার করল রানা। এত মাছ দু'দিনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না, থাউন সিদ্ধান্ত নিল অর্ধেক মাছ জেলেদের কাছে বেচে দেবে। গিয়ারগুলো গোছগাছ করছে সে, বাধা দিল রানা।

'না, থাউন, ওগুলো সব তোমার।'

মুখ তুলল ছেলেটা, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। 'আমার?'

'হ্যাঁ,' হাসছে রানা নিঃশব্দে। 'তবে মাঝে-মধ্যে আমাকে ব্যবহার করতে দিলে খুশি হব।'

এত অবাক হয়েছে, হাঁ করে তাকিয়েই থাকল ছেলেটা।

গ্রামে ফিরে মুওমুও পিঠাঘরের উল্টোদিকের রাস্তায়, একটা চায়ের দোকানের সামনে থামল রানা। দোকানের কাঁচে প্রতিফলিত দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখছে।

বুড়ো-বুড়িকে পিঠাঘরে দেখা যাচ্ছে না। তারা সম্ভবত আগুনে কাজ করছে। তরুণ দম্পতি কাউন্টার ঝাড়মোছ করছে।

চায়ের দোকানে ঢুকে জানালার কাছাকাছি টেবিলে বসল রানা। এক বার্মিজ হিন্দু মেয়ে চা পরিবেশন করল ওকে। মেয়েটা চলে যেতে নোট প্যাড আর পেন্সিল বের করে রানা লিখল: 'আন্ডারওয়াটার নাইট লাইট, ওয়েটসহ একটা

PROTECT

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

...অক্সিজেন বটল, নাইট গ্লাস, ফ্লিপার আর একটা মাস্ক লাগবে। এ-সব যোগাড় করে আজ মাঝরাতে হোটেলের পিছনের ডাস্টবিনে রেখে আসতে পারবে কি না জানাও।'

দশ কিয়াতের একটা নোটের ভাঁজে চিরকুটটা মুড়ল রানা, তারপর দাঁড়াল। 'চায়ের জন্যে আরেকটু গরম পানি দেবে, প্লিজ? আমি এখনই ফিরছি।'

হিন্দু ওয়েট্রেস মাথা ঝাঁকাল। বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরুল রানা। র‍্যাকে পিঠা সাজাচ্ছিল, দ্রুত কাউন্টারে চলে এল নৃপতি। দশ কিয়াতের নোটটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'তিনটে চকলেট রাইস কেক, গরম গরম। আমি চায়ের দোকানটায় আছি।'

'ইয়েস, সার। ওহ্, ইয়েস, সার।'

চায়ের দোকানে ফিরে এল রানা। পাঁচ মিনিট পর রাইস কেক নিয়ে ছুটে রাস্তা পেরুল নৃপতি। চায়ের দোকানে ঢুকে কেকগুলো ওয়েট্রেসের হাতে দিল সে, মেয়েটা রানার টেবিলে পৌঁছে দিল।

ওয়েট্রেসের কাঁধের উপর দিয়ে তরুণ নৃপতিকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল রানা। তারপর ঘুরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কেক আর চা খেয়ে বিল মেটাল রানা, তারপর সোজা হোটেলে ফিরল।

নিজের কামরায় বসে জিন খাচ্ছিল সিনান। রানাকে ঢুকতে দেখে বলল, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? সারাদিন কী করা হলো?'

'কাপড়চোপড় পরে তৈরি হও, আজ তোমাকে আমি ডিনার খাওয়াব।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'কোন মেয়েকে কোন পুরুষ যখন ডিনার খাওয়ানোর প্রস্তাব দেয়, তার চোখের সামনে কী ভাসে বলো তো?'

'কী?' ভুরু কোঁচকাল সিনান।

'বিছানা,' মুক্তো ঝরিয়ে হাসছে রানা।

'কিন্তু মেয়েটার চোখের সামনে কী ভাসে তা কি তুমি জানো?'

'কী?' এবার রানা ভুরু কোঁচকাল।

'তালা মারা দরজা।'

'তালা মারা দরজাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে,' বলল রানা। 'কারণ আজ তুমি আমার ঘরে শুচ্ছ কিনা।'

'তোমার ঘরে শুচ্ছি?' চেহারা দেখে মনে হলো হাসি এবং কান্না, দুটোই পাচ্ছে সিনানের।

'হ্যাঁ, কারণ আজ মাঝরাতে আমরা চুপিচুপি সাগর ভ্রমণে বেরুব।'

আট

হাতঘড়ির অ্যালার্ম বাজতেই রানার ঘুম ভেঙে গেল। সোফার উপর উঠে বসল ও। অন্ধকারে খসখস আওয়াজ শুনে বুঝল বিছানায় উঠে বসছে সিনানও।

'সময় হয়েছে?' ফিসফিস করল সে।

'হ্যাঁ,' রানাও নিচু স্বরে জবাব দিল। 'কাপড় পরো। আলো জ্বেলো না।'

শোবার আগে দু'জনের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল—কেউ কাউকে কোন কিছুতেই প্ররোচিত বা অনুরোধ করবে না—সেটা দু'পক্ষই মেনে চলেছে, অর্থাৎ রানার সোফায় সিনান আসেনি, সিনানের বিছানায় রানা যায়নি।

হোটেল কামরার পিছনের জানালায় আগেই কারিগরি ফলিয়ে রেখেছে রানা, ফলে নিঃশব্দে খোলা গেল সেটাকে। জানালা গলে কারনিসে বেরুল ওরা, হেঁটে এল বাঁকের কাছাকাছি ড্রেনপাইপ পর্যন্ত। সিনান নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছে দেখে খুশি হলো রানা।

হোটেলের পিছনের প্যাসেজে নেমে এল ওরা। ইঙ্গিতে সিনানকে অপেক্ষা করতে বলল রানা, তারপর গারবেজ বিন-এর ঢাকনি তুলে ভিতরে হাত গলিয়ে দিল।

নৃপতি তার দায়িত্ব যত্নের সঙ্গে পালন করেছে। বড় একটা কালো ওয়াটারটাইট ব্যাগে জিনিসগুলো পেল রানা। সিনানকে নিয়ে প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল ও, পাকা রাস্তা এড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে প্রথমে ঢুকল জেলে পাড়ায়, তারপর পাড় টপকে নেমে এল আধ ডোবা জাহাজটার কাছাকাছি সৈকতে।

'চোরের মত বেরিয়েছি, আমাদের উদ্দেশ্যটা কী বলো তো?' জানতে চাইল সিনান।

'ছোট্ট সৈকতসহ একটা খাঁড়ি আছে ওদিকটায়,' হাত তুলে দেখাল রানা। 'থাউন ওখানে যেতে ভয় পায়। কারণটা জানতে চাই আমি।'

'বুঝলাম। তবে শুধু এই একটা কাজে তুমি আসোনি।'

'না, আরও একটা কাজ আছে। হারবারের আশপাশে সাগরের তলাটা আমি একবার ঘুরেফিরে দেখতে চাই।'

বোট পানিতে নামিয়ে বৈঠা চালিয়ে রওনা হলো রানা, মোটর চালাবার ঝুঁকি নিচ্ছে না। ছোট্ট খাঁড়ির ভিতর ঢুকে সৈকতের কিনারায় বোট ভিড়াল।

কালো ব্যাগটা খুলে ইকুইপমেন্ট বের করছে রানা। পেন্সিল টর্চের আলোয়

PROTECT

পরে পড়বে, প্রথমে তাদের কাজগুলো সেরে নিয়ে। তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টাল, খুয়ে জাতুই সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য প্রথম সুযোগেই জেনে নেওয়া দরকার।

রানা এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখা দুটো রিপোর্ট পাঠিয়েছে। প্রথমটা ব্যবসায়ী হিসাবে খুয়ে জাতুইয়ের উত্থান পর্ব। দ্বিতীয়টা তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণে পরিচালিত তল্লাশী অভিযানের ফলাফল।

প্রথম রিপোর্টটাই আগে পড়ল রানা।

মায়ানমারের একজন সামরিক কর্মকর্তা, মেজর জেনারেল উতান হোনো, খুয়ে জাতুইয়ের ভগ্নীপতি ছিলেন। স্ত্রীর আবদার রক্ষা করবার জন্য শ্যালক প্রবরকে ভাল একটা ব্যবসা পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি।

সে-সময়ও চিন থেকেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ সাপ্লাই পাচ্ছিল মায়ানমার। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর দুর্নীতির কারণে সরকারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। উতান হোনো তখন সামরিক জান্তার প্রভাবশালী নেতা, এই জটিলতা আর দুর্নীতি দূর করবার অজুহাত দেখিয়ে সরকারী পর্যায়ে অস্ত্র আর গোলাবারুদ আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করলেন তিনি। তাঁর প্রস্তাবে বলা হলো, টেন্ডার ডেকে ডিলার বা কমিশন এজেন্ট নিয়োগ করা হোক, তারাই চিন থেকে মিলিটারি হার্ডওয়্যার আমদানি করে সরকারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবে।

মেজর জেনারেল হোনোর সুপারিশ এবং প্রস্তাব সামরিক জান্তার নীতি নির্ধারণী বৈঠকে গ্রহণ করা হয়। টেন্ডার পড়েছিল অনেকগুলোই, দরের দিক থেকে সর্বনিম্ন না হওয়া সত্ত্বেও খুয়ে জাতুইয়ের টেন্ডারটাই পাস হয়ে যায়।

একবার টেন্ডার জিতবার পর খুয়ে জাতুইকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায়নি, প্রতি বছরই সরকারী লাইসেন্সটা নবায়ন করিয়ে নিচ্ছে সে। ভগ্নীপতি উতান হোনো মারা গেছেন, কিন্তু তাতে কী, তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তো সবাই সামরিক কর্মকর্তা—খুয়ে জাতুই জানে তাদেরকে কীভাবে খুশি রাখতে হয়।

এই একটা ব্যবসা থেকে কয়েক ডজন ব্যবসার মালিক হয়েছে জাতুই।

বলা হয়, তার নিজস্ব একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে, সেটার প্রধান কাজ হলো সামরিক কর্মকর্তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করা, তাদেরকে যাতে ঘুষ খাওয়া সহজ হয় বা প্রয়োজনে যাতে ব্ল্যাকমেইল করা যায়। এই রিপোর্টের শেষে বিদ্রিআই চিফ রাহাত খানের একটা নোট আছে, সেটা এরকম: 'অন্তত পাঁচটা দেশের বত্রিশটা জঙ্গি গ্রুপকে অস্ত্র সাপ্লাই দিয়েছে খুয়ে জাতুই। এত বড় একটা অপারেশন চালাচ্ছে লোকটা, অথচ কোথাও কোন প্রমাণ নেই, এ হতে পারে না। কোন অলৌকিক উপায়ে না, সুচতুর কোন কৌশল খাটিয়ে সামরিক জান্তার কর্মকর্তাদের বশ করে রেখেছে বলে মনে হয়।'

দ্বিতীয় রিপোর্টে স্থান পেয়েছে দুটো তল্লাশী অভিযানের ফলাফল। একটা

অভিযান চালায় চিনা করপরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ আর চিনা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এজেন্টরা। তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে: 'খুজা আনলিমিটেডের ওয়্যারহাউস আমাদের ডেলিভারি দেওয়া হার্ডওয়্যার ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। মায়ানমার সরকারের চাহিদার তালিকা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে খুজা আনলিমিটেড প্রয়োজনের চেয়ে বেশি একটা গ্রেনেড বা একটা পিস্তলও আমদানি করেনি।

দ্বিতীয় অভিযান চালিয়েছে মায়ানমার সরকারের সিক্রেট পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ, কাস্টমস অ্যান্ড এক্সসাইজ, ইন্টেলিজেন্স, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে গঠিত একটা কমিটি।

এই কমিটির তল্লাশী শুধু খুজা আনলিমিটেডের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ওয়্যারহাউসে সীমিত ছিল না। সীমান্ত অঞ্চলের জেলা শহরগুলোয় ট্রাক বা আটক করে তল্লাশী চালিয়েছে তারা, সমুদ্র আর নদী পথে অভিযান চালিয়েছে চ্যালেঞ্জ করেছে বহু নৌকা, ট্রলার আর জাহাজকে।

কিন্তু বৃথাই। চূড়ান্ত রিপোর্টে কমিটি জানিয়েছে, খুজা আনলিমিটেডের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনও ভিত্তি খুঁজে পায়নি তারা।

স্বভাবতই মনটা দমে গেল রানার। এতগুলো রিপোর্ট তো আর মিথ্যে হতে পারে না। অথচ বস ওকে বলেছেন, খুজা জাতুইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারতের আসাম আর ত্রিপুরায়, শ্রীলঙ্কায়, থাইল্যান্ডে, লাওসে আর বাংলাদেশে বিদ্রোহী গ্রুপ আর মৌলবাদী জঙ্গিদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে সে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এ-সব দেশে যেসব কিছু অস্ত্র আর গোলাবারুদ ধরাও পড়েছে—সেগুলো সবই চিনা।

ব্যাপারটা রীতিমত ধাঁধায় ফেলে দেওয়ার মত। চিনা করপরেশন তালমত পরীক্ষা করে জানিয়েছে, তাদের অস্ত্র চুরিও যায়নি, এত অস্ত্র তারা রপ্তানীও করেনি।

তা হলে?

এত চিনা অস্ত্র কে যোগান দিচ্ছে? গোটা এশিয়ায় খুজা জাতুই ছাড়া চিনা অস্ত্র কিনবার আর কোন এজেন্ট নেই, কাজেই সন্দেহের তালিকায় একা শুধু তাকেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

ভুক্তভোগীরা সবাই বলছে, বিদ্রোহী আর মৌলবাদী জঙ্গিরা অস্ত্র সাপ্লাই পাচ্ছে মায়ানমার থেকে। কে দায়ী? চিনা অস্ত্র কোথেকে সংগ্রহ করছে সে কীভাবে? তার পাচার করবার কৌশলটাই বা কী?

কাগজগুলো ছিঁড়ে খাঁড়ির পানিতে ফেলে দিল রানা। তীরে বোট ভিড়িয়ে সৈকতে নামল ও, সিনানের হাত ধরে বালির প্রস্থটুকু পার হয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় এসে থামল, যেখানে ফাঁকটা রয়েছে।

দিনের বেলা খোলা সাগর থেকে বোঝা যায়নি ফাঁকটা এত বড়। পাঁচ টন

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

একটা ট্রাক অনায়াসে ঢুকে পড়বে ভিতরে। রানা টর্চ জ্বালতে সাহস পেল না, তবে ...াকটার ওদিকে জেলে পাড়ার চওড়া রাস্তাটা নক্ষত্রের আভায় পরিষ্কার চেনা ...গেল।

বোটে ফিরে এসে সিনানকে দু'একটা নির্দেশ দিয়ে পানিতে নামল রানা। ...উন যদি এদিকের পানিতে নেমে থাকে, অক্সিজেন বটল ছাড়াই নেমেছে—রানাও ...াই নামল। তবে ওর মাস্কের সঙ্গে আলো আছে, পায়েও ফ্লিপারজোড়া পরে ...য়েছে।

সৈকত থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরেই আডাআসী শেলফ প্রায় খাড়াভাবে নেমে ...গেছে। আলো জেলে নীচে নামছে রানা।

বেশ অনেকটা গভীরতায়, এবং ত্রিশ ফুটের মত সামনে, সাগরের মেঝে ...থকে কী যেন একটা উঠে আসছে। তারপর মনে হলো পানির সঙ্গে অলস ...ঙ্গিতে নড়াচড়া করছে জিনিসটা।

গাড়ি নাকি? বোধহয়।

সেদিকে সাঁতরাচ্ছে রানা, ধীরে ধীরে চোখে পড়ল বীভৎস দৃশ্যটা—ড্রাইভারের ...াশের জানালা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে একটা হাত। তারপর দেখতে পেল মরা ...নুষের ফুলে ওঠা মুখ। চোখের জায়গায় শুধু গর্ত।

বাতাসের জন্য সারফেসে উঠে আবার ডাইভ দিল রানা। কাপড় আর হাড় ...ড়া লোকটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে মাছের খাদ্য বলাই ভাল, চিনতে না ...রবার কারণে কোন নাম দেওয়া সম্ভব নয়। নীল একটা শার্টের ভিতর প্রচুর ...ভাস থাকায় বেলুনের মত ফুলে আছে সেটা। পা দুটো, প্রায় মাংসবিহীন, বাঁকা ...য়ে আছে। আড়াআড়ি ভাবে সিট বেল্টটা এখনও বাঁধা।

পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো রানা, গাড়িটা ল্যান্ড-রোভারই। লাইসেন্স প্লেটের ...রটা মুখস্থ করে নিল ও। রিয়ার ও প্যাসেঞ্জার সিট সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ...মনের একটা চাকাও।

রানা জানে প্যাসেঞ্জার সিটটা কোথায়। রিয়ার সিট আর চাকাটা সম্ভবত বেচে ...ওয়া হয়েছে। থাউনকে দোষ দিতে পারছে না ও। সে নিশ্চয়ই বুঝেছে যে এটা ...য় জাতুইয়ের একটা ক্রাইম, কাজেই এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা যাবে না।

তাছাড়া, নিজের আর দাদুর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াই করছে সে। ...মুষটা বেঁচে নেই, কোনকিছুই এখন আর তার সাহায্যে আসবে না। অথচ ...ভারের অংশবিশেষ ব্যবহার বা বিক্রি করা যায়।

বোটে ফিরে এসে হাঁপাতে শুরু করল রানা। মাস্ক আর ফ্লিপার খুলতে ওকে ...হায্য করল সিনান।

'নীচে কিছু পেয়েছ তুমি,' বলল সে।

'হ্যাঁ। তোমার মনে আছে, আগেও একজন এজেন্টকে পাঠিয়েছিলাম আমরা, ... সাজ্জাদ নামে?'

মাথা ঝাঁকাল সিনান।

'এই মাত্র তার লাশটা দেখে এলাম।'

রাত দেড়টার সময়ও খুজা আনলিমিটেডের হারবারে আলোর বন্যা আর লোকজনের ভিড়। চোখে নাইট গ্লাস তুলতে দেখা গেল চিনা কার্গো ভেসেল থেকে এখনও মাল খালাস করছে খালাসীরা।

ছোট্ট বোট নিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল রানা, হারবারটাকে পাশ কাটাল মাইল দুয়েক দূর থেকে। স্রোত থাকলেও, বঙ্গোপসাগরকে এই মুহূর্তে শান্তই বলা যায়।

আকাশের গায়ে আগুনের আভা পথ দেখাল রানাকে। আধ ডোবা যুদ্ধজাহাজটাকেও পাশ কাটিয়ে এল ওদের বোট। সাগর আর আগ্নেয়গিরির মাঝখানে একটা কাল্পনিক সরলরেখা টানল রানা, তারই একপ্রান্তে বোট থামাল, তারপর সিনানের সাহায্যে সেটাকে টেনে তুলে ফেলল কয়েকটা বোল্ডারের ফাঁকে।

'এদিকের পানিতে ডুব দেব আমি,' সিনানকে বলল রানা। 'কেন, জানতে চেয়ো না। উত্তরটা আমারও জানা নেই। বলতে পারো একটা গন্ধকে অনুসরণ করতে চাইছি আমি, তবে ঘুরপথে।'

সিনানের কণ্ঠে সামান্য হলেও ধৈর্য হারাবার সুর। 'আমাকে কী করতে হবে তাই বলো।'

কথা বলবার ফাঁকে তৈরি হয়ে নিল রানা। পিঠে অক্সিজেন বটল বাঁধল, ওয়েট সুটের পকেটে খাপসহ ছোরাটা ঢোকাল, ব্যাটারি আর বালবসহ চেক করে দেখে নিল মাস্কটা। তারপর ঝপ করে নেমে পড়ল সাগরে। 'আমাকে তুমি এক ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় দেবে। তারপরও যদি না ফিরি...'

'এই বোট চালিয়ে ফিরে যাব চিনে?'

হেসে ফেলল রানা। 'না, ফিরে যাবে কামওয়াদ্দিতে। বোটটা যেখানে পারো লুকিয়ে রেখে সরাসরি চলে যাবে গুড়মুড় পিঠাঘরে। চেনো ওটা?' মাথা ঝাঁকাল সিনান। 'নক করবে পিছনের দরজায়। বিশ-বাইশ বছরের ছেলেটার নাম নৃপতি। আমাদের। সে-ই তোমাকে মায়ানমার থেকে বের করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।'

রানার দিকে তর্জনী তাক করল শাওলি সিনান। 'যেভাবে যাচ্ছ ঠিক সেইভাবে ফিরে আসবে! তোমার সঙ্গে এসেছি, তোমার সঙ্গেই যাব আমি এখান থেকে—আর কারও সঙ্গে নয়!'

'সত্যি বলছি,' নিঃশব্দে হেসে বলল রানা, 'আত্মহত্যার কোন প্ল্যান আমার নেই।'

তীর থেকে যথেষ্ট দূরে সরে এসে পানির তলায় ডুব দিল রানা। আভার দি

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শেলফ এদিকেও ঝপ করে নীচের গভীরতায় নেমে গেছে। পঞ্চাশ ফুট নীচে সাগরের মেঝেতে শুধু পাথর আর পাথর দেখতে পাচ্ছে রানা।

প্রথমে প্রায় একশো গজ দক্ষিণে গেল ও, তারপর আগের জায়গায় ফিরে এসে উত্তরেও গেল একশো গজ। কোথাও কিছু নেই। রানা আশা করছে মানুষের তৈরি কোন কাঠামো, প্রকৃতির তৈরি জলমগ্ন কোন গুহা বা টানেল দেখতে পাবে। কিন্তু ওর হেডসেটের আলোয় তেমন কিছুই দেখা গেল না।

উত্তর থেকে ফিরে আসছে, এই সময় ওর বুকের রক্ত হলকে দিয়ে হঠাৎ একেবারে কাছে চলে এল প্রকাণ্ড কালো মাছটা।

দেখা তো দূরের কথা, এত বড় মাছের কথা জীবনে কখনও শোনেওনি রানা। প্রথমে ভাবল নিশ্চয়ই একটা তিমি, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে আকারে পঁচিশ-ত্রিশ গুণ বেড়ে দানব হয়ে উঠেছে।

ভুলটা ভাঙল ওকে পাশ কাটাবার সময় 'মাছ'-এর গায়ে রিভিট দেখে। বুকের রক্ত আবার একবার হলকাল। এবার এটা হলো নিজের সন্দেহ অমূলক নয় বুঝতে পেরে।

মাছ নয়, এইমাত্র ওকে পাশ কাটাল এক প্রকাণ্ড সাবমেরিন।

কিন্তু ওটা তীরের দিকে কোথায় যাচ্ছে?

মন্থরগতি সাবমেরিনের ডান দিক ঘেঁষে পিছনে থাকল রানা। ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক না বলে উপায় নেই, জলমগ্ন রঙ্গমঞ্চে ঠিক সময়মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটা নাটক, যে নাটকের দর্শক হওয়াটা খুব জরুরি ছিল মাসুদ রানার জন্য।

আন্ডারসি শেলফের প্রায় খাড়া পাঁচিল ঢাকা পড়ে আছে বিরাট আকারের সংখ্যা বোল্ডারে—কোন কোনটা আকারে তিনতলা বাড়ির মত। প্রায় অত বড়ই একটা বোল্ডার কীভাবে যেন সরে গেছে একপাশে, ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে সাগরতলের একটা পাথুরে গুহামুখ।

বিরাট অজগরের মত মন্থর অথচ সাবলীল ভঙ্গিতে সেই গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল সাবমেরিন। গুহা নয়, আসলে প্রায় আধ মাইল লম্বা একটা টানেল। ধীরে ধীরে টানেলের সারফেসে উঠল ওটা। ওটার পিছন পিছন রানাও।

সাবমেরিনের গতি শূন্য, তা না হলে ওটার সঙ্গে রানা থাকতে পারত না।

গভীর জলের যান্ত্রিক মাছটার পিছন থেকে টানেলের শেষ মাথাটা দেখতে পেল ও। তিন দিকে ফ্লাডলাইট থাকায় আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেদিকে।

বড়সড় স্টেডিয়ামের মত জায়গাটা, তিনভাগ তার পানি হলেও, একভাগ শুকনো চত্বর। রেইলিং দিয়ে ভাগ করা স্টেশনে আরও একটা সাবমেরিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সেটার কনিং টাওয়ারের ঢাকনি খুলে দেওয়া হয়েছে, খুলে দেওয়া হয়েছে টপ হ্যাচের ঢাকনিও। ইউনিফর্ম পরা লেবাররা

সাবমেরিনের হোল্ড থেকে ধরাধরি করে বার করছে কাঠের ভারী বাক্স। তাদের কাজে পিঁপড়ের মত ব্যস্ততা আর শৃংখলা লক্ষ করল রানা। কাজকর্ম তদারক করতে দেখা গেল একদল সুবেশী চিনাকে।

লেবাররা তাদের কাজ করছে, ওদিকে গার্ডরা পানিতে নেমে ঘিরে রেখেছে সাবমেরিনকে। তাদের মুখে মাস্ক আর পিঠে অক্সিজেন বটল দেখল রানা। সঙ্গে হার্পুনও রয়েছে।

সদ্য স্টেশনে ঢোকা সাবমেরিনের জন্য এক দল লেবার আর গার্ড অপেক্ষা করছিল। হ্যাচ খুলে যেতে কাজ শুরু করল লেবাররা। রাবারের তৈরি ইউনিফর্ম, অর্থাৎ নীল রঙের ওয়েট সুট পরা গার্ডরা পানিতে নেমে ঘিরে ফেলল সাবমেরিনটাকে। ওটার সদা খোলা কনিং টাওয়ার থেকে কয়েকজন হলদেটে চিনাকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। এর মনে সন্দেহ জাগল, লোকগুলো কি তাইওয়ানিজ? তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে টানেলের গায়ে তৈরি একটা সরু ফাটলে লুকাল রানা।

ফাটলে ঢুকে ঘুরল, তারপর উঁকি দিল বাইরে। ধক করে উঠল বুক। একজন চিন ডাইভার এগিয়ে আসছে এদিকে। হয়তো দেখে ফেলেছে ওকে।

ফাটল ধরে অনেকটা উপরে উঠে এল রানা, মাথায় বেশ চওড়া একটা তাক ঠেকতে উঠে বসল সেটার উপর। ফাটলের সামনে এসে চিন ডাইভার হেডসেটের আলো ঘুরিয়ে ভিতরটা দেখছে, বাগিয়ে ধরে আছে হাতের হার্পুন গান।

শুধু সন্দেহ করেনি, অস্পষ্টভাবে হলেও ফাটলটার ভিতর কিছু একটা ঢুকতে দেখেছে সে। হয়তো নিশ্চিত হতে চাইছে বড় কোন মাছ কিনা।

ফাটলের ভিতর নীচের দিকে কিছু নেই দেখে লোকটা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল। তাকটা তারও চোখে পড়েছে, ওটার দেওয়াল উঠে দেখতে চায় কিছু লুকিয়ে আছে কিনা।

রানা উপলব্ধি করল, বাঁচতে হলে লোকটাকে ফাটলের ভিতর এনে কাবু করতে হবে। তা না হলে অন্যান্য চিন ডাইভাররা কাছাকাছি রয়েছে, ধস্তাধস্তি শুরু হলে তাদের চোখে ধরা পড়বে।

রানার কাছে হার্পুন নেই, থাকলেও একা ওদের সঙ্গে পারত না। তাক ছেড়ে আরও উপরে উঠল রানা, আরেকটা চওড়া শেলফ দেখতে পেয়ে সেটার মেঝেতে চড়ে বসল, কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে নীচের তাক বরাবর লোকটা পৌঁছেছে কিনা।

সাবমেরিন ঘাঁটির উজ্জ্বল আলোয় এদিকটাও যথেষ্ট আলোকিত হয়ে আছে। নীচে তাকাতেই রানা দেখল হেডসেটের আলো জ্বেলে তাকের অন্ধকার কোণে কেউ বসে আছে কিনা দেখছে লোকটা।

শেলফের কিনারা থেকে নিঃশব্দে লাফ দিল রানা, হাতে খাপ মুক্ত হয়ে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বেরিয়ে এসেছে ধারাল ছুরিটা।

ওই ছুরি ঘাড়াআবে নেমে আসা রানার শরীরের বর্ধিত অংশ যেন, সবটুকু মিলিয়ে মারাত্মক একটা বর্শা। বর্ধিত অংশ, অর্থাৎ ছুরির ফলা—ফলার ডগা—ঘ্যাচ করে সেঁধিয়ে গেল লোকটার চাঁদির ঠিক মাঝখানে। দু'বার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েই স্থির হয়ে গেল গার্ড।

লাশটা ধরে তাকের আরও ভিতর দিকে টেনে আনল রানা, একটা পাথরের সঙ্গে অক্সিজেন বটলটা এমনভাবে আটকাল যাতে পানির তোলায় খুলে না যায়। এই লাশ তিন-চারদিন কেউ খুঁজে না পেলেই ও খুশি।

এখানে আর দেখবার কিছু নেই। তাক থেকে উঁকি দিয়ে পরিবেশটা বুঝবার চেষ্টা করল রানা, তারপর ফাটল থেকে বেরিয়ে এসে ফিরতি পথ ধরল।

টানেল থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে সারফেসে উঠবার আগে ডিকমপ্রেশন-এর জন্য বার কয়েক বিভিন্ন লেভেলে থামতে হলো রানাকে। ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় সিনানের কাছে সৈকতে ফিরে এল ও।

রাত আড়াইটা বাজে, কাজেই সময়ের টানাটানি সম্পর্কে দু'জনেই এরা সচেতন। ছোট্ট ঝাড়িতে বোতলটাকে রেখে আসতে হবে। বালি খুঁড়ে নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে রানার গিয়ারগুলো। তারপর কারও চোখে ধরা না পড়ে ফিরতে হবে নিজেদের হোটেল রুমে।

সব সুষ্ঠুভাবেই ঘটল, ভোরের আলো ফুটবার সামান্য আগে সিনানকে নিয়ে নিজের কামরায় ফিরল রানা। দু'জনেই শুকনো খটখটে, নিজেদের স্বাভাবিক পোশাক পরে আছে।

'এবার বলো, অতক্ষণ ধরে সাগরের তলায় কী দেখলে?' ছোট কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল সিনান, রানার হাতে ধূমায়িত কফির একটা কাপ ধরিয়ে দিল।

কী দেখেছে সংক্ষেপে জানাল রানা, সবশেষে বলল, 'আগ্নেয়গিরি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, যখন তখন বিস্ফোরিত হতে পারে, এই মিথ্যে ভয় ছড়িয়ে দিয়ে এলাকা থেকে লোকবসতি উচ্ছেদ করা হয়েছে। জলমগ্ন টানেলটা প্রকৃতির তৈরি, আমার ধারণা নরা আগ্নেয়গিরির মাঝখানে পৌঁছেছে।'

'কিন্তু জ্বালামুখ থেকে আগুনের লালচে আভা আর ধোঁয়া বেরুতে দেখছি না আমরা?' সিনান বিমূঢ়।

'হারবারের পাশে কাটা গাছের পাহাড় দেখোনি? ওই গাছ গোপন কোন পথে পাহাড়টার ভিতর পাঠানো হয়। জ্বালামুখের ঠিক নীচেই আগুন জ্বেলে তৈরি করা হয়েছে ধড়লড় অগ্নিকুণ্ড...'

'আমাদের কাজ তাহলে শেষ,' হঠাৎ রানাকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করল সিনান।

'কী?'

'বলছি এখানে আর আমাদের কোন কাজ নেই। মায়ানমার সরকার আর

পুলিশকে সব কথা জানিয়ে এখন আমাদের ফিরে যাওয়া চলে।'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'সব যদি এত সহজ হত, দুনিয়াটাকে আমরা স্বর্গ বানিয়ে ফেলতাম, বুঝলে। সরকার, পুলিশ আর মিলিটারির কে বা কারা খুয়ে জাতুইকে সাহায্য করছে আমরা জানি? জানি না। কাজেই কারও ওপর ভরসা করা যাবে না, যা করার নিজেদেরকেই করতে হবে। ও, ভাল কথা, আমরা বোধহয় আরও একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি।'

'কী?'

'সম্ভবত তাইওয়ানের কোন কোম্পানি তোমাদের, মানে লাল চিনের অস্ত্র নিজেদের কারখানায় বানিয়ে জাতুইকে সাপ্লাই দিচ্ছে।'

'ওহ্, গড!'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর দিনা প্রয়োচনায় করছে না ওরা এত বড় একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কোনও একটা সুপারপাওয়ার চাইছে প্রতিবেশীদের মধ্যে চিনের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যাক। সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধীদের হাতে চিনের তৈরি অস্ত্র দেখে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবেশী দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে। তারা আপত্তি জানাচ্ছে চিন কর্তৃপক্ষের কাছে, চাপ দিচ্ছে প্রতিকারের জন্যে। কিন্তু চিন কোনও প্রতিকার করতে পারছে না দেখে ধরেই নিচ্ছে: আসলে করছে না, করতে চাইছে না—অস্ত্র পাচারের জন্যে তারাই দায়ী। দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে চিনের জনপ্রিয়তা।'

'মাই গড!'

কফির কাপটা নিচু টেবিলে রেখে দিয়ে সোফা ছাড়ল সিনান। এগিয়ে এসে রানার সোফার হাতলে বসল। 'বুঝতে পারছি, এবার তুমি নেমে পড়বে অ্যাকশনে। কী ঘটবে আমাদের কপালে কেউ জানে না। তাই, যে কথাটা তোমাকে বিদায়ের মুহূর্তে বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম, এখুনি সেটা বলে ফেলতে চাই। বলব?'

'বলে ফেলো।'

'বেশ অনেকগুলো দিন একসঙ্গে কাটালাম আমরা, অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে একবারও তুমি আমাকে স্পর্শ করোনি। আমাকেও কোনও ভাবে প্ররোচিত করনি। আমার গভীরতম দুঃখের কথা বলতে বলতে আমি তোমার ভেতরটা কাঁদতে দেখেছি। সত্যি বলছি, এমন মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আমি যে শুধু মেয়ে নই, মানুষও: তোমার কাছে এই স্বীকৃতি পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। ধন্যবাদ।'

সোফার হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ঘুরে দরজার দিকে এগোল সিনান। কবাট খুলে রানার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নয়

বেশ একটু বেলা হতে সুগন্ধ পিঠাঘরে চলে এল রানা। রাইস কেক, সোজা বাংলায় ভাপাপিঠা, কিনবার ছলে একটা মেসেজ পাচার করল ও। আজই ফিরে আসবার কথা থুয়ে জাতুইয়ের, রানার ধারণা সন্ধ্যায় সিনানকে ইয়াগুনে ডিনার খেতে নিয়ে যেতে চাইবে সে।

নগপতির মাধ্যমে রানা এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখার প্রধানকে দেওয়া নির্দেশে বলা হলো, খুন্তে জাতুইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সিনানকে যেন নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয় তারা। মেসেজে আরও থাকল—এ পর্যন্ত কতটুকু কী জেনেছে রানা, ওর প্ল্যানটা কী, তার জন্য কী কী দরকার।

হোটেলে ফিরে রানা দেখল লিমাজিন নিয়ে অপেক্ষা করছে কাইনা বামো, মেইন গেট থেকে সিনানও বেরিয়ে আসছে।

হাতের প্যাকেটটা উঁচু করে দেখাল রানা। 'লাঞ্চের জন্যে রাইস কেক।'

প্রথম টাওয়ারে পৌঁছে ওরা দেখল নতুন একটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'কেউ এলেন নাকি?' জানতে চাইল রানা।

'বস্, মিস্টার জাতুই,' জবাব দিল বামো।

কালেকশান নিয়ে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কাজ করল ওরা। তারপর কথা এসে জানাল, ওদেরকে নিয়ে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য উঠানে অপেক্ষা করছেন মিস্টার জাতুই।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় আস্তিন খামচে ধরে রানাকে দাঁড় করাল মেয়েটা। সিনান নেমে যেতে মুখ খুলল সে। 'আমার ছোট ভাইকে আপনি খুব স্নেহ করেন। ধন্যবাদ। আপনাকেও সে খুব পছন্দ করে। আমি আপনার প্রতি ঋণী।'

উত্তরে রানা কিছু বলবার আগেই ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে গেল মেয়েটা।

দুর্গের দোতলার পিছনে কালো ফ্ল্যাগস্টোন দিয়ে তৈরি একটা টেরেস আছে, টেরেসের একদিকে খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ লন, আরেকদিকে পাথরের তৈরি উঁচু পাঁচিল।

টেরেসে, নিচু পাঁচিলের পাশে, একটা টুলে বসে ছিল খুয়ে জাতুই, উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে পৌঁছে রানা দেখল, একটা রাইফেল তুলেই ট্রিগার টেনে দিল লোকটা। বাম দিকে তাকাল রানা—শূন্যে বিস্ফোরিত হলো মাটির তৈরি একটা ডিস্ক। রাইফেলটা দ্রুত নামিয়ে রাখল জাতুই, দু'পায়ের মাঝখান থেকে তুলে নিল

আরেকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

টেরেসে বেরিয়ে এসে সিনানের পাশে দাঁড়াল রানা। তার চোয়াল শক্ত হয়ে আছে।

সবুজ লনে সেট করা একটা লিভার মেকানিজম অপারেট করছে কাইনা বামো, তার একদিকের কাঁধের পিছনে ঝুলে রয়েছে ব্যারেল ছোট করা শটগান। লিভার মেকানিজম থেকে সাদা মাটির ডিস্ক ছুটল, অর্ধ বৃত্ত তৈরি করছে আকাশে। জাতুই দাঁড়িয়ে আছে টেরেসের কিনারায়, লম্বা ব্যারেলের একটা বেরেটা শটগানের সাহায্যে অনুসরণ করল সেটাকে, তারপর ট্রিগার টানল। মাটির ডিস্ক সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'এ-সব কী আমাদেরকে দেখানোর জন্যে?' ফিসফিস করল সিনান।

'কী করে বলব?' সামনে এগোল রানা।

হাতের বেরেটা বামোর হাতে ধরিয়ে দিল জাতুই। তারপর ওদেরকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ও, আপনারা এসেছেন। বাহ্, সিনান! আপনাকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'ধন্যবাদ,' বলল সিনান, চেষ্টা করে হাসল একটু।

তার হাতে চুমো খেয়ে রানার দিকে ফিরল জাতুই। 'আর আপনার কী খবর, মিস্টার সাগর? কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'ভালই,' বলে বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। জাতুইয়ের মুঠো লোহা হয়ে উঠল, কিন্তু পাল্টা জোর খাটানো থেকে বিরত থাকল ও।

একজোড়া ডিস্ক রিলিজ করা হলো। রাইফেল তুলে ফায়ার করল বামো। একটা বিস্ফোরিত হলো। মিলি সেকেন্ডের মধ্যে পিঠ থেকে শটগানটা সামনে এনে দ্বিতীয় ডিস্কটাকে গুঁড়িয়ে দিল সে।

রানার দিকে ফিরে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল জাতুই। 'কেমন বুঝলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মনে হচ্ছে, বেশ ভালই বলতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, এইসব বন্দুক-রাইফেল সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি।'

'তাই? হতাশ হলাম।' গম্ভীর দেখাল জাতুইকে। 'ভেবেছিলাম হাতটা একটু ঝালাই করে নিতে চাইবেন।'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'শুধু শুধু অ্যামিউনিশন নষ্ট করা হবে।'

'আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই,' হঠাৎ বলে বসল সিনান।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বলল না। অবশেষে নীরবতা ভাঙল খুয়ে জাতুই। 'হ্যাঁ, অবশ্যই, সিনান। প্লিজ।'

দক্ষ হাতে রাইফেলটা লোড করল সিনান। শটগানটা তুলে নিয়ে ডানদিকের চেম্বারে সাড়ে-সাত নম্বর কার্তুজ ভরল। তারপর মুখ তুলে কাইনা বামোর দিকে তাকাল।

'লোড···টু।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে লণ্ডার লোড করল। পা ফাঁক করে বিশেষ একটা ভঙ্গিতে দাঁড়াল সিনান, তারপর কাঁধে রাইফেল তুলল। মনে মনে হাসল রানা। ও যা শিখিয়েছে তার প্রতিটা অক্ষর মনে রেখেছে সিনান। জীবনে একটা গুলিও না ছুঁড়ে শুধু নয় দিনের ড্রাই প্র্যাকটিসের ফলাফল কী হয় দেখবার জন্য চেয়ে রইল ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

'পুল!' শূন্যে উঠে গেল একটা ডিস্ক। দ্বিতীয় কমাণ্ডে আরেকটা অনুসরণ করল সেটাকে।

সময় নিয়ে, সাবধানে রাইফেল দিয়ে প্রথম ডিস্কটাকে ফলো করল সিনান। ক্রমশ উপরে উঠে যাওয়া ডিস্কের পথটা আন্দাজ করতে পারল সে। ওটা যখন উত্থানের সর্বশেষ বিন্দুতে পৌঁছাল, অর্থাৎ ঠিক যখন নীচের দিকে নামতে শুরু করবে, আস্তে করে ট্রিগার টেনে দিল।

ঠিক যখন প্রথম ডিস্ক বিস্ফোরিত হচ্ছে, রাইফেলটা সিনান ছুঁড়ে দিল হতভম্ব বামোর হাতে। ক্ষিপ্রতায় কোন বিরতি নেই, কাঁধ থেকে সাঁৎ করে টেনে নিল শটগানটা। ওটা বাগিয়ে ধরে ফায়ার করবার সময় তার নড়াচড়া প্রায় আপসা দেখাল। তাকে দেখে মনে হলো না খুব তাড়াহুড়ো করছে, অথচ প্রথম গুলিটা করবার পর হাতে সময় ছিল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র।

দ্বিতীয় ডিস্ক গুঁড়ো হলো পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে অদৃশ্য হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে।

ভঙ্গিটা শান্ত, ঘুরে বেরেটাটা বামোর দিকে ছুঁড়ে দিল সিনান। তারপর বলল, 'আমরা কি এখন লাঞ্চ খাব?'

একা শুধু সিনানকে নয়, রানাকেও খেতে ডাকা হলো। তবে পরিষ্কার বোঝা গেল, খুরে জাতুই সিনানের সঙ্গে একা সময় কাটাতে চাইছে। একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল রানা, যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করল সিনানকে।

লাঞ্চের খানিক পরেই সিনানকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জাতুই।

আধ ঘণ্টা কাজ করবার পর বামোকে রানা বলল, 'এটা একা করার কাজ নয়। তুমি বরং আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও।'

নিজের কামরায় ফিরে কাপড় পাল্টাল রানা, তারপর নৃপতিকে দিয়ে ওর এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখায় পাঠাবার জন্য একটা মেসেজ তৈরি করল। পরিস্থিতি জটিল আর বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় এই এলাকার কোন টেলিফোন ব্যবহার করবে না বলে ঠিক করেছে।

মুখোমুখি পিঠাঘরের উল্টোদিকে, চায়ের দোকানটায় অনেকক্ষণ বসে থাকল রানা, কিন্তু নৃপতিকে একবারও দেখতে পেল না। বিকল্প প্ল্যানটা কাজে লাগাবার কথা ভাবছে ও, এই সময় ওর হোটেলের ম্যানেজার তামু পুতা বিনা আমন্ত্রণে ওর টেবিলে এসে বসল।

'আপনার কামরাটা ভাল তো, মিস্টার সাগর?' অমায়িক হেসে জানতে চাইল সে।

'ফাইভ-স্টার,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'হাহ, আপনি বাড়িয়ে বলছেন! একটু আগে বড় একটা গাড়িতে চড়ে আপনার গার্লফ্রেন্ডকে বসের সঙ্গে হাওয়া খেতে যেতে দেখলাম। আপনার জন্যে তাই খুব মায়া হলো। আজ রাতে তো আর তাকে আপনি পাচ্ছেন না।'

রানার ইচ্ছে হলো লোকটাকে ধরে দেয়ালে আছড়ায়।

'মাছ ধরতে যাব ভাবছি,' বলে চেয়ার ছেড়ে হাঁটা ধরল ও, তবে লোকটার কথা শুনে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

'আজ রাতে হয়তো নতুন একটা গার্লফ্রেন্ড দরকার হবে আপনার? কচি মাল, স্যার? ভেরি সুইট?'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নো থ্যাঙ্কস!' বলে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

ছোট খাঁড়িটা থেকে বোট নিয়ে আধ ডোবা যুদ্ধজাহাজটার কাছে চলে এল ও। দুটো রিল সহ থাউনকে মাছ ধরতে দেখা গেল ওখানে।

'হাই, সাগর ভাই, কেমন আছেন?'

'ভাল, থাউন। তোমাকে ডিসটার্ব করলাম নাকি, হে?'

'আরে, না, কী বলেন! প্লিজ, আসুন।'

পুরানো যুদ্ধজাহাজে উঠল রানা, থাউনের পাশে সুপারস্ট্রাকচারে বসল, দায়িত্ব নিল একটা রিল-এর। পরবর্তী পনেরো মিনিট মাছ ধরল আর টুকটাক গল্প করল ওরা। তারপর প্রসঙ্গটা তুলল রানা।

'থাউন, গ্রামে আরেকজন বন্ধু পেয়েছি আমি। ভাবছি সে-ও আমাদের সঙ্গে মাছ ধরলে তুমি আবার কিছু মনে করবে কিনা।'

'আরে, না। কে সে?'

'তার নাম নৃপতি। পিঠাঘরে কাজ করে। এক ছুটে গ্রামে গিয়ে তাকে একটা মেসেজ দিতে পারবে?'

'কী মেসেজ?'

'আজ রাতে ছুটির পর সে যেন এখানে চলে আসে।'

'ঠিক আছে, এখনই যাচ্ছি...'

'এক মিনিট, থাউন।'

'বলুন?'

'তাকে তুমি ভুলেও সরাসরি এখানে আনবে না। প্রথমে পাহাড় টপকে তোমাদের কুঁড়ের সামনে পৌঁছাবে, তারপর যুদ্ধজাহাজে উঠবে—খোলা সাগরের দিক থেকে। এখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না...'

'ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন, থাউন। প্রথম কথা, আমরা বোধহয় দু'জনেই এ-

PROTECT

umon@yahoo.c

ব্যাপারে একমত যে বুড়ো জাতুই অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। না?'

থাউন রানার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। তার কাঁধের ভিতর ঘাড়টা প্রায় ডুবে গেল। ঝাড়া ষাট সেকেন্ড বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করল সে। 'হ্যাঁ,' অবশেষে অস্ফুটে বলল। 'ওটা একটা শয়তান। সরকারকে দিয়ে আমাদের জমি থেকে জেলেদের উচ্ছেদ করে সে। তারপর নব্বুই বছরের লিজ নিল সেই জমি। বাবা যখন পথের ভিখারি হয়ে গেল, জাতুই একদিন তাকে ডেকে বলল, তোর মেয়ে কথাকে আমি চাই। ওকে আমি লেখাপড়া, নাচগান শিখিয়ে মানুষ করব। বাবা তার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। এই ঘটনার তিনদিন পর সাগরে হারিয়ে গেল বাবা।'

'এত সব কথা তুমি জানলে কীভাবে?'

'কিছু কিছু আমার মনে আছে। বাকিটা দাদু আমাকে বলেছে। বাবা নিখোঁজ হবার কদিন পর আবার এল জাতুই। আমরা তখন মাত্র এক বেলা খাচ্ছি, বাকি দু'বেলা নিয়মিত উপোস–মায়ের কোন উপায় ছিল না।'

'তারপর?'

'কথাকে বিক্রি করে দেয়ার পর অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল মা। দু'মাসের মধ্যে মারা গেল। এ-সব দেখে দাদুর এটা নষ্ট হয়ে গেল,' বলে ইঙ্গিতে মাথাটা দেখাল থাউন। 'সেই থেকে দাদু কোন কথা বলে না। বুড়ো জাতুইকে গোক্ষুর সাপের চেয়েও বেশি ঘৃণা করি আমি।'

মিনিট কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করল রানা, পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'থাউন, বুড়ো জাতুই অনেকের অনেক ক্ষতি করছে। কী ধরনের ক্ষতি, বললেও বোধ হয় সব তুমি বুঝবে না। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে জাতুইকে থামাতে। আমি জানি তোমার দাদু যে সিটটায় বসেন, ওটা ল্যান্ড-রোভার থেকে এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে লালচে হয়ে উঠল থাউনের ফর্সা মুখ, চোখে ঘনাল অপরাধ বোধের ছায়া। 'এক রাতে দেখলাম গাড়িটা ওরা সাগরে ফেলে দিল। কাইনা বামো আর কয়েকজন পুলিশ। ডুব দিয়ে নীচে না নামা পর্যন্ত জানতাম না গাড়িটায় মানুষ আছে। কিন্তু যখন দেখলাম তখন আর কিছু করার ছিল না...'

'জানি, থাউন। বিশ্বাস করে সবই তোমাকে আমি বলেছি। এখন বলো, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

'আপনি কি কোনও ধরনের পুলিশ?'

'হ্যাঁ, এক ধরনের পুলিশ,' বলল রানা, মাথা ঝাঁকাল। 'তবে তোমাদের থানার ডনু তবয়-এর মত পুলিশ আমি নই।'

'আপনি কি আমার বোন কথাকে সাহায্য করবেন?'

'কথাকে...কী সাহায্য?' রানা বিস্মিত।

'আমার বোন জাতুইকে খুন করবে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। আপনি তাকে সাহায্য করবেন?'

'হয়তো করব। সেটা আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে, থাউন। তবে আমি আশা করছি, আজ রাতে তোমার বোন জাতুইয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সম্পত্তিও তোমরা ফিরে পাবে।'

হঠাৎ হাসল থাউন। 'তা হলে প্রাণ দিয়ে হলেও আপনাকে আমি সাহায্য করব।'

হাত বাড়িয়ে তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা। 'আর ওদিকে যাচ্ছই যখন, আমাদের জন্যে কিছু পিঠে কিনে এনো–দেখো, দাদুর কথা আবার ভুলে যেয়ো না।'

রানার হাত থেকে টাকা নিয়ে বুলেটের বেগে ছুটল থাউন।

সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আবার যুদ্ধজাহাজে ফিরে এল রানা। এবার মই বেয়ে স্টার্নে উঠে এল, মাথাটা-নিচু করে রেখেছে। পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে চোখে নাইট গ্লাস সেঁটে কেউ লক্ষ রাখলে ধরা পড়ে যেতে হবে।

মইটা টেনে তুলে নিল রানা, তারপর ডাবু আর পিচ্ছিল ডেক ধরে জাহাজের মাঝখানে চলে এল। খোলা হ্যাচওয়ের ভিতর দিয়ে সেন্ট্রাল সেলুনে ঢুকল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা প্যাসেজে। প্যাসেজটা হঠাৎ শেষ হয়েছে একটা স্লাইডিং দরজার গায়ে।

নক করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে গেল কবাট। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে থাউন, ছোট ক্যাবিনটার আরেকদিকে নৃপতিকে দেখা গেল–দু'হাত দিয়ে একটা ভারী পিস্তল ধরে আছে। রানাকে দেখামাত্র বেল্টে গুঁজে রাখল সেটা।

'না আসারই কথা আমার,' বলল সে। 'কিন্তু এই ছেলে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল যে আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন,' নৃপতির ইংরেজিতে একটু নাকি সুর। 'গুড ইভনিং, মাসুদ ভাই।'

'ইভনিং।' থাউনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমাকে তো আগেই আভাস দিয়েছি, নৃপতি আমাদের লোক।'

মাথা ঝাঁকাল থাউন। ক্ষীণ একটু হাসল সে। 'এ-ও জানি যে সিক্রেট পুলিশদের একাধিক নাম থাকতে পারে।'

'কাজটা কী, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল নৃপতি।

'প্রথমে আমাকে জানাও, ওরা কি জাতুই আর মেয়েটির উপর নজর রাখছে?'

মাথা ঝাঁকাল নৃপতি। 'হ্যাঁ, রাখছে, মার্সিডিজ নিয়ে কামওয়াদি ছাড়ার পর থেকেই।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এখন থেকে দু'ঘণ্টা পর গোল্ডেন ড্রিম কাফেতে জাতুইকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসবে সিনান। আমি চাই এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখার এজেন্টরা তাকে পিক করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকবে।'

'এটা কোন সমস্যা নয়। আপনার নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর কী, মাসুদ ভাই।'

PROTECT

@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'সাগরের তলায়, টানেলের ভিতর একটা সাবমেরিন ঘাঁটি আছে। এই মুহূর্তে দুটো সাবমেরিন থেকে কার্গো নামানোর কাজ চলছে। কার্গো মানে অবৈধ অস্ত্র। যে আগ্নেয়গিরি থেকে আমরা মাঝেমধ্যে ধোঁয়া আর আগুনের আভা বেরুতে দেখি, ওটা আসলে জাতুইয়ের অবৈধ অস্ত্রের গুদাম। আজ রাতে সাবমেরিন স্টেশন আর গুদাম আমরা উড়িয়ে দেব।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত বারকয়েক খাবি খেলো নৃপতি। 'মাসুদ ভাই! কী বলছেন এসব? আপনি একা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'একা কেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

'মাত্র আমরা দু'জন?' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে নৃপতির, মাথা পিছন দিকে কাত করে রানার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন উঁচু কোন টাওয়ার দেখছে। 'কাজটা তো একটা বাহিনীর, মাসুদ ভাই—বলা উচিত সেনাবাহিনীর।'

'দূর, বোকা—আমরা কি শক্তি দিয়ে জিততে চাই ছি? আমরা ওদেরকে হারাব কৌশলে।'

'আমি আপনার কী সাহায্যে আসব?' তারপরও ইতস্তত ভাবটা যাচ্ছে না নৃপতির।

'আমি সাগরের তলা দিয়ে সাবমেরিন স্টেশনে ঢুকব,' বলল রানা। 'তুমি ঢাল বেয়ে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় উঠে জ্বালামুখটা পরীক্ষা করবে। যদি দেখো জ্বালামুখ থেকে নীচে নামা যায়, কারও চোখে ধরা না পড়ে নেমে যাবে। বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি?'

মাথা ঝাঁকাল নৃপতি। 'তারপর?'

'আমার বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির সঙ্গে আন্ডারসি টানেল, অর্থাৎ সাবমেরিন স্টেশনের লিঙ্ক আছে। নীচে নেমে স্টেশনের দিকে এগোবে তুমি। এগোবার পথে যেখানে প্রয়োজন মনে করবে সেখানেই টাইমারসহ জেলিগনাইট ফিট করবে।

'খুব বেশি জেলিগনাইট লাগবার কথা নয়, কারণ ওখানেই প্রচুর বিস্ফোরক আছে। গ্রেনেড, বোমা, বুলেট—এ-সব তো আছেই। তবে বেশ কয়েক জায়গায় ফিট করবে তুমি, অন্তত পাঁচ জায়গায়, ওরা দেখে ফেললেও দু'একটা যাতে মিস করে। হার্ডওয়্যার এনেছ?'

বেল্টে চাপড় মারল নৃপতি। 'এটা ছাড়া ছ'টা গ্রেনেড এনেছি। প্রচুর অ্যামো সহ একটা সাবমেশিন গান। একজোড়া স্পিটফায়ার গ্রাউন্ড-লঞ্চড রকেট আর টাইমিঙ মেকানিজমসহ জেলিগনাইটের দশটা বার। আর এক কিলো করে সি-ফোর বিস্ফোরকের তিনটে প্যাকেট, রেডিও সিগন্যাল রিসিভ করার ডিভাইসসহ।'

'গুড। ছ'টা বার আমাকে দাও। আর দাও সাইলেন্সার সহ একটা পিস্তল।'

'ইয়াঙ্গুন শাখার সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কখন?'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন? তুমি ঠিক রাত দশটায় কাজ শুরু করবে, অর্থাৎ রওনা হয়ে যাবে। তবে সাবধান, কেউ যেন পিছু নিতে না পারে।

আরেকটা কথা, যেটাকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বলা হচ্ছে, ওখানে নিশ্চয়ই সশস্ত্র গার্ড আছে। পাহাড়ের ঢালেও তারা লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'আমি চোখ-কান খোলা রেখেই উঠব, মাসুদ ভাই।'

'ভেরি গুড। তোমার সঙ্গে তা হলে আমার দেখা হবে সাবমেরিন স্টেশনে, কেমন?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

এবার থাউনের দিকে ফিরল রানা। 'থাউন, আমি চাই এখনই তুমি বেরিয়ে পড়ো। দুর্গে গিয়ে তোমার বোনকে ডেকে নাও।'

'কিন্তু কেন?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল থাউন। 'দুর্গে তো কোন বিপদ নেই...'

'আছে,' বলল রানা। 'সাবমেরিন স্টেশনে যাবার আগে দুর্গে একবার ঢুকতে হবে আমাকে। জাতুই শয়তানের মূল আস্তানাটা ধ্বংস না করলে কী চলে!' ওর ধারণা, থুয়ে জাতুই যে-সব অবৈধ ব্যবসা করছে তার কোন না কোন রেকর্ড না থেকে পারে না; খুঁজলে সেগুলো নিশ্চয়ই দুর্গেই কোথাও পাওয়া যাবে।

'কথা আপাকে কী বলব?'

'বলবে—বলবে তোমার দাদুর অবস্থা খুব খারাপ—মারাও যেতে পারেন। মোটকথা, তাকে তুমি দুর্গ থেকে বের করে আনবে। এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে বিপদটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা তিনজন লুকিয়ে থাকতে পারবে?'

'কেন থাকবে না! গ্রামের উত্তরে পাথুরে গুহার অভাব নেই।'

'গুড। ওগুলোর একটায় থাকবে। আমি বা নৃপতি হোটেলের ছাদ থেকে সাদা কাপড় না ওড়ালে বেরুবে না, কেমন?'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।' ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'সত্যি আপনি দুর্গ আর আগ্নেয়গিরির ভিতরটা উড়িয়ে দেবেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'কাইনা বান্দো তার পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, তারও প্রচুর সম্ভাবনা আছে।'

'কিন্তু থুয়ে জাতুই তো ইয়াঙ্গুনে। দুর্গে নেই সে।'

'থুয়ে জাতুইকে নিয়ে চিন্তা কোরো না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'না, চিন্তা করছি না,' বলল থাউন। 'থুয়ের বাচ্চার ব্যবস্থা কোন কারণে আপনি যদি নাও করতে পারেন, আমার বোন ঠিকই করবে। শয়তানটা ইয়াঙ্গুন, নয়নগাছি বা যেখানেই থাকুক, সেটা কোন সমস্যা নয়—তার সবগুলো আস্তানাতেই আমার বোনের আনা-যাওয়া আছে।'

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দশ

সৈকতে ফুলে করেকটা বোল্ডারের আড়ালে বোটটাকে লুকিয়ে রাখল রানা। পিস্তল আর জেলিগনাইটের প্যাকটা বারও পুঁতে রাখল বালিতে। তারপর হোটেলে ফিরে এল। বার-এ বেশ ভিড় দেখা যাচ্ছে। চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে সিংহলী তামিল, ভারতীয় অসমিয়া, বাংলাদেশীদের সহজেই চেনা যাচ্ছে।

বার-এর কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল রানা। ডিটোনেটর আর টাইমার ফিট করা জেলিগনাইটের স্টিক এখানে রাখলেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে হোটেলটার। দ্বিতীয়টা বসাবে নিজের ফ্লোরে তোশাও।

'মিস্টার সাগর, মাছ-টাছ পেলেন কিছু?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার তামু পুতা।

'না!' ওয়েট্রেসকে ডেকে স্কচের অর্ডার দিল রানা। টেবিলের তলায় হাত ঢুকিয়ে কাজটা ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে ওর। তবে নিজের অফিস কামরা ছেড়ে ম্যানেজার লোকটা বেরিয়ে আসায় একটু ভয়-ভয় করছে। দেখে ফেলল নাকি?

'গার্লফ্রেন্ডকে হারালেন, আবার মাছও পেলেন না—খারাপ কথা। তা হলে বরং চলুন আমার সঙ্গে দাবা খেলবেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আজ আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।'

'ও!' স্কচের গ্লাস নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, পিছন থেকে তামু পুতা আবার বলল, 'হ্যাপি ড্রিমস।'

নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এসে একটা ফ্লাওয়ার ভাসের ভিতর বিস্ফোরক বসাল রানা। রাত বারোটায় ফাটবে।

পারফিউমের গন্ধটা রানা কামরার ভিতর ঢুকবার পর পেল।

'হ্যালো, মিস্টার!'

বিছানার উপর প্ররোচিত করবার ভঙ্গিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে নগ্ন নারীমূর্তি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলাবার পর রানাকে স্বীকার করতে হলো, ফিগারটা প্রায় নিখুঁত। 'তোমার ভাই জানে তুমি এখানে, ধানচি পুতা?' দরজায় তালা দিয়ে বিজিটের দিকে এগোচ্ছে ও।

'কেন জানবে না। তোমার স্বাস্থ্য খুব ভাল। আমি স্বাস্থ্যবান পুরুষ পছন্দ করি। ধানচি পুতার সঙ্গে বিছানার অভিজ্ঞতা অর্জন করো, সারাজীবন গল্প করে বেড়াতে পারবে। আজ সারাটা রাত খুব ভাল কাটবে তোমার।'

'কত, ধানচি?' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শার্টের বোতাম খুলছে রানা।

কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হলো মেয়েটা। দুলে উঠল স্তনযুগল। 'টাকার কথা উঠছে কেন? ধানচি পুতা বেশ্যা নয়।'

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে ক্লজিটের দরজাটা খুলে ফেলল রানা। ওর ব্যাগটা গায়েব হয়ে গেছে। পিছন থেকে ভেসে এল মেঝেতে ধানচির পা ফেলবার শব্দ। বন করে ঘুরে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল রানা তাকে। ছিটকে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেল সে। বসে পড়েছিল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, চিৎকার করতে যাচ্ছে।

হাতটা জোরে ঝাঁকাতে ভান মুঠোর ছুরিটা বেরিয়ে এল, সেটা দেখিয়ে হিসহিস করে উঠল রানা, 'খবরদার! চেঁচালে জবাই করে ফেলব।'

মুখ বন্ধ করল ধানচি, তারপর হিংস্র বাঘিনীর মত রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝট্ করে একপাশে সরে গিয়ে কারাতের কোপটা এড়াল রানা।

'এবার ছুরিটা পেটে ঢুকিয়ে দেব,' ভয় দেখাল ও।

জবাবে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল ধানচি। 'মার্ডার! হেলপ! মার্ডার!' সেই সঙ্গে ছুটল দরজার দিকে।

সময়মত খপ্ করে তার কবজিটা ধরে ফেলল রানা, টান দিয়ে সরিয়ে আনল দরজার সামনে থেকে। দক্ষ অ্যাক্রব্যাটের মত নিজেকে ঝাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল ধানচি, তারপর দেয়ালে পায়ের ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ফিরে এল রানার দিকে, আবার চিৎকার করছে। খাটের ওপাশে ব্যাগটা দেখতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল রানা। বিছানায় শুয়ে ওটা পরীক্ষা করছিল ধানচি এতক্ষণ।

সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল রানা। সন্দেহ নেই গোটা ব্যাপারটা সাজানো, একটা ফাঁদ। কিন্তু কেন? ওর পরিচয় বা উদ্দেশ্য এরা জানল কীভাবে?

রানার গায়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ধাক্কা খেলো ধানচি। বিছানায় পড়ল দু'জন—রানা নীচে। ওর ছুরি ধরা হাতের কব্জি কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল ধানচি। ছুরিটা মুঠো থেকে খসে পড়ল।

বাইরে থেকে দরজায় লাথি মারছে কয়েকজন লোক।

রানার গলায় একটা কনুই পাঁথছে ধানচি এবার। অপর হাতে আঙুলের এক ইঞ্চি লম্বা নখ ঢুকিয়ে চোখ দুটো উপড়ে আনবার চেষ্টা করছে।

ধানচির নীচ থেকে ভাঁজ করা একটা হাঁটু জোরে উপরে তুলল রানা, সেই সঙ্গে দুই হাতে ওর কাঁধ ধরে উঁচু করল দেহের উপর দিকটা। উড়ে গিয়ে উপুড় হয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ল ধানচি। পড়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

মেঝে থেকে প্রথমেই ছুরিটা তুলল রানা। ও সিধে হচ্ছে, ওকে লক্ষ্য করে হিংস্র বিড়ালের মত লাফ দিল ধানচি। খেয়াল করেনি, আসলে লাফ দিল ছুরিটার উপরেই।

ছুরির ডগা পঞ্চম আর ষষ্ঠ পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ঢুকল, হৃৎপিণ্ডে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে মারা গেল সে।

ধানচির বুক থেকে টান দিয়ে ছুরিটা বের করে নিয়েছে রানা, এই সময় বিকট

PROTECTED

Sumon~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শব্দে ভেঙে পড়ল দরজা।

লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যানেজার তামু শুতা। তার পিছু নিয়ে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ। দু'জনের হাতেই পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

ছুরি ধরা হাতটা মাথার পাশে তুলল রানা, তুলেই ছুঁড়ে দিল। ঘ্যাচ করে তামু শুতার গলায় ঢুকল সেটা। ছুরির পিছু নিয়ে রানাও তার কাছে পৌঁছে গেছে। হাতল ধরে টান দিল, ফলাটা বের করে এনে আবার গাঁথল—এবার বুকে। নড়াচড়ায় বিরতি নেই, লাশটা ছুঁড়ে দিল পুলিশের গায়ের উপর।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে রানা। ছুটল জানালার দিকে। ব্যাগটা তুলে নেওয়ারও সময় পেল না, দড়াম করে জানালা খুলেই ঝুলে পড়ল বাইরে। কার্নিস ধরে ছুটল, বাঁকের কাছে এসে ড্রেনপাইপ ধরে নেমে এল এঁদো গলিটায়।

কোত্থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। পরমুহূর্তে রানার কামরার জানালা থেকে গুলি হলো একটা। বুলেটটা রানার মাথার কাছ থেকে দেড় ফুট দূরে ডাস্টবিনের ঢাকনিতে লাগল। গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা।

বেরুতেই সগর্জনে সামনে চলে এল একটা গাড়ি, হেডলাইট জ্বলছে না। থামবার বা দিক বদলাবার কোন সুযোগই নেই, গাড়ির ফেন্ডার ধাক্কা মারল ওকে। ছিটকে পড়ে যাওয়ার সময় অনুভব করল হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ছুরিটা।

রাস্তায় থকথকে কাদা। সিধে হয়ে দাঁড়াবার সময় পেল না রানা, তার আগেই ওর দিকে এগিয়ে এল তিনজন লোক। দু'জনের গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম। তৃতীয়জনকে বারে অলস সময় কাটাতে দেখেছে রানা।

টলতে টলতে দাঁড়াল ও, জানে কবল ভয়ানক দুর্বল, পরমুহূর্তে কনুই চালাল একেবারে সামনে চলে আসা লোকটার পেটে।

লোকটা কুঁজো হলো। তার ঘাড়ের পিছনে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল রানা।

একজন গেল। বাকি থাকল দু'জন।

ভুল।

ওর বাম দিক থেকে এগিয়ে আসছে আরেকটা ইউনিফর্ম, গাড়ির ড্রাইভার। বাকি দু'জন ওর ডান দিকে সরে গেছে।

একইসঙ্গে তিনজনকে চোখে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। ইউনিফর্ম পরা বামদিকের লোকটা খপ করে ওর মাথার চুল ধরে টান দিল পিছন দিকে। ডান দিকের একজন একজোড়া আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল ওর কণ্ঠায়।

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে, রানা। গলাটা আঁকড়ে ধরল, শ্বাস নিতে পারছে না।

ওর পায়ে লাথি মারল একজন। আবার কাদায় পড়ল রানা। এরপর বুটের লাথি শুরু হলো, শরীরের যেখানে-সেখানে। মাংস থেঁতলে গেল। চামড়া ছিঁড়ে গেল। হাড়ও বোধহয় নড়ে যাচ্ছে। একটা লাথি ওর মাথায়ও লাগল।

ওটাই কেড়ে নিল চৈতন্য।

কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না বলা মুশকিল, তবে রানার মনে হলো কয়েক মিনিটের বেশি নয়।

নড়াচড়া না করে গোপন রাখল ওর জ্ঞান ফিরেছে। মাথা, ঘাড়, ডানদিকের পাঁজর টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে। ঠোঁটে রক্তের স্বাদ।

ওরা চারজন। দু'জন বসেছে সামনের সিটে, তাদের মধ্যে একজন ইউনিফর্ম পরা। বাকি দুই ইউনিফর্ম ব্যাক সিটে, রানার দু'পাশে।

ওর বাম দিকের লোকটা মাঝেমধ্যে কথা বলছে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল রানা। লোকটাকে চিনতে পারল ও। কামওয়াদি পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর—জিনু তবয়।

একটা চোখ সামান্য খুলল রানা। সাগর, পাহাড় আর রাস্তা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দুর্গ আর হারবারকে পিছনে ফেলে আগ্নেয়গিরির দিকে ছুটছে গাড়ি। হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে পাহাড়ী পথ ধরল ড্রাইভার, ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। একটা গর্তে চাকা পড়ায় ঝাঁকি খেল গাড়ি, ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা।

'গুড, গুড, গুড! মাস্টার স্পাই মাসুদ রানার ঘুম ভেঙেছে,' বিদ্রূপের সুরে বলল জিনু তবয়।

বিষম একটা ধাক্কার মত লাগল তার কথাটা। ওর কাভার ফাঁস হলো কীভাবে? আসল নামটা পর্যন্ত জেনে ফেলেছে! 'কে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল রানা, শ্বাস নিতে এখনও কষ্ট হচ্ছে।

'নামে কিছু আসে যায় না,' ইন্সপেক্টর তবয় বলল। 'তোমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তুমি মারা যাবে পালাবার সময় গুলি খেয়ে।'

'সেলফ-ডিফেন্স।'

খকখক করে কাশল তবয়। 'মায়ানমারে ও-সব নেই। তুমি মৃত্যুটা এগিয়ে আনতে পারো, কম ব্যথা পেয়ে মরতে পারো। কীভাবে? দু'একটা ব্যাপার জানার আছে আমাদের, সেগুলো জানিয়ে দিয়ে।'

'আমি অ্যান্টিকুইটিজ এক্সপার্ট, সাংহাইয়ের একজন ভিজিটিং প্রফেসর...'

পুলিশের লাঠির একটা প্রান্ত রানার পেটে ইঞ্চি চারেক ডেবে যাওয়ায় আপনিই মুখ বন্ধ হয়ে গেল ওর।

রাস্তাটা পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে গেছে। হেডলাইট জ্বেলে প্রায় আধঘণ্টা উঠবার পর একটা ঝুল-পাথরের নীচে থামল ড্রাইভার। সামনে একটা রোডব্লক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রোডব্লকের আশপাশে কোন লোকজন নেই। সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে বার্মিজ আর ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে: 'এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সশস্ত্র গার্ডদের নির্দেশ দেওয়া আছে, রোডব্লক টপকাবার চেষ্টা হলে বিনা নোটিসে গুলি করা যাবে।'

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মিনিট পাঁচেক কিছুই ঘটল না। তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল লোকগুলো। ছয়জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড, প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল। রোডব্লককে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল দুজন গার্ড।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে নিজের চেহারাটা তাদেরকে দেখাল উনু তবর। তাতেও সন্তুষ্ট হলো না গার্ডরা। ইন্সপেক্টরের আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইল তারা। সেই কার্ড নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গবেষণা চলল। তারপর রোডব্লক তুলে নেওয়া হতে আবার এগোল ওদের গাড়ি।

পাহাড়টাকে ঘিরে আরও দুই পাক উঠবার পর দ্বিতীয় রোডব্লকের সামনে থামল ড্রাইভার। এটাও একটা ঝুল-পাথরের নীচে। এখানেও রোডব্লকের আশপাশে প্রথমে কাউকে দেখা গেল না। তবে কোন সাইনবোর্ড বা নোটিশ নেই।

রোডব্লকটা বাঁকের মুখে। বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কালো ইউনিফর্ম পরা ছয়জন সশস্ত্র গার্ড। চারজন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়াল, তাদের একজন এরিয়াল লম্বা করে দিয়ে ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে। বাকি দু'জন এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতর আরোহীদের দেখল। এখানেও বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলো। তবে শেষ পর্যন্ত রোডব্লক তুলে নিল গার্ডরা।

বাঁক ঘুরে আবার ছুটল ওদের গাড়ি। আরও দুই পাক উঠবার পর একটা বিশাল গুহামুখের সামনে তৃতীয়বার থামল ড্রাইভার। গুহাটা অন্ধকার, হলেও, হেডলাইটের আভায় রানার মনে হলো ভিতরে একটা টানেল আছে।

এবার রানা সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করল। পিছনের দরজা খুলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাইরে বের করা হলো ওকে। সাদা পোশাক পরা লোকটা এক পাশে সরে দাঁড়াল। শটগানটা এমনভাবে ধরে আছে সে, যেন পোষা কোন প্রাণীকে কোলে নিয়ে আদর করছে।

দু'জন ইউনিফর্ম পরা লোক শক্ত করে ধরে রাখল রানাকে। ইন্সপেক্টর উনু তবর রানার কাছ থেকে দু'ফুট দূরে দাঁড়িয়েছে–পা দুটো ফাঁক করা, হাত দুটো কোমরে।

'ইয়াঙ্গুনে কে আপনার কনট্যাক্ট? তাকে কী কী ইনফরমেশন পাচার করেছেন?'

'কোথাও আমার কোন কনট্যাক্ট নেই,' বলল রানা, গলা থেকে আওয়াজ যেন বেরুতেই চাইছে না।

'মেয়েলোকটা, শাওলিন লিনান, কতটুকু জানে? নাকি তাকেও আপনি বোকা বানিয়েছেন?'

'আমাদের দু'জনকে ক্যাটালগ তৈরি আর অ্যান্টিকস মূল্যায়ন করতে পাঠানো হয়েছে এখানে–'

রানা শেষ করবার আগেই ঠাস করে একটা তালি মারল তবর।

পাঁজরে প্রচণ্ড একটা ঘুসি অনুভব করল রানা। হাড় না ভাঙলেও স্প্রেইন

হয়েছে নিঃসন্দেহে। অসহ্য ব্যথায় ঝাঁকি খেল ও পিছন দিকে।

এরপর মাথায় আর মুখে ঘুসি লাগল। নাক-মুখ কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। চোয়ালটা বোধহয় ভেঙেই গেছে।

হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে রানা। কিন্তু বৃথাই। আবার বিস্ফোরিত হলো মাথা। নাকের ফুটো ছিঁড়ে বড় হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কালো একটা গহ্বরে পড়ে যাচ্ছে ও।

'যথেষ্ট হয়েছে,' কর্কশ স্বরে বলল উনু তবর। 'শুইয়ে দাও ওকে। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাও।'

কোত্থেকে পানি এল রানা বলতে পারবে না। তবে ওই পানি যেন ওর জীবন বাঁচাল।

'রানা...'

'সাগর, সৈয়দ উত্তাল সাগর। তোমরা কোথাও মারাত্মক কোনও ভুল করছ।'

'তুমি শালা একটা গাধা,' রানার মুখে থুথু ছিটিয়ে বিসবিস করে উঠল তবর। 'প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এবার বলো, তুমি কি এভাবে কষ্ট পেয়েই মরতে চাও?'

ওকে তারা ধরাধরি করে দাঁড় করিয়েছে, চেপে ধরে রেখেছে গাড়ির গায়ে। ধীরে ধীরে সচেতনতা ফিরে পাচ্ছে ও। সেই সঙ্গে খানিকটা সুস্থতাও। তারপরও মাথাটা নড়বড় করছে ঘাড়ের উপর।

'কি?' জানতে চাইল তবর; গলার স্বরে হুমকি।

'নো, মাই বয়! নেভার!' বন্ধ চোখের পাতায় কাঁচা-পাকা ভুরু সহ রাহাত খানের চেহারাটা ভেসে উঠতে দেখল রানা। 'মরো, তা-ও ভাল, কিন্তু দেশের সঙ্গে তুমি বেঈমানী করতে পারো না!'

'মাসুদ রানা, তুমি কী...'

তবরকে রানা কথাটা শেষ করতে দিল না, বাধা দিয়ে বলল, 'আমি উত্তাল সাগর...'

'বুঝেছি। একে দিয়ে কথা বলানো সম্ভব নয়,' সঙ্গীদের বলল তবর। 'কিংবা হয়তো চৌধুরী মহব্বতজান চিনতে ভুল করে ফেলেছেন–এ সত্যি মাসুদ রানা নয়। ক্যাটালগ তৈরির সময় পাশ থেকে দেখেছেন, ভুল হতেই পারে।'

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল রানার। নামটা ওর পরিচিত। লোকটাকে চেনেও ও। চৌধুরী মহব্বতজান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকারদের সরদার ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ: নয় মাসে অন্তত নব্বইটা কুমারী মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তাদের বাবা বা ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গেছে, এই অজুহাতে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বার্মা হয়ে পাকিস্তানে পালায় সে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দেশে ফিরে আসে, তারপর থেকে স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠির সঙ্গে

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হাত মিলিয়ে গোপনে চেষ্টা করছিল বাংলাদেশকে আবার কীভাবে পাকিস্তান বানানো যায়।

তবে কিছুদিন পরই চৌধুরী মহব্বতজানরা টের পেয়ে যায়, বাংলাদেশকে আর পাকিস্তান বানানো সম্ভব নয়। এরপর সে আর তার দল লক্ষ্য বদলে দেশটাকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে বাঙালীপনা চলবে না। যেহেতু সবাইকে দিয়ে আরবিতে কথা বলানো সম্ভব নয়, কথা এরা বাংলাতেই বলুক, তবে ভাষায় বেশি বেশি আরবি শব্দ ভরে নিয়ে বলুক; আর আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি-কৃষ্টি সবকিছুতে যত বেশি সম্ভব আরবদেরকে নকল করুক। অ্যারাবিক-মানেই ইসলামিক।

কিন্তু ওদের কথা শোনে না মানুষ। কাজেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জোর করে ইসলাম গেলাতে হবে এদের দিয়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়, ধর্মকে ব্যবহার করেও দখলে আসছে না ক্ষমতা, কাজেই এখন একমাত্র ভরসা সন্ত্রাস।

এরপরই শুরু হয় বিভিন্ন জনসমাবেশে, বিশেষ করে বাঙালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ। এই সব বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে চৌধুরী মহব্বতজানের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল রানা। একটা গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে তাকে অ্যারেস্টও করেছিল পুলিশ। কিন্তু হঠাৎ তার লোকজন কে জানে কোত্থেকে এসে ওদেরকে ঘিরে ফেলে চারদিক থেকে এমন মুষলধারে গুলি বর্ষণ শুরু করে যে নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য লোকটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

সেই মহব্বতজান এখন তা হলে কামওয়াল্লিতে? নিশ্চয় অস্ত্র কিনতেই এসেছে।

'এখন তা হলে, ইন্সপেক্টর?'

বর্তমানে ফিরে এল রানা। উত্তরটা শুনবার জন্য কান খাড়া করল।

'বেনিফিট অভ ডাউট দেয়ার মধ্যে প্রচুর ঝুঁকি আছে,' বলল তন্ময়। 'সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। তা ছাড়া মিস্টার জাতুইয়ের তো নির্দেশই আছে—যদি একটা ইঁদুরকে সন্দেহ হয়, সেটারও জান কবচ করতে হবে। তোমরা ওকে নিয়ে যাও।'

সিভিলিয়ান লোকটা রানার পিঠে শটগানের মাজল দিয়ে গুঁতো মারল। টানেলের মুখটাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তা ধরে এগোল রানা। টলছে, তবে হাঁটতে পারছে; পা দুটোয় কোন জখম নেই।

গাড়িতে ফিরে গেল ড্রাইভার আর ইন্সপেক্টর। রানার পিছনে সিভিলিয়ান লোকটার সঙ্গে একজন পুলিশ রয়েছে।

হেডলাইটের আলোয় পথ দেখে আরও একটা বাঁক ঘুরল রানা। এরপর আর রাস্তা নেই। বোল্ডারের জঙ্গল পার হয়ে পঞ্চাশ ফুটের মত উপরে উঠলে

আগ্নেয়গিরির গালচে জ্বালামুখ। কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা থেকে, তবে বাতাস উল্টোদিকে বইছে বলে শ্বাস নিতে ওদের কোন সমস্যা হচ্ছে না।

রানার গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে। শটগানের মাজলটা পাঁচ-সাত সেকেন্ড পরপরই গুঁতো মারছে শিরদাঁড়ায়।

আগ্নেয়গিরির চূড়া বিশ ফুট দূরে থাকতে রানা দেখল করল গোল জ্বালামুখের মাত্র এক চতুর্থাংশ লালচে হয়ে আছে। কিনারার যেদিকটা লালচে নয়, ওরা সেদিকে উঠছে।

অসুস্থ এবং ক্লান্ত, এ-ও জানে যে ওকে সম্ভবত আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যই চড়ানো হচ্ছে, তারপরও জ্বালামুখের নীচে কী আছে দেখবার জন্য প্রবল কৌতূহল জাগল রানার মনে।

জ্বালামুখের কিনারায় পৌঁছাল ওরা।

আশ্চর্য একটা উল্লাস অনুভব করল রানা। ওর ধারণাই সঠিক ছিল। এটা আসলে কোন আগ্নেয়গিরিই নয়।

জ্বালামুখের দশ ফুট নীচে লোহার বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। তাতে বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড। পাহাড়ের উদর থেকে সেই প্ল্যাটফর্মে উঠবার জন্য পাঁচ-সাতটা লোহার মই রয়েছে। ওই মইয়ের সাহায্যে গাছের কাণ্ড আর গুঁড়ি তোলা হয়।

জ্বালামুখটা প্রকাণ্ড। প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে চারভাগের এক ভাগ জায়গা নিয়ে। নীচে, প্ল্যাটফর্মের পাশে, গাঢ় অন্ধকার।

'সামনে বাড়ো!' আবার পিঠে গুঁতো খেল রানা। ওকে তারা আগুনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।

এই সময় রানার মনে পড়ল, নৃপতিকে এই জ্বালামুখ দিয়েই নীচে নামবার নির্দেশ দিয়েছিল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে রানার বাঁ দিকের একটা বোল্ডারের কাছ থেকে ঝিলিক দিয়ে রুপালি কী যেন একটা ছুটে এল। রানার পিছনে শটগানধারী গুঙিয়ে উঠল, অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে হাত তুলল গলায়। চোখের পলক ফেলবার সময়ও দিল না, তার উপর চড়াও হলো রানা।

রুপালি জিনিসটা ওরই ছুরি, এই মুহূর্তে সিভিলিয়ান লোকটার গলা থেকে হাতকা টানে বের করছে। পরমুহূর্তে ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল লোকটার পিছনে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা পুলিশের বাম বুকে। সিভিলিয়ান আর পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবার বৃথা চেষ্টায় যা করছে তাকে উদ্ভট নৃত্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, আসলে তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণায় নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে তারা।

বিশ গজ দূরের একটা বোল্ডার থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল নৃপতি। 'মাসুদ ভাই, আপনার এ কী অবস্থা করেছে ওরা।' আগুনের আভায় কাছ থেকে রানাকে দেখে আঁতকে উঠল সে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'ও কিছু না, আমি বাঁচব,' বলল রানা। 'নীচের রাস্তায় আরও দু'জন আছে, টানেলের মুখে...'

'জানি, গাড়িতে,' বলল নৃপতি। 'মাসুদ ভাই, আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে।'

'কী বুদ্ধি?'

'চলুন একটা ডাইভারশান ক্রিয়েট করি,' বলল নৃপতি। 'তাতে লাভ হবে—আপনি নির্বিঘ্নে দুর্গের দিকে চলে যেতে পারবেন, আমিও টানেল ধরে ফাঁকা পাহাড়টার ভিতরে ঢুকে পড়তে পারব।'

'কী ডাইভারশান, শুনি?'

'সেটা আমি আপনাকে গাড়ির কাছে পৌঁছে বলব,' নৃপতির ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

'বেশ,' মেনে নিল রানা। 'কিন্তু আমার ছুরিটা তুমি কীভাবে পেলে বলছ না যে?'

'ঢাকা থেকে ইয়াসমিন জরুরি একটা খবর এসেছে, মাসুদ ভাই,' গম্ভীর সুরে বলল নৃপতি। 'খবরটা পেয়েই সাইকেল নিয়ে আপনার হোটেলের দিকে ছুটি আমি। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম রাস্তার ওপর আপনাকে আটকেছে ওরা। কী ঘটছে বোঝার আগেই আপনাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ইন্সপেক্টর আর তার লোকজন। কাদা থেকে আপনার ছুরিটা তুলে নিয়ে আমিও গাড়িটার পিছু নিলাম। সাইকেল নীচে রেখে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠেছি, রোডব্লক দুটো এড়িয়ে।'

'ভেরি গুড।' নৃপতির পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ভবিষ্যতে তুমি খুব ভাল করবে, নৃপতি। এবার বলো, জরুরি খবরটা কী?'

'শয়তানের দোসর, গণমূর্খ ফতোয়াবাজ মওলানা, রাজাকার-সরদার চৌধুরী মহব্বতজানকে পাইয়াপন এলাকায় দেখা গেছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল নৃপতি। 'ঢাকার সন্দেহ, এদিকেই আসবে, অর্থাৎ নির্ঘাত ধুয়ে জাতুইয়ের কাছ থেকে অস্ত্র কিনবে সে।'

'আসবে নয়, এসে পড়েছে,' বলল রানা। 'জাতুইয়ের দুর্গে বিশেষ মেহমান হিসাবে যত্ন-আত্তি পাচ্ছে সে। ধন্যবাদ, নৃপতি।'

'আপনি তার ব্যবস্থা করবেন না?'

'করব। ভাল কথা, আমাকে অন্তত একটা গ্রেনেড দাও।'

বেল্টে আটকানো পাউচ থেকে একটা গ্রেনেড বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল নৃপতি। 'এবার চলুন, মাসুদ ভাই, হাতের কাজটা সেরে ফেলি।'

খানিকটা নীচে নেমে বাঁক নিল ওরা। ইতিমধ্যে গাড়িটা ঘুরে গেছে, ফলে হেডলাইটের আলো পড়ছে ওদের উল্টোদিকে।

গাড়ির ভিতর একজন কনস্টেবলকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে ইন্সপেক্টর

উনু তবয়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে একজোড়া ছায়া মূর্তিকে হেঁটে আসতে দেখল সে। একজনের হাতে শটগান, আরেকজনের হাতে পিস্তল। সন্দেহ করবার মত কিছুই তার চোখে পড়ল না।

রানা আর নৃপতি নিঃশব্দে গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল। পাহাড়ী রাস্তা পুব অর্থাৎ খাদের দিকে ঢালু। ওরা দু'জন গাড়ির পশ্চিমে দাঁড়িয়ে একপাশের চাকা দুটো একই চেষ্টা করেই তুলে ফেলল শূন্যে।

বিপদ টের পেয়ে ভড়কে গেল তবয় আর তার ড্রাইভার। দরজা খুলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো তারা। কারণ বাইরের দিক থেকে দরজা চেপে ধরে রেখেছে রানা আর নৃপতি। গাড়ি এখন পুবদিকের দুই চাকার উপর খাড়া।

জোরে ঠেলা দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল ওরা। গাড়ির ছাদ খাদের কিনারায় ঘষা খেল, তারপর একপাশ পাথর নিয়ে খসে পড়ল ত্রিশ ফুট নীচের অপ্রশস্ত রাস্তায়। নিস্তব্ধ রাতে কামান দাগবার মত, তবে আরও অনেক কর্কশ শব্দ হলো। ওখানেও থাকল না, রাস্তা আর ঢালের উপর গড়াতে গড়াতে সেই একেবারে পাহাড়ের গোড়ায় নেমে গেল। বলাই বাহুল্য যে ড্রাইভার আর আরোহী থুয়ে জাতুইয়ের আর কোন কাজে লাগবে না।

'আপনি ওদিকের ঢাল বেয়ে নেমে যান,' হাত তুলে রানাকে পথ নির্দেশ দিল তরুণ অপারেটর নৃপতি। 'নীচে সাইকেলটা পাবেন—একটা বোল্ডারের পিছনে। আমি টানেলে ঢুকছি।'

'সাবমেরিন স্টেশনে দেখা হবে,' বলে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

*

অন্ধকারে প্যাডেল মেরে বোটটার কাছে ফিরে এল রানা। নৃপতির কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া গ্রেনেডটা পকেটে রয়েছে। বালি খুঁড়ে টাইমিং মেকানিজমসহ প্লেলিগনাইটের অবশিষ্ট পাঁচটা বার আর পিস্তল ও সাইলেন্সার বের করল। বারগুলো এক সারিতে গুঁজে রাখল কোমরের বেল্টে, সাইলেন্সার আর পিস্তল রাখল পকেটে। তারপর রওনা হয়ে গেল। হাতঘড়িতে এখন বাজে রাত মাত্র আটটা।

পাঁচশো গজ এগোতেই ফ্লাডলাইটের আলোয় দেখা গেল দুর্গ আর হারবার। হারবারে এত রাতেও মাল খালাসের কাজ চলছে, খালাসী ছাড়াও সশস্ত্র গার্ডদের টহল দিতে দেখা গেল ওদিকটায়।

রানাকে ঢাল বেয়ে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়, অর্থাৎ দুর্গে উঠতে হবে। তবে ওঠাটা সহজ হবে না, কারণ সাগরের দিকটায় আর সিঁড়িতে অবশ্যই সশস্ত্র গার্ড আছে।

সাইকেলটা একটা বোল্ডারের পিছনে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। আজ বাতাস থাকায় সাগর গর্জাচ্ছে, ফলে ওর উঠবার আওয়াজ চাপা থাকবে বলে আশা করা যায়।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বিশ ফুটের মত উঠেছে রানা। অত্যন্ত সতর্ক থাকবার কারণেই লোকটাকে দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝুল-পাথরের তলায়, হাতে ধরা মেশিন পিস্তলের মাজল নীচের দিকে তাক করা।

পাহাড়-প্রাচীরের গা ভিতর দিকে ঢেকে আছে গার্ডের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে, সেখানে গা ঢাকা দিল রানা। নিঃশব্দে সাইলেন্সার ফিট করল পিস্তলের ব্যারেলে। তারপর ডান হাত ঝাঁকিয়ে মুঠোয় নিয়ে এল ছুরিটা।

লোকটাকে মারতে হবে নিঃশব্দে। যদি চিৎকার করে, ফল হবে মৌমাছির চাকে ঢিল মারবার মত। একটা অস্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয় অস্ত্রটা ব্যবহার করবে রানা।

আর যখন মাত্র পাঁচ ফুট দূরে ও, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল লোকটা। ঝট করে ঘুরল সে, ইতিমধ্যে রানাও লাফ দিয়েছে। লম্বা ব্যারেল আর সাইলেন্সার লোকটার খুলিতে নামিয়ে আনল ও। সামনের দিকে সটান পড়ে যেতে দেখা গেল তাকে-পড়ুলি তো পড় ক্ষুরের মত ধারাল ছুরির ডগায়।

সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল লোকটা। রানা তাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল মাটিতে। সময় নষ্ট করল না, আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। আন্দাজ করল দ্বিতীয় গার্ডটা সম্ভবত সিঁড়ির মাথায় ডিউটি দিচ্ছে।

দূর থেকে দেখা গেল সিঁড়ির দিকটা অন্ধকার। ঢাল থেকে ধাপগুলোর কাছে পৌঁছাতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই একটু জিরিয়ে নিল ও।

সিঁড়ির প্রায় অর্ধেকটা পার হয়ে এসেছে, শুনতে পেল উপর থেকে কে যেন নেমে আসছে। লুকাবার কোন জায়গা নেই রানার। বাম দিকে খাড়া পঞ্চাশ ফুট নেমে গেছে খাদের পাঁচিল, নীচে বিস্ফোরিত হচ্ছে সাগর। আর ডান দিকে নিশ্চিদ্র নিরেট পাথর।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, সাইলেন্সার সহ পিস্তলটা দু'হাতে ধরে আছে। পায়ের শব্দ কাছে চলে আসছে। তারপর দু'হাতের ভিতর আড়াল করা একটা জ্বলন্ত সিগারেটের লালচে আভা দেখতে পেল।

অপেক্ষায় থাকল ও।

বিশ ফুট। দশ ফুট। পাঁচ ফুট দূর থেকে পরপর দু'বার ট্রিগার টানল রানা। বুকে লক্ষ্যস্থির করেছিল, সেখানেই লাগল। ধাপে আছাড় খাওয়ার আগেই বেড়ে অস্ত্র ওজে লোকটাকে ধরে ফেলল ও। টান দিয়ে তাকে কাঁধে তুলল, আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। তারপর দুর্গটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা অগভীর পরিখার ভিতর ফেলে দিল ভারী বোঝাটাকে।

পাঁচিলের এক জায়গায় বাইরে বেরুবার গেটটা হাঁ হয়ে আছে। সেটা দিয়ে ভিতরের উঠানে ঢুকল রানা। কিন্তু উঠান থেকে দুর্গের ভিতর ঢুকবার দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে।

দরজার কবাটে কান ঠেকাল রানা। ভিতর থেকে কোন রকম আওয়াজ আসছে না। বোঝা গেল, কাইনা বামোর ধারণা, গার্ড শুধু দুর্গের বাইরে দরকার।

টানভ্রান বেল্টে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে এক টুকরো প্লেক্সিবল তার বের করল রানা, বাকা ডগাটা একটু একটু করে ঢুকিয়ে দিল কীহোলে। বিশ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করতেই মরচে ধরা টাম্বলার ক্লিক করে মুক্ত হয়ে গেল। হাতল ধরে ধীরে ধীরে চাপ দিল ও। কবাট খুলে ভিতরে ঢুকল, তালা বন্ধ করবার জন্য আবার কীহোলে ঢোকাল সরু তারটা। ঢাল আর পরিখায় ফেলে আসা লাশ যদি কেউ দেখে ফেলে, তালা দেওয়া দরজা খানিকটা অন্তত দেরি করিয়ে দেবে তাকে।

পেন্সিল টর্চের আলোয় রানা দেখল কামরাটা খালি। পাশের কামরায় সারি সারি র‍্যাকে মদের বোতল সাজানো রয়েছে। ধারণা করল, কিচেনের সরাসরি নীচে পৌঁছেছে ও। আসলেও হাই-কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল করিডরে, তারপর ঢুকল একটা মাঝারি আকারের কামরায়। ও সম্ভবত এখন প্রথম টাওয়ারে চলে এসেছে।

কামরার এক প্রান্তে, দেয়াল ঘেঁষে, বড় একটা বিছানা দেখা যাচ্ছে। তাতে শুয়ে আছে রোগা এক বৃদ্ধা মহিলা। রানার উপস্থিতি টের পেয়ে তার চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'দয়া করে চেঁচাবেন না,' বার্মিজ ভাষায় বলল রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা ইচ্ছে করেই দেখতে দিল তাকে। 'আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না। ঠিক আছে?'

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল বুড়ি, হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে রাখল।

'মেয়েটা কোথায় জানেন? কথা?'

'তাকে তার ভাই নিয়ে গেছে,' বলল বুড়ি। 'ওদের দাদু নাকি মারা যাচ্ছে, তাই কথার বান্ধবীরাও তাকে দেখতে গেল।'

রানা বুঝল, বুদ্ধি করে নিজের বোনের সঙ্গে নিরীহ মেয়েগুলোকেও দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে গেছে থাউন। 'মেহমানরা কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'তিনতলায় ঘুমাচ্ছে সবাই।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দুর্গের ছাদে কতজন পাহারা দিচ্ছে?' হাত তুলে পাঁচটা আঙুল দেখাল বুড়ি। 'ভিতরে?'

মাথা নাড়ল বুড়ি। 'ভিতরে কেউ পাহারায় নেই।'

বুড়ির কথা বিশ্বাস করল রানা। 'আপনার মনিবের অফিসটা তো পাঁচতলায়, পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়?'

বুড়ি ইতস্তত করছে দেখে সাইলেন্সারটা তার কানে ঠেকাল রানা। 'বলেছি বটে যে আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না, কিন্তু সহযোগিতা না করলে বাধ্য হব...'

'আছে,' ফিসফিস করল বুড়ি। 'কিচেনের পাশের বাথ রুমের ভিতর দিয়ে

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ওঠা যায়।'

বেল্ট থেকে একটা অ্যামপুল বের করে মাথাটা ভাঙল রানা। বুড়ির চাদর ঢাকা ডান নিতম্বে হাইপডারমিক ফোকাল। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল তাকে। 'এটা শুধু ঘুম পাড়াবার জন্যে। ঘুম ভাঙবার পর দেখবেন পাহাড়ের মাথায় দুর্গ বলে কিছু নেই।'

রানার শেষ কথাটা বুড়ি শুনতে পেল না, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিচেনের পাশের বাথরুমে ঢুকে বোল্ট লাগানো একটা ট্র্যাপ ডোর দেখতে পেল রানা। সেটা খুলতে লুকানো সিঁড়িটা বেরিয়ে পড়ল। ভিতরটা অন্ধকার, সাবধানে উপরে উঠে এল। তারপর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বন্ধ দরজা।

তার বের করে তালাটা খুলতে দেড় মিনিট লেগে গেল। ভিতরে ঢুকে পেন্সিল টর্চ জ্বালল রানা। এটাই থুয়ে জাতুইয়ের অফিস চেম্বার।

ভিতর থেকে দরজায় তালা দিয়ে কাজ শুরু করল রানা। খুঁতখুঁতে একটা ভাব নিয়ে যত্নের সঙ্গে কামরাটা সার্চ করল—ক্লজিট টেবিল, ডেস্ক, বুককেস, কার্পেটের তলা, বাঁধানো ছবির পিছন দিক।

কোথাও কিছু নেই।

দুর্গটা সুরক্ষিত। চারদিকে তো পাহারা আছেই, ছাদেও মেশিন গান বসানো হয়েছে। কাজেই, রানার ধারণা, আদৌ যদি কোন রেকর্ড থাকে, থুয়ে জাতুইয়ের এই খাস চেম্বারেই তা থাকবে।

নিজের কাজে সন্তুষ্ট নয়, কামরাটায় আবার সার্চ শুরু করল রানা, এবার আরও ধীরে-সুস্থে।

দ্বিতীয় দফার তল্লাশীও শেষ হয়ে এসেছে, রানার মন হতাশায় ডুবে যাচ্ছে, এই সময় বার-এর পিছনদিকের একটা শেলফে কনুইয়ের ধাক্কা লাগল। সবগুলো বোতলের তরল পদার্থ একদিক থেকে আরেকদিকে দোল খেল। মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতলের ভিতর কিছুই নড়ল না। শেলফ ধরে ঝাঁকাল রানা, তারপরও কিছু ঘটছে না।

চাবি খুঁজবার ধৈর্য নেই, কাঁচ ভেঙে বোতলটা বের করল রানা। ভিতরে মিনারেল ওয়াটার নয়, প্লাস্টিকের একটা কেস রয়েছে। কেস থেকে বেরুল গোল পাকানো কাগজ। সেটা খুলে কী লেখা আছে দ্রুত পড়ল রানা।

নাম-ধাম, তারিখ, স্থান আর কিছু মাইক্রোফিল্ম। মায়ানমার সরকারের অনেক ক'জন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে ব্ল্যাকমেইল করবার উপযোগী তথ্য।

আরও রয়েছে একটা পাসওয়ার্ড—সম্ভবত কমপিউটারের গোপন কোন ফাইল খোলা যাবে এটার সাহায্যে।

মৃদু শব্দে শিস দিল রানা।

এটাই কারণ, থুয়ে জাতুই সবার নাকের সামনে দিব্যি এত বড় একটা ক্রাইম

করে যেতে পারছে।

কাগজটা আবার গোল পাকিয়ে প্লাস্টিকের কেসে ভরল রানা। কেসট পকেটে রেখে দিল, বেল্ট থেকে বের করল জেলিগনাইটের দুটো বার। ঠি কোথায় এগুলো ফিট করলে দুর্গের মূল টাওয়ারটা ধসে পড়বে, জানা আছে ওর।

কমপিউটারের সামনে বসে সেটটা অন করল রানা। থুয়ে জাতুইয়ে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তার ব্যক্তিগত ফাইলে চোখ বুলাল দ্রুত। গোপ ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। রানার ধারণাই ঠিক একটা তাইওয়ানিজ কোম্পানি চিনা অস্ত্র তৈরি করে সাপ্লাই দিচ্ছে জাতুইকে।

থুয়ে জাতুইয়ের বাংলাদেশী মেহমানরা তিনতলায় ঘুমাচ্ছে, কাজেই তাদে ঘুম চিরস্থায়ী করবার জন্য বিস্ফোরকের একটা টুকরো তিনতলার করিডরে ফি করল রানা।

দ্বিতীয়টা টাওয়ারের গোড়ায়।

তার বেয়ে পাহাড়-প্রাচীর থেকে নীচে, সাইকেলের কাছে নামবার সময় রানা মনটা খুঁত খুঁত করছে। দুর্গের সিকিউরিটি কর্মকর্তা কাইনা বামোর তো ঘুমাবা কথা নয়। তা হলে কোথায় সে?

নীচে নেমে এসে কাঁধের নিঃসাড় বোঝাটা একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে নামিয়ে রাখল রানা। বিস্ফোরণে এই জায়গার কোন ক্ষতি হবে না। বুড়ি বাঁচবে।

এগারো

প্রথমে সৈকতে তুলে রাখা ছোট্ট বোটটার কাছে ফিরে এল রানা। বালি সরি অক্সিজেন বটল, মাস্ক, প্লাস্টিক পাউচ, অতিরিক্ত একটা ছুরি ইত্যাদি বের করল।

গ্রেনেড, সাইলেন্সার সহ পিস্তল আর বিস্ফোরকগুলো প্লাস্টিকের পাউচে ভর ও। আকাশের গায়ে আগুনের আভা পথ দেখাল ওকে। ভাগ্যটা ওর নেহাতই ভা বলতে হবে—ওর এজেন্সিতে নৃপতির মত যোগ্য এজেন্ট ছিল বলে আজ ও আগুনে পুড়ে মরেনি ও।

রাত ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু এখনও খুজা আনলিমিটেডের হারবা ফ্লাডলাইটের আলোয় জাহাজ থেকে মাল খালাসের কাজ চলছে।

হারবার আর আলোটাকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। সেদিনের ম বঙ্গোপসাগর আজ শান্ত নয়। বড় বড় ঢেউ ছোট্ট বোটটাকে নিয়ে খেলছে।

আধ ডোবা যুদ্ধজাহাজকে পাশ কাটিয়ে এসে সৈকতে কয়েকটা বোল্ডারে আড়ালে বোট তুলল রানা। তারপর দ্রুত তৈরি হলো—ওয়েট সুট পরল, পি

PROTECT

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

অক্সিজেন বটল আর্মোর, হাতাবি ডানা ব্যালবসহ মাস্ক পরল মুখে, ওয়াটারপ্রুফ পকেটে খাপসহ ছোরাটা ঢোকাল, বড় একটা ওয়াটার প্রুফ পাউচে ভরল এনেছে জেলিগনাইট বার, পিস্তল ইত্যাদি।

সাবমেরিন ক্রেনে পানির তলায় লক্ষ্যে অভিমুখে ডুবে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। ডিঙ্গি থেকে টানেল ধরে এগোল আধ মাইল। তারপর সারফেসে উঠে দেখল, পেন্সাপকা অন্ধকারে আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ফ্লাডলাইটগুলো।

টেইলিং দিকে ভাগ করা স্টেশনে এখন মাত্র একটা সাবমেরিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারমানে আগের সাবমেরিনটা কার্গো খালাস করে ফিরে গেছে। লেবার আর গার্ডদের তৎপরতা দেখে বোঝা গেল অবশিষ্ট সাবমেরিন থেকে এখনও কার্গো খালাস করা হচ্ছে—যেটার পিছু নিয়ে এই ঘাঁটিটা আবিষ্কার করেছে রানা।

তারপর হঠাৎ রানা ব্যাপারটা খেয়াল করল। ভারী কাঠের বাক্সগুলো সাবমেরিন থেকে নামানো হচ্ছে না, বরং তোলা হচ্ছে। এগুলো কি তা হলে খুয়ে আন্তর্জাতিক বাজিপত্র সাবমেরিনে অস্ত্র চোরাচালানি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়?

পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ঘাঁটির ভিতর ঢুকতে হলে স্কিন ডাইভারদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে ওকে, এই মুহূর্তে তারা সাবমেরিনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। গুপন ও, বারোজনকে দেখতে পাচ্ছে—আরও থাকতে পারে। কাজ শেষ হয়ে গেলে পানি থেকে পাকা চত্বরে উঠে পড়বে তারা, তাদের সঙ্গে চত্বরে উঠে রানাকে সুযোগ নিতে হবে ঘাঁটির ভিতর দিকে এগোবার।

কিন্তু তার আগে?

স্কিন ডাইভাররা তো ওয়েট সুট আর মাস্ক খুলে যে যার স্বাভাবিক পোশাক পরবে, তখন পরস্পরের চেহারাও দেখতে পাবে তারা। রানা তো আর নিজের চেহারা তাদেরকে দেখাতে পারবে না। অথচ ওয়েট সুট আর মাস্ক পরে বেশিক্ষণ থাকাও সম্ভব নয়, লোকজন সন্দেহ করবে।

রানা ভাবল, সে যখনকার সমস্যা তখন দেখা যাবে। আগে ঢুকি তো।

ওর ওয়েট সুট কালো। হতে হবে নীল। সঙ্গে হার্পুন গানও থাকা চাই। কাটল আর লাশটার কথা মনে পড়ল রানার।

কাটলের ভিতর, ফাটলটার শেষ প্রান্তে, যেমন রেখে গেছে তেমনই পেল রানা লাশটাকে। চেইন টেনে ওয়েট সুট খুলতে কোন সমস্যা হলো না। লোকটার পিঠে স্পেয়ার হার্পুন রাখবার একটা বাস্কেট রয়েছে, সেটাও নিল রানা, ভিতরে জায়গা পেল প্লাস্টিকের পাউচটা।

ওর পরিত্যক্ত ওয়েট সুট, মাস্ক, ফ্লিপারসহ লাশটাকে তাকের সঙ্গে আটকাতে হলো ভাল করে, পানির নড়াচড়ায় এগুলো যাতে ফাটল থেকে বেরিয়ে না আসে।

এরপর অপেক্ষার পালা। স্কিন ডাইভাররা কাজ সেরে যখন ফিরবে, ঠিক তখন তাদের দলে যোগ দেবে রানা। সারফেসে এখন প্রায় স্থির হয়ে আছে সবাই, কিছু একটা নড়লে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

সময় বয়ে চলেছে। তার সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা আর উদ্বেগ। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। আর এক ঘণ্টা পর বিস্ফোরিত হবে হোটেল আর দুর্গ।

হঠাৎ একটা ভুল ধরতে পেরে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। আউনকে বলা হয়েছে বিপদ কেটে গেলে হোটেলের ছাদ থেকে সাদা কাপড় ওড়ানো হবে, তা না ওড়ানো পর্যন্ত ওরা যেন নিরাপদ আশ্রয় থেকে না বেরোয়। কিন্তু হোটেলটাই যেখানে থাকবে না, সাদা কাপড় উড়বে কীভাবে?

তারপর মনে পড়ল নৃপতির কথা। সে কি পাহাড়ের টানেল দিয়ে সাবমেরিন ঘাঁটিতে নামতে পেরেছে? পেরেছে বিস্ফোরকের স্টিকগুলো ফিট করতে?

পাহাড় আর সাগরের নীচের এই ঘাঁটিতে পরস্পরের সঙ্গে ওদের দেখা করবার কথা।

কার্গো লোড করবার কাজ যদি রাত বারোটার পরও চলতে থাকে? পাহাড় ধসে মারা যাবে, নাকি সলিল সমাধি ঘটবে, বলা মুশকিল—তবে তার আগে পালাতে না পারলে দুটোর একটা অবশ্যই ঘটবে।

একটা জেলিগনাইটের স্টিক পাউচ থেকে বের করে প্রস্তুত হয়ে থাকল রানা। স্কিন ডাইভারদের দলে যোগ দেওয়ার ঠিক আগে টানেলের ছাদে ফিট করবে এটা। গোটা পাহাড় নেমে এসে বন্ধ করে দেবে সাবমেরিন আসা-যাওয়ার পথ।

আরও দু'মিনিট কাটল। অস্থির হয়ে উঠছে রানা। পানির উপর মাস্ক তুলে তাকিয়ে আছে ও। লেবার বা স্কিন ডাইভারদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না কার্গো লোড করবার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হতে যাচ্ছে।

বিস্ফোরকটা টানেলের ছাদে ফিট করল রানা। তারপর ডুব দিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাবমেরিন আর স্কিন ডাইভারদের এড়িয়ে সামনে এগোবে, পাকা চত্বরে উঠে যেদিকে ভাল মনে হয় সেদিকে চলে যাবে।

ত্রিশ গজ টানেল কোন বিপদ ছাড়াই পার হলো রানা। সারফেস থেকে কেউ নেমে আসছে না। সারফেসে ফ্লাডলাইটের আলো থাকায় সাবমেরিন আর স্কিন ডাইভারদের দেখতে পাচ্ছে ও। তবে উপর থেকে তারা কেউ ওকে অন্ধকারে দেখতে পাবে না।

পাকা চত্বরের কাছাকাছি এসে সারফেসে মাথা তুলল রানা। ভয়ে ঢিব ঢিব করছে বুক। 'হল্ট!' শুনবার জন্য কান খাড়া। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

চত্বরে কেউ ছিল না, তবে এল। একজন সশস্ত্র গার্ডকে আর চৌধুরী মহব্বতজানকে নিয়ে সরাসরি রানার দিকে হেঁটে আসছে উত্তেজিত কাইনা, বাদো। রানাকে পাশ কাটাল সে, ওর দিকে একবার তাকালও না। মুখে চাপ দাড়ি, ঢোলা জোব্বা পরা চৌধুরী মহব্বতজানও কী কারণে যেন উত্তেজিত। সে-ও রানাকে

লক্ষ করে খেয়াল করল না।

~Sumon~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ছোট একটা বোটে উঠতে দেখল রানা তাদেরকে। স্টেশনে দাঁড়ানো সাবমেরিনের দিকে যাচ্ছে বোট, সশস্ত্র বার্মিজ লোকটা বৈঠা চালাচ্ছে।

চত্বর থেকে তিনটে করিডর চলে গেছে তিনদিকে। বামোকে মাঝখানেরটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে রানা। সেটা ধরেই এগোল ও। আরও দু'জন বার্মিজ পাশ কাটাল ওকে, দু'জনের পিঠেই কারবাইন ঝুলছে। তারা ওকে দেখল, একযোগে ভুরু কোঁচকাল, তবে কিছু বলল না।

লোক দু'জন চোখের আড়ালে চলে যেতেই পিছিয়ে এল রানা। খোলা একটা দরজা আগেই দেখেছে, ভিতরটা সম্ভবত খালি। ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল রানা। এটা একটা অফিস কামরা। ডেস্কগুলো অবশ্য খালি। তারই একটার পিছনের দেয়ালে আরেক প্রস্থ বিস্ফোরক বসাল ও।

সুযোগ থাকায় ওয়েট সুটের আস্তিন সরিয়ে নাশের কাছ থেকে পাওয়া ওয়াটার প্রুফ হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা।

দশটা বাহান্ন। এক ঘণ্টা আট মিনিট পর।

করিডরে বেরিয়ে এসে হন-হন করে এগোল রানা। বাঁক পেলেই ঘুরল, তিন মিনিটের মধ্যে দু'বার। খালি আরেকটা কামরা, কিংবা নির্জন কোন জায়গা খুঁজছে–শেষ বিস্ফোরকটা বসাবে। করিডর এমনিতে ফাঁকা, তবে প্রায়ই সশস্ত্র গার্ডদের আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে।

তাদেরকে বেশিক্ষণ ফাঁকি দিয়ে থাকা যাবে বলে মনে হয় না। কেউ না কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসবে, এবং সেটাই স্বাভাবিক–এই! ওয়েট সুট আর মাস্ক পরে করিডরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কে তুমি?

ভাগ্য ভাল, আরেকটা খালি অফিস রুম পেয়ে গেল রানা। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। আলো জ্বালল। ডেস্কের পিছনের দেয়ালে জেলিগনাইট ফিট করল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এখন ফিরতি পথ ধরবে ও, যেহেতু হাতে আর নৃপতির সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই। তবে টানেল ধরে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাওয়ার মত সময় অবশ্যই পাবে।

না, পাবে না।

কারণ সাবমেরিন ঘাঁটিতে ফিরবার পথে করিডরের একটা বাঁক ঘুরতেই সশস্ত্র দু'জন গার্ডকে দেখতে পেল রানা। ওকে দেখামাত্র কারবাইন তুলে লক্ষ্যস্থির করল তারা।

করিডরে ঢুকবার পর এদেরকেই প্রথমে দেখেছিল রানা। ওকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কিছু বলেনি।

ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল রানা। ওর মগজে একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। এগারোটা বেজে ষোলো মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড...ষোলো মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড...ষোলো মিনিট চৌত্রিশ...

ওখানেই নিরস্ত্র করা হলো রানাকে। মাস্ক আর ওয়েট সুট খুলে ওর চেহা দেখল গার্ডরা। ওয়েট সুটের নীচে নিজের প্যান্ট-শার্ট পরে আছে রানা, সেগুলো সার্চ করা হলো। ছুরি, পিস্তল, গ্রেনেড ইত্যাদি সবই কেড়ে-নিয়েছে। কোমরের বেল্টটা খোলেনি।

এতক্ষণে একজন গার্ড ওর নাম জানতে চাইল, 'তুমি মাসুদ রানা নও তো

রানা এক সেকেন্ড পর জানতে চাইল, 'তোমরা আমার নাম জান কীভাবে?'

'মিস্টার চৌধুরী বললেন–শিষ্য যখন ধরা পড়েছে, তখন গুরুও না এ পারে না।'

'মানে?' রানার মনটা দমে যাচ্ছে।

'নৃপতি, আপনার শিষ্য ধরা পড়েছে। শুনে মিস্টার চৌধুরী আন্দাজ করলে নৃপতি নিশ্চয়ই মাসুদ রানার শিষ্য হবে।'

চুপ করে গেল রানা। মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে। নৃপতি কি বিস্ফোরকগুলো পাহাড়ের নীচে বসাতে পারেনি? তাকে কি টরচার করা হচ্ছে? সব বলে ফেল না তো?

গার্ডদের একজন রানার মনোযোগ কেড়ে নিল। বেল্ট থেকে ওয়াকি-ট খুলে মেসেজ পাঠাচ্ছে সে, 'মিস্টার বামো, স্যার, মিস্টার চৌধুরীর কথাই ফল রাঘব বোয়ালটাও ধরা পড়েছে।' দু'সেকেন্ড অপর প্রান্তের কথা শুনল সে; তারপ আবার বলল, 'জী, ওনাকে নিয়ে চলে আসুন।'

পিছন থেকে ঠেলা-গুঁতো দিয়ে করিডর ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রানাকে কোথায় কে জানে। একটা বাঁক ঘুরল ওরা। ওকে দাঁড়াতে বলা হলো। তালা অ দরজা খুলল গার্ডদের একজন। আরেকজন ওর পিছনে দাঁড়িয়েছে। তারপ নিতম্বে কষে একটা লাথি খেলো রানা। ছিটকে পড়ল সামনে। চৌকাঠে হোঁচ খেয়ে আছড়ে পড়ল একটা ঘরের ভিতর।

কে যেন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আবছা অন্ধকারে। রানা হুমড়ি খেয়ে পড়ে একজন লোকের উপর। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল–নিজেদেরকে ছাড়াবার আপ্র প্রচেষ্টা।

'নৃপতি?' রানার চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে।

'মাসুদ ভাই, আপনি!'

ফিসফিস করল রানা। 'তোমার কাজ ধরা পড়ে যায়নি তো?'

অস্ফুটে জবাব দিল নৃপতি। 'না। আপনার?'

'না।'

'ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হতে যাচ্ছে। ক'টা বাজে?'

'এগারোটা একুশ মিনিট।'

PROTECT

Sumon Mia Email: anmsumon@yahoo.com   Web: http://anmsumon.tk

দীর্ঘশ্বাস চাপল নৃপতি। 'ওদের সঙ্গে আমরাও উড়ে যাব, মাসুদ ভাই!' কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

'না, নৃপতি,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা। 'আমরা মরার আগে অবশ্যই মরব না। ধৈর্য ধরতে হবে, উনচল্লিশ বা আটত্রিশ মিনিট খুব কম সময় নয়।' আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বেল্ট থেকে খানিকটা চামড়া তুলে ফেলল ও। ভিতরে ভরো রয়েছে একটা চকচকে কালো ক্যাপসুল, একদিকের প্রান্ত একটু আঠালো। মাথায়, চুলের ভিতর, লুকিয়ে রাখল সেটা।

এই সময় দরজা খুলবার শব্দ হলো।

করিডরের আলোয় চার-পাঁচজন লোকের কাঠামো দেখা গেল দোরগোড়ায়। আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে ধরা দু'জন গার্ড ভিতরে ঢুকে দরজার দু'পাশে পজিশন নিল। তাদের একজন হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল।

ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ। মুখের সামনে থেকে হাত সরাতে প্রথমে রানা চৌধুরী মহব্বতজানকে চিনতে পারল। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আইনা বামো।

'আমার বস, মিস্টার থুয়ে জাতুই, আপনার সুন্দরী বান্ধবীকে নিয়ে ফুর্তি করতে গেছেন। কোথায় তা বলে যাননি। সম্ভাব্য সব জায়গায় ফোন করেছি, কোথাও তাঁকে পাইনি। ফলে এত বড় একটা খবর বসকে আমি জানাতে পারছিলাম না।'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না থুয়ে জাতুইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চিফ বামো কী কারণে এ-সব কথা শোনাচ্ছে ওকে।

'আপনারা গুরু-শিষ্য ধরা পড়ে গিয়ে মহা এক সমস্যাতেই ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে। আমার কী সে-যোগ্যতা আছে যে এর সমাধান করব—বিশেষ করে মনিবের অনুপস্থিতিতে? নেই।

'তাই আমি মিস্টার চৌধুরীর পরামর্শ চাইলাম। উনি যে কতবড় প্রতিভা, তা আমার জানা ছিল না...'

'আল্লাহর কসম লাগে, ভাই বামো, আমাকে আপনি লজ্জা দিবেন না,' বিড়বিড় করল চৌধুরী মহব্বতজান।

'তা প্রতিভা তো হতেই হবে, না? বিদ্রোহী রোহিঙ্গাদের সহায়তা নিয়ে, আরাকান অঞ্চলটা সহ, গোটা বাংলাদেশে যিনি মুসলিম বাংলা নামে একটা ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে যাচ্ছেন, তাঁর কী কারিশমা না থাকলে চলে?

'উনি শোনা মাত্র আমার সমস্যার পানির মত সহজ সমাধান করে দিলেন। আর কার্গো আমাদের সাবমেরিনে করে কক্সবাজার উপকূলে ডেলিভারি দিচ্ছি আমরা। সাবমেরিনে কার্গোর সঙ্গে উনিও থাকবেন। আমাকে বুদ্ধি দিলেন, আপনাদের দু'জনকেও তুলে দিই।

'হে-হে-হে। ভুল করে আবার ভেবে বসবেন না যেন উনি আপনাদেরকে প্রমোদ ভ্রমণে নিয়ে যাবেন। তা নয়। আপনি বঙ্গ-সন্তান তো, তাই সাবমেরিন

থেকে আপনাকে বঙ্গোপসাগরে মাঝামাঝি কোথাও ফেলে দেওয়া হবে। ত
থেকে এই ধরুন মাত্র এক-দেড়শো মাইল দূরে। এ আপনি অনায়াসে সাঁতরে প
হয়ে যাবেন। কারণ আপনি তো মাসুদ রানা—আপনার ক্ষিতাবে নাকি অসম্ভব ব
কিছু নেই।'

'বিসমিল্লাহ্ বলে সাঁতরাতে শুরু করবেন,' দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতে ব
চৌধুরী মহব্বতজান, 'বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।'

পিছনে দাঁড়ানো গার্ডদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল বামো। 'এই, নিয়ে চ
ওদের!'

'থামো!' বলল রানা, যদিও চাইছে ওদেরকে যত তাড়াতাড়ি পারা য
সাবমেরিনে তুলুক ওরা। 'মিস্টার থুয়ে জাতুইকে কিছু না জানিয়ে কোন সাহ
এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছ তুমি?'

'ও, এখনি বুঝি?' হাসল আইনা বামো। 'মিস্টার চৌধুরীর প্রস্তাবে আ
রাজি হয়েছি, এই সময় অজ্ঞাত কোন এক জায়গা থেকে বস আমাকে ফো
করলেন, জানতে চাইলেন এদিকের কাজ-কর্ম কেমন এগোচ্ছে। সব বললা
তাঁকে। মিস্টার চৌধুরীর প্রস্তাব তিনি সানন্দে অনুমোদন করেছেন।'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা। 'আমাদের টিমের মি
সিনান কেমন আছেন...'

'বসের সঙ্গে এখন আর কারও যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। উনি নিষেধ কর
দিয়েছেন। তা ছাড়া, উনি কোথায় আছেন তা-ও আমরা জানি না।'

'আমাকে না হয় সাগরে ফেলে দেবে,' বলল রানা, 'আর নিরীহ এ
ছেলেটাকে?'

'ওই শালা নিরীহ, না? ভিতরে ঢোকার পর তিন জায়গায় বিস্ফোরক
বসিয়েছে। শুধু কী তাই, আমাদের দু'জন গার্ডকে খুন করেছে আপনার ওই নিরীহ
বেজন্মাটা।

গার্ড!'

বামোকে পাশ কাটিয়ে দু'জন গার্ড এগিয়ে এল। রানা বা নৃপতি, কেউই
পরস্পরের দিকে তাকাল না বা তাদেরকে বাধা দিল না। প্রথমে রশি দিয়ে
পিছমোড়া করে ওদের হাত বাঁধা হলো। তারপর কামরা থেকে বের করে এনে
সাবমেরিন স্টেশনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘড়িতে এখন বাজে এগারোটা আটাশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বারো

বাইরে কী ঘটছে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। সাবমেরিনে তুলবার পর ছোট একটা ক্যাবিনে ওদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। বেল্টে লুকানো অস্ত্র ইঞ্চি একটা ধারাল ব্লেডের সাহায্যে হাতের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে রানা।

একটা দোলা অনুভব করেছে ওরা, দু'একবার ডানে-বাঁয়ে কাত হয়েও পড়েছিল, ইঞ্জিনও চালু-তবে এ-সব থেকে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই সাবমেরিন আন্ডার সি বেইস থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে এসেছে কি না।

রানা আন্দাজ করল বারোটা বাজতে আর বোধহয় দুই কি তিন মিনিট বাকি।

রানা আর নৃপতি দেখতে পাচ্ছে না বটে, তবে রাত বারোটা বেজে দশ সেকেন্ডে কামওয়ালিকে যে কেয়ামত নেমে এল তা ওদেরই সৃষ্টি।

সবশেষে বসানো হলেও, প্রথমে বিস্ফোরিত হলো আন্ডারসি টানেলসহ সাবমেরিন ঘাঁটি আর ঘাঁটির উপর আকাশ ছোঁয়া চূড়া সহ গোটা পাহাড়।

টানেল থেকে বেরিয়ে এসে পানির নীচে রয়েছে জাতুইয়ের সাবমেরিন, তা সত্ত্বেও শকওয়েভের প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। ক্যাপটেন, মুও তুও ছিটকে পড়ে গিয়ে সামান্য চোট পেল মাথায়। তবে তার ছয়জন ক্রুর তিনজনের জখমই মারাত্মক। একা শুধু চৌধুরী মহব্বতজান বহাল তবিয়তে থাকল।

রানার কপাল ফুলে গেছে। নৃপতির মচকে গেছে বাঁ হাতের দুটো আঙুল।

ভয়ানক কোন বিপর্যয় ঘটেছে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারল ক্যাপটেন তুও। ক্রুদের নির্দেশ দিল, 'সব ট্যাঙ্ক খালি করো! সারফেসে উঠে দেখতে চাই কী ঘটেছে।'

ইতিমধ্যে, বারোটা বেজে পনেরো আর বাইশ সেকেন্ডে যথাক্রমে বিস্ফোরিত হলো দুর্গ আর গ্র্যান্ড প্যাইয়াপন থ্রি স্টার হোটেল।

সারফেসে উঠে এল সাবমেরিন। কনিং টাওয়ারের ঢাকনি খুলে মাথা তুলল ক্যাপটেন তুও আর তার একমাত্র আরোহী চৌধুরী মহব্বতজান।

তারা দেখল পাহাড় নেই, তার জায়গায় রয়েছে দাউ দাউ আগুন। সে আগুনও আবার খুব চঞ্চল। বিস্ফোরণ ঘটে থেমে গেছে, ব্যাপারটা তা নয়। আগুনের ভিতর বিরতিহীন বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। খুয়ে জাতুইয়ের অবৈধ অস্ত্র আর গোলাবারুদ সম্ভবত ভোর পর্যন্ত এভাবে বিস্ফোরিত হতে থাকবে।

ওদিকে আগুন আর ধোঁয়ার সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে দুর্গের একটা অংশ আর হোটেলটা।

'এর জন্য এই অভিশাপটা দায়ী!' দাঁতে দাঁত পিষল চৌধুরী মহব্বতজান। 'মাসুদ রানা! আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!'

জোব্বার ভিতর হাত গলিয়ে বিরাট একটা পিস্তল বের করল সে, কনিং টাওয়ার থেকে মই বেয়ে ঝড়ের বেগে নামছে।

'এই! কী করেন! আরে, করেন কী!' বলতে বলতে তার পিছু নিল ক্যাপটেনও। কিন্তু মুসলিম বাংলার হিন্দু নেতা তার কথায় কান দিল না।

নীচে নেমে এসে ক্যাপটেন তার একজন ক্রুকে নির্দেশ দিল। 'জনাব চৌধুরী সম্ভবত বন্দিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলেন। একটু দেখো তো।'

কন্ট্রোল ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেল ক্রু। প্যাসেজ ধরে ছুটল। ইতিমধ্যে বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেছে চৌধুরী।

ক্যাবিনের তালা খুলছে সে, হাঁপাতে হাঁপাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল ক্রু।

দরজা খুলে ভিতরে পিস্তল তাক করল চৌধুরী। এক কোণে পড়ে আছে রানা আর নৃপতি। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো, ওরা ইতিমধ্যে নিজেদের চেষ্টায় খুলে ফেললেও, লুকিয়ে রেখেছে।

ক্যাবিনের ভিতর পা দিল চৌধুরী। 'এই শালা, স্বীকার কর, এসবের জন্যে তুইই দায়ী।'

রানার সারা মুখ উদ্ভাসিত হাসিতে। 'ফেটেছে তা হলে?' তারপর নৃপতির কানে মুখ ঠেকিয়ে বলল, 'নিঃশ্বাস বন্ধ!' কলমের ক্যাপসুলটা হাতেই ছিল, দম বন্ধ করে ফাটিয়ে দিল।

'কী বললি...' কথা শেষ করতে পারল না চৌধুরী, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ক্যাবিনের মেঝেতে। এক সেকেন্ড পর তার গায়ে ঢলে পড়ল ক্রু। অন্তত দু'ঘণ্টার আগে ওদের জ্ঞান ফিরবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ক্যাবিনে তালা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। পিস্তলটা রানার হাতে।

সাবমেরিন এখনও সারফেসে, ক্যাপটেন তুও নির্দেশ দিতে যাচ্ছে ডাইভ দেওয়ার, এই সময় হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে কন্ট্রোল ক্যাবিনে ঢুকল রানা।

আসবার পথে ক্রুদের সার্চ করে দুটো পিস্তল পেয়েছে ওরা, তার একটা এই মুহূর্তে নৃপতির হাতে রয়েছে-সে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কাভার দিচ্ছে ক্রুদের।

'খুঁটি উল্টে গেছে-ক্যাপটেন,' তুওকে বলল রানা। 'পিছন ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে সার্চ করব।'

নিঃশব্দে, বিনা বাধায় রানার নির্দেশ পালন করল জাতুইয়ের বেতনভোগী ক্যাপটেন। ওর হাতে চৌধুরীর পিস্তল দেখেই যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে সে।

ক্যাপটেনকে সার্চ করে আরেকটা পিস্তল পাওয়া গেল। 'এবার বোটটা

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তুমি তীরে ভেড়াও,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'জুলন্ত হোটেলটার কাছাকাছি, জেলে পাড়ায় নামতে চাই আমরা।'

'আমাদের কী হবে?' ভান সুরে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন। 'আমরা তো স্রেফ থুজা নামে একটা কোম্পানির চাকরি করি...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'তীরে পৌঁছে তোমাদেরকে আপাতত বেঁধে রাখব। এদিকে পুলিশ বলে আর কিছু বোধহয় নেই। থাকলেও তাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। ইয়াঙ্গুন থেকে পুলিশ এসে তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমরা তো কোন অপরাধ করিনি...'

'সেটা বিবেচনা করবে কোর্ট,' বলল রানা। 'তীরে ভেড়াও বোট, জলদি।'

পিস্তলের দিকে একবার তাকাল ক্যাপটেন, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুকের নির্দেশ দিল। 'বোট তীরে ভেড়াও।'

কামওয়াদ্দিন রোডের পাশে থুয়ে জাতুইয়ের একটা লাল মার্সিডিজ লিমাজিনে বসে রয়েছে রানা। গাড়িটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে বিধ্বস্ত আর অগ্নিদগ্ধ গ্র্যান্ড প্যাসিফিক-এর কার পার্কিং এরিয়া থেকে। এরকম অক্ষত গাড়ি খুঁজলে আরও দু'একটা পাওয়া যাবে ওদিকে।

সরাসরি একটা বোতল থেকে গলা ভিজাচ্ছে রানা, থুয়ে জাতুইয়ের মোবাইল বারে পেয়েছে ওটা।

থাউন আর ক্যাথে রাস্তাতেই দেখতে পায় ওরা। বিশ মিনিট হলো ওদেরকে জেলে পাড়ার একটা বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে গেছে নৃপতি, কারণ থুয়ে জাতুইয়ের লোকজন দেখতে পেলে ক্ষতি করতে চাইতে পারে।

ওই বাড়িটা আসলে নৃপতির সেফ হাউস, এখান থেকে রানা এজেন্সির ইয়াঙ্গুন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সে।

ছায়ার ভিতর দিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে গাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখল রানা। নৃপতি।

'কী খবর?' তার চেহারা গম্ভীর দেখে জানতে চাইল রানা।

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল নৃপতি। 'খবর খারাপ, মাসুদ ভাই। আমাদের এজেন্টরা মিস সিমান আর জাতুইকে হারিয়ে ফেলেছে। কাফেটাতেও যায়নি তারা।'

'এটাই স্বাভাবিক। আমার পরিচয় জানার পর টিমানকে জাতুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ক্র্যাকেনের ফাইল কোন কাজে লাগল?'

'ওহ, সাংঘাতিক কাজে লেগেছে,' বলল নৃপতি। 'সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তারা সবাই পরম স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। ইয়াঙ্গুন থেকে স্পেশাল পুলিশ ফোর্স রওনা হচ্ছে জাতুইয়ের লোকজনকে ধরার জন্যে। মিলিটারি পুলিশও

আসছে সারমেরিন ক্রুদের অ্যারেস্ট করতে।'

'এখানে কী ঘটে গেছে জাতুই তা নিশ্চয়ই জানে। আমরা তাকে কোন সারপ্রাইজ দিতে পারছি না। আর লোকেরা বোধহয় রাস্তায় বাধা দেবে আমাদের।'

'আপনি চান না ব্যক্তিটা মায়ানমার সরকার সামলাক?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' জবাব দিল রানা। 'জাতুইয়ের পাওয়ার বেইস ধ্বংস হয়ে গেলেও, টাকার জোরে সে এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। মায়ানমার থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার অন্য কোথাও আস্তানা গাড়বে সে।'

'আমরা তা হলে রওনা হচ্ছি?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ক্যাথে কাছ থেকে পেয়েছি ওদিকে, নয়নপাহির জাতুই এস্টেটের যে সে খাটি পেয়েছি। জেলেরা ঢুকতে খুব সাহায্য করবে আমাদের।'

'মাসুদ ভাই, ওরা ওখানে না-ও থাকতে পারে।'

'জানি। ওখানে না পেলে খুঁজে বার করতে হবে কোথায় আছে। তাকে আমরা পালিয়ে যেতে দেব না।'

লাল মার্সিডিজ ছেড়ে দিল নৃপতি।

ইয়াঙ্গুন থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে শহরটা, নাম পেগু। পেগুর আরেক নাম বাগো। সেন্ট্রাল মায়ানমারের রাজধানী হলেও, শহরটাকে ঘিরে রেখেছে গভীর বনভূমি-টিক ফরেস্ট। তারপরই, উত্তর-পুব পাশে, দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়। নদীর কাছাকাছি এই জায়গাটার নাম নয়নপাহি।

মাহাজেদি, কাইয়াকপেইন সহ আরও বেশ কয়েকটা রেলিক বা প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ওদিকটায়। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিগুলোর একটা পাওয়া গেছে ওখানে, ধারণা করা হয় নয়শো চুয়ান্নগুই সালে তৈরি ওটা-বিছানায় ভাঁজ করা কনুই, তালুর গোড়ায় মাথা, ভঙ্গিটা কাত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণের। দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক দুর্গম এই জঙ্গলে আসে ওই বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে ধ্যান করবার জন্য।

সরকারী কাজে প্রচণ্ড দুর্নীতি হয়, স্বভাবতই কাজের মানও খুব খারাপ, তাই অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইয়াঙ্গুনের নীতি-নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নেন ওদিকের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডাকা হবে, উদ্দেশ্য আর্কিওলজিক্যাল এক্সপার্ট আর প্রফেশনাল সিকিউরিটি অফিসারদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া।

সেই টেন্ডার জিতে কাজটা পেয়েছে থুয়ে জাতুইয়েরই একটা প্রতিষ্ঠান-থুজা সিন্ডিকেট। বলাই বাহুল্য যে বাছা বাছা কর্মকর্তা [illegible] টেন্ডার পাস করানোর মাধ্যমে এটা তার একাধিক প্রাচীন সভ্যতার

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ধ্বংসাবশেষ থেকে হাজার হাজার বহুমূল্য নিদর্শন গায়েব করে দেওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা।

এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের পিছনে একটি সুরম্য অট্টালিকা বানিয়েছে জাতুই। প্রাসাদতুল্য তার এই বাড়িটি সবদিক থেকে সুরক্ষিত, প্রায় দুর্গম দুর্গই বলা যায়। বলা হয় বটে যে অবসর বিনোদনের জন্য এটা তার অনেকগুলো বাগানবাড়ির একটি, আসলে কথাটা ঠিক নয়। বাড়িটিকে সে তার বিভিন্ন অপারেশনের কন্ট্রোল রুম হিসাবে ব্যবহার করে। তার ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় সব সদস্যই এখানে থাকে। উতা যেয়োর নেতৃত্বে প্রয়োজনে তারা যে-কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গে অন্তত দু'চার ঘণ্টা যুদ্ধ করতে পারবে। বড় মাপের অস্ত্র আর গোলাবারুদের অবৈধ ব্যবসা করতে হয় বলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুদ্ধ করতে তারা অভ্যস্তও।

এই বাড়িতেই শেষরাতের দিকে ঘুম ভাঙানো হলো বুড়ো জাতুইয়ের। তার সিকিউরিটি সিস্টেমের হেড, বার্মিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর সাবেক কর্মকর্তা, উতা যেয়ো বিমর্ষ চিত্তে তাকে জানাল—তাদের আন্ডারসি সাবমেরিন ঘাঁটি, কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি সাইলো, দুর্গ এবং সম্ভবত মিউজিয়ামটারও আর কোন অস্তিত্ব নেই। সে এইমাত্র খবর পেয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা কামওয়াদি।

ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলবার সময় একটু টলছিল বুড়ো জাতুই, কথাগুলো শুনবার পর একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে ঘুরল সে, হেঁটে এসে বার-এর সামনে দাঁড়াল, তারপর লম্বা একটা গ্লাসে দুই আউন্সের মত হুইস্কি ঢেলে দুই ঢোকে নির্জলা গিলে ফেলল।

চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, জাতুইয়ের মেজাজ আগে থেকেই সপ্তমে চড়ে আছে। সেজন্য চিনা তরুণী শাওলিকে দায়ী করা যেতে পারে। মেয়েটিকে তার অসম্ভব ভাল লেগে গেছে, এবং কথাটা তার কাছে গোপন করেনি। তারপর পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে বলেছে—কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক সে, এই টাকা শাওলির সঙ্গে শেয়ার করতে চায়। সেটা সম্ভব হতে পারে শুধু যদি শাওলি তাকে বিয়ে করে।

বিয়ের এক থেকে তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীর মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মেয়েটিকে ক্রীতদাসী বানানো হবে, অন্যান্য আর সব মেয়েকে যেমন বানানো হয়, কথাটা অবশ্য ভুলেও উচ্চারণ করেনি জাতুই। কিন্তু শাওলি জানে। রাত দুই পর্যন্ত শত অনুনয় বিনয় করেও লাভ হয়নি কোন। শাওলির এক কথা— বিদেশীকে বিয়ে করবার কথা সে নাকি ভুলেও চিন্তাও করতে পারে না।

শাওলিকে রাজি বানাতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা নিজের ঘরে একা ব জাতুইকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। মূল্যবান অ্যান্টিকস চুরির অভিযোগ আনা হবে মেয়েটির বিরুদ্ধে। গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো হবে, যে

যাতে মনে হয়—চামাল, হাতে-নাতে ধরা হয়েছে তাকে; নিরপেক্ষ সাক্ষি আছে, আছে গোপন ভিডিও ক্যামেরায় তোলা প্রমাণ।

এরকম একটা চমৎকার সিদ্ধান্তে আসবার পরও জাতুইয়ের মেজাজ শান্ত হয়নি। যা চেয়েছে তাই পেয়ে পেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে তার। বিছানায় শুয়ে বারবার তার মনে হয়েছে, সামান্য একটা মেয়ের নখরের কাছে হেরে গেছে সে। সেই জ্বালায় ঘুম আসছিল না, বাধ্য হয়ে একজোড়া স্লিপিং পিল খেতে হয়েছে তাকে। সিকিউরিটি চিফ উতা যেয়ো তার সেই মহার্ঘ ঘুম ভাঙিয়ে এ কি দুঃসংবাদ দিচ্ছে!

আরও খানিকটা হুইস্কি খেয়ে বুড়ো জাতুই জিজ্ঞেস করল, 'ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই তো?'

'দুঃখিত, স্যার—না,' মাথা নেড়ে বলল যেয়ো। 'মেসেজটা পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি তিন জায়গা থেকে কনফার্ম করেছি।'

'কে করল?'

'আমরাই, স্যার,' জবাব দিল যেয়ো। 'ওদিকের সিকিউরিটি নিয়ে কখনোই আমরা খুব একটা মাথা ঘামাইনি। আমরা—'

'কে করল?' আবার একই প্রশ্ন করল জাতুই, মনে হলো দূরে কোথাও মেঘ ডাকছে।

'অবশ্যই আপনার ওই অতিথি, সৈয়দ উত্তাল সমুদ্র না কী যেন নাম নিয়েছে—সে।'

'নাম নিয়েছে মানে?'

'ওর ফটো দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, আপনাকে সে-কথা বলেওছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল উতা যেয়ো। 'চারদিকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম, আজ সন্ধ্যায় একগাদা ই-মেইল পেয়েছি। এ লোক সম্পর্কে আপনিও জানেন, স্যার—পেশায় এসপিওনাজ এজেন্ট, কারও ওপর নজর পড়লে তার একেবারে দফা-রফা করে ছেড়ে দেয়। একশো ভাগ নিশ্চিত নই, তবে এই লোককে আমার মাসুদ রানা বলে সন্দেহ হচ্ছে, স্যার।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল জাতুই।

যেয়োর কান ব্যথা করছে। 'জি, স্যার। অনেকে তো বলছেই, ওদিকের ঘটনা ওই লোকের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

'উতা, খবরদার, এই বেজন্মা যেন কোনমতে পালাতে না পারে!'

'ইয়েস, স্যার!'

'ওকে আমাদের দরকার। কেন বলো তো?'

'কেন, স্যার?'

'এত যার নাম, তার দামও নিশ্চয় খুব বেশি? ওকে মুক্তোয় ভরতে পারলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারব আমরা।'

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ঠোঁটের কোণে তিক্ত হাসির আভাস, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল যেয়ো। 'আমরা স্যার এই লোককে আন্ডারএস্টিমেট করতে পারি না। তাতে ক্ষতির পরিমাণ হয়তো আরও অনেক বেড়ে যাবে।'

'ঠিক কী বলতে চাও তুমি, উডা? ওই লোক ডজন ডজন কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশনের ভাণ্ডার না? ওই সব গোপন তথ্য বহু রাষ্ট্র অবিশ্বাস্য মোটা টাকায় কিনতে চাইবে না?' নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে। 'আমি চাই এই দায়িত্বটা তুমি নাও, উডা। ওকে তুমি ধরে এনে আমার হাতে তুলে দাও।'

'স্যার, আমার একান্ত অনুরোধ, মাসুদ রানাকে আপনি একটা ভয়ঙ্কর বিপদ, একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করুন।'

'ঠিক কী বলতে চাও?' এবার সাবধানে জিজ্ঞেস করল জাতুই। এতক্ষণে প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ায় তার সারা শরীর কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

'রানাকে ধরে আনতে হবে না, স্যার,' বলল যেয়ো। 'আমার ধারণা, সে নিজেই আসছে।'

'নিজেই আসছে?'

'জী, স্যার। শুধু সঙ্গিনীকে নিয়ে যেতে নয়, সেই সঙ্গে আমাদেরও একটা ব্যবস্থা করতে। তবে আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তাকে এই বাড়ির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেয়া উচিত হবে না।'

'কেন?' প্রায় গর্জে উঠল জাতুই। 'তোমার হাতে এক-দেড়শো আর্মড গার্ড রয়েছে, তাকে ঠেকাতে পারবে না?'

'বললাম না, স্যার, তাকে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে? আমি তার রেকর্ড জানি, তাই কথাটা বলছি। কোথাও গেলে সব শেষ না করে সে ফেরে না।'

'তাহলে তুমি কী করতে বলো?' হঠাৎ উন্মাদের মত হেসে উঠল বুড়ো জাতুই। 'একজন লোকের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাব?'

'পালাতেই চাইতাম, স্যার, যদি সম্ভব হোত,' বলল যেয়ো। 'কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই লোক আমাদেরকে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে।' মাথার চুলে একহাতের আঙুল চালাল সে। 'এখন আমাদের সামনে সম্ভবত একটা পথই খোলা আছে, স্যার।'

'কী সেটা? আত্মহত্যা?'

'ডিফেন্স তৈরি করে আজ পর্যন্ত কেউ ওর সঙ্গে সুবিধে করতে পারেনি,' বলল যেয়ো। 'আমরা অফেন্সিভে যাব।'

'ব্যাখ্যা করো।'

হাতের ছোট রেডিও সেটটা দেখাল যেয়ো। 'একটা লাইন খোলা রেখেছি, স্যার।' হাতঘড়ি দেখল। 'আর পাঁচ মিনিট পর মেসেজ পাব। আগে জেনে নিই

কোথায় আছে সে, রওনা হয়েছে কি না, কীভাবে আসছে, তারপর প্ল্যান ক কোথায় অ্যামবুশ পাতা যায়।'

'ভেরি গুড।' একহাতের তালুতে অপর হাত দিয়ে ঘুসি মারল জাতু 'প্রয়োজনে তুমি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো—ধর যদি না পার, আমি তার লাশ দেখতে চাই।'

'ইয়েস, স্যার!' মাথা নত করে সম্মান দেখাল উডা যেয়ো, তারপর বন ক আধপাক ঘুরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নদীর উপর অন্ধকার ব্রিজে উঠে, মাঝামাঝি জায়গায় গাড়ি থামাল রানা। রাতে শেষ প্রহর; ফেলে আসা রাস্তায় কোন যানবাহন দেখেনি ওরা।

ব্রিজটা প্রায় সিকি মাইল লম্বা। ব্রিজের পর ক্রমশ নিচু হতে একদি বেঁকে গেছে রাস্তাটা। ফাঁকা গ্রাম্য এলাকা হওয়ায়, দিনের বেলা ওই রা অনেক মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। তবে এখন, রাতের অন্ধকারে, রাস্তার বদ উজ্জ্বল তিন জোড়া হেডলাইট শুধু দেখা যাচ্ছে। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে তবে এখনও প্রায় মাইল তিনেক দূরে।

এক সারিতে তিনজোড়া হেডলাইট। তিন মাইল অনেকটা দূর, তবে চো নাইট গ্লাস তুলে পরিষ্কার দেখা গেল ছোট আকৃতির ট্রাক ওগুলো—ট্রুপ ক্যারিয়ার, ক্যাবের পিছনে মোটা ক্যানভাসের ছাউনি আছে। রানা চিন্তা করছে খবর পেয়ে ওর ব্যবস্থা করবার জন্য বুড়ো জাতুই নিজস্ব বাহিনী পাঠাচ্ছে ন তো?

'পুলিশ-মিলিটারি সবাইকেই তো খবর দিয়েছ, তাই না? পুলি হেডকোয়ার্টার বা ইয়াসুন ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদেরকে সাহায্য করতে আসছে—এমন হতে পারে?' নৃপতিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পারে, মাসুদ ভাই,' এক সেকেন্ড পর বলল বটে নৃপতি, তবে গলায় জো নেই।

'হুম।' রানাও ইতস্তত করছে। 'চুনোপুঁটিগুলোকে ঘেরাও করে ধরতে পারবে ওরা—আদৌ যদি আইনের লোক হয় আর কী।' এক মুহূর্ত কী যেন চিন্ত করল ও, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু আমরা তো ঘুরপথ ধরে যাচ্ছি। ইয়াসু থেকে এদিকে আসার জন্যে শর্টকাট রাস্তা এটা নয়। তাহলে পুলিশ বা মিলিটারি এই রাস্তা ধরে আসবে কেন?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে জবাব দিল নৃপতি, 'ওরা কি ভাবছে না যে বুড়ো জাতুইয়ের লোকেরা পালাবার চেষ্টা করবে? সেজন্যে হয়তো দুটো রাস্তাই কাভা করছে ওরা।'

গাড়ির হেডলাইট জ্বালাই থাকল, তবে ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিল রানা। তারপর দরজার হাতলে হাত রেখে বলল, 'এসো, নৃপতি, এখানকার

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিই ওদেরকে।'

'ক্যানভাসের ব্যাগগুলো, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল নৃপতি। ওগুলোর ভিতর তিনটে আলাদা প্যাকে এক্সপ্লোসিভ আছে এক কিলো করে, টাইমারসহ। রেডিও ওয়েভের সাহায্যে শুধু ঘড়ির কাঁটা সেট করতে হবে। 'সিটের তলা থেকে বের করব?'

ঘাড় ফিরাল রানা। 'কেন? শুধু রিমোটগুলো তোমার কাছে রাখো।'

ছোট রেডিও সেটটা অফ করে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল উতা ঘেয়ো, তারপর কোলের উপর পড়ে থাকা কারবাইনের গায়ে আদরে একবার হাত বুলিয়ে চোখে সেঁটে ধরল নাইট গ্লাসটা, ঠোঁটের চারপাশের ভাঁজ আর রেখাগুলো থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব ফুটে বেরুচ্ছে।

দিনের শুরু দেখলে যেমন বোঝা যায় সারাটাদিন কেমন যাবে, তেমনি তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর বিপজ্জনক অপারেশনের আরম্ভটাও আভাস দিচ্ছে এসপিওনাজ জগতের উজ্জ্বল তারকা মাসুদ রানার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে জিতবে।

একশো বিশজন আর্মড গার্ড নিয়ে তিনটে ট্রাকের কনভয় এটা, সামনের ট্রাকটায় বসে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঘেয়ো। শুরুটা নিঃসন্দেহে খুব উৎসাহব্যঞ্জক। ত্রিশ মিনিট আগে রেডিও সেটে মেসেজ পেয়েছে সে, ইয়াঙ্গুনের পথে রওনা হয়ে গেছে রানা। কী গাড়ি, কী রঙ, সঙ্গে ক'জন আছে ইত্যাদি কিছুই জানতে বাকি নেই তার।

ওই সব তথ্য এখন এক এক করে মিলে যেতে শুরু করেছে। ব্রিজটা আধ মাইল দূরে থাকতে নাইট গ্লাসে ধরা পড়ল রানার গাড়ি।

লাল রঙের একটা মার্সিডিজ। হেডলাইট জ্বেলে ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে। গাছের আড়াল পড়ায় ঠিক বোঝা গেল না, তবে গাড়িটার গায়ে দু'জন লোক হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হলো ঘেয়োর। অবশ্য কয়েক সেকেন্ড পর আড়াল দূর হতে তাদেরকে আর দেখতে পেল না সে। সম্ভবত গাড়ির ভিতর বসে অপেক্ষা করছে। জানা কথা একসঙ্গে তিনজোড়া হেডলাইট জ্বেলে তাদেরকে নিশ্চয়ই পুলিশ বলে ধরে নিয়েছে রানা।

ব্রিজ বিশ গজ দূরে থাকতে কনভয় দাঁড় করাল ঘেয়ো। অত্যন্ত সতর্ক লোক সে, কাঁচা কাজ করতে রাজি নয়। তার কাছে মর্টার আছে, আছে বাজুকা, গ্রেনেড, গ্যাসবোমা, অটোমেটিক রাইফেল ইত্যাদি। কিন্তু পরিস্থিতি পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আক্রমণে যাবে না সে, আক্রান্ত না হয়ে একটা গুলিও ছুঁড়বে না।

নাটক জমে উঠল, শুরু হলো অপেক্ষার খেলা।

রেডিও অন করে মেসেজ পাঠাল ঘেয়ো, তিন মিনিটের মাথায় দেখা গেল

ব্রিজের উপর শূন্যে ভেসে রয়েছে পাঁওটে রঙের একটা হেলিকপ্টার—খোলা দরজার কাছে মেশিনগান আর গানারকে দেখা যাচ্ছে।

আরও এক মিনিট পর কপ্টারটা লাল মার্সিডিজের ত্রিশ গজ পিছনে ব্রিজের উপর নামল।

উতা ঘেয়োর চোখে-মুখে ধৈর্য আর সতর্কতার ভাব। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে। দেখা যাক কী চাল দেয় মাসুদ রানা। সে কি সহজে ভেড়ার মত কাপুরুষতা দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করবে, নাকি সিংহের লড়াই লড়ে মরতে চাইবে? একশো বিশজনের বিরুদ্ধে দু'জন? নাহ্। আবার, এ-ও ঠিক, ধরা দেওয়ার লোকও সে নয়।

কিন্তু রানার সামনে আর তো কোন বিকল্পও নেই, তাই না?

গাড়ি থেকে নামবার একটু পরই রানার নাইট গ্লাসে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল, ট্রাকগুলোতে পুলিশ বা মিলিটারি নয়, গাঢ় সবুজ ব্যাটল ড্রেস পরা প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডরা রয়েছে।

ধারণা ছিল এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে, ফলে রানার সজাগ মস্তিষ্ক থেকে অতি দ্রুত একটা প্ল্যান বেরিয়ে এল। এমন একটা প্ল্যান, যাতে ব্রিজের কোন ক্ষতি হবে না।

ওদের সঙ্গে প্রচুর বিস্ফোরক, বেশ কয়েকটা হ্যান্ডগ্রেনেড ইত্যাদি থাকলেও তিন ট্রাক ভর্তি সশস্ত্র জাতুই গুণ্ডাদের অচল করে দিয়ে নিজেদের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য ধরনের আরও কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করছে রানা। ট্রাকগুলো ব্রিজের ঠিক কোথায় এসে থামবে, খুনেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে কিনা ইত্যাদি কিছুই ওর জানা নেই। ওদের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে থাকলে একটা পিন খোলা গ্রেনেড চার সেকেন্ডের মধ্যে ট্রাকগুলোর কাছে পৌঁছাবে না।

ট্রাক তিনটে পরস্পরের কাছ থেকে মাত্র এক কী দেড় হাত ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ট্রাকেই চল্লিশজন করে প্রাইভেট সোলজার, বার্মিজ সেনাবাহিনীর একজন করে সাবেক ক্যাপটেন তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

শেষ, অর্থাৎ পিছনের ট্রাকের ক্যাপটেন ড্রাইভারের পাশে ক্যাবে বসে ওয়াকি-টকিতে খুয়ে জাতুইয়ের সিকিউরিটি চিফ উতা ঘেয়োর সঙ্গে কথা বলছে। তার প্রশ্ন শুনে ঘেয়ো জবাব দিল, 'না, গাড়ি থেকে কাউকে নামার অনুমতি দিয়ো না। আমি দেখতে চাই···এত যার নাম, সবার মুখেই যার তীক্ষ্ণবুদ্ধির তারিফ, কোণঠাসা অবস্থায় কী করে সে।'

এই মুহূর্তে ঘেয়োর ঠিক নীচে রয়েছে রানা, ট্রাকের পেটে টাইমারসহ সি-ফোর বিস্ফোরক ফিট করছে।

ট্রাকগুলো কাছাকাছি আসবার আগেই নৃপতিকে নিয়ে ব্রিজ থেকে নেমে

PROTECTED

Sumon, Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

...করে রাস্তায় উঠে এসেছে, তারপর সোজা ঢুকে পড়েছে প্রথম ট্রাকের তলায়। নৃপতি রয়েছে দ্বিতীয়টার নীচে। ...লুকিয়ে ছিল, ট্রাক থামতেই ডাল থেকে

তিন মিনিটের মধ্যে যে-যার কাজ শেষ করে তৃতীয় ট্রাকের দু'পাশে চলে এলো, একযোগে সিধে হয়ে দরজা খুলে দু'দিক থেকে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভিতর।

রানা বসল ড্রাইভারের পাশে, বসেই ক্যাপটেনের কোলে পড়ে থাকা গ্রেনেড লঞ্চারটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। নৃপতি যেন ক্যাপটেনের কোল খালি হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সরাসরি বসে পড়ল সেখানে।

ড্রাইভারের গলায় ছুরি ধরল রানা। কানে কানে বলল, 'তুই রোবট। শুধু হুকুম তামিল করবি। বুঝে থাকলে মাথা ঝাঁকা।'

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'গুড, তোর বাঁচার আশা আছে।' ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা। কোলে ...পতি বসে থাকায় ...ঢেকে আছে। চিবুক ধরে ওর মুখটা নিজের দিকে ...রাল রানা, তারপর কঠোর সুরে বলল, 'ট্রাকের পেছন থেকে সবাইকে নীচে ...তে বলো।' কথা বলছে, সেই সঙ্গে হাতও চলছে—ক্যাপটেন আর ড্রাইভারের ...য়ের মাঝখানে পড়ে থাকা লেদার পাউচে হাত ভরে একটা গ্রেনেড বের করে ...ল।

'কে তোমরা...' শুরু করতে যাচ্ছিল ক্যাপটেন।

ড্রাইভারের গলা থেকে সরিয়ে এনে ছুরিটা ক্যাপটেনের চিবুকের নীচে ধরল ...। একটু চাপ দিতে চামড়া ছিঁড়ে ভিতরে গেঁথে গেল ডগাটা। টপ-টপ করে ...করছে নৃপতির পিঠে। 'আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় মরতে চাও। তবু ...টা চান্স দিলাম, কেমন?' হিসহিস করে উঠল ও। 'এরপর যদি দেখি সময় ...করছ, স্রেফ মগজে ঢুকে যাবে ছুরি।'

ক্যাপটেন আতঙ্কিত, জানতে চাইল, 'কী বলতে হবে?'

'প্রথমে ট্রাক খালি করতে বলো সবাইকে,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর ঢাল ...নদীর তীরে নামতে হবে। ...মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে নদীতে লাফিয়ে ...পারি আমরা... পড়লে পালাতেই গুলি করে মারবে ওরা।'

ক্যাপটেনের কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ল নৃপতি। ক্যাবের পিছনের জানালায় মুখ ঠেকিয়ে ক্যাপটেন হুকুম দিচ্ছে, ছুরিটা ড্রাইভারের গলায় ...এনে রানা বলল, 'ব্যাক গিয়ার, কুইক! ধীরে ধীরে পিছু হটো।'

ক্যাপটেনের হুকুম শুনে ট্রাকের পিছন থেকে ঝপা-ঝপ লাফিয়ে নামছে ...। গাড়ি পিছু হটছে দেখে তাদের নামার গতি আরও বেড়ে গেল। ...র মাথাটা ঝট করে জানালার নীচে নামিয়ে নিয়েছে নৃপতি। হঠাৎ বিদ্যুৎ

...খেলে গেল রানার শরীরেও। দু'হাত দিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, এক টানে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল ড্রাইভারকে।

পরমুহূর্তে যাকে বলে নরক একেবারে গুলজার।

ট্রাক ছেড়ে নেমে গেছে ত্রিশজনই, তবে পিছনের দশ-বারোজন ঢালে পা ফেলবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাবের দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে ক্যাবের দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ল ড্রাইভার। গার্ডরা হইচই করে উঠে হাতের কারবাইন তুলল দ্রুতগতি ক্যাব লক্ষ্য করে। চেঁচাচ্ছে বাকি দুই ট্রাকের গার্ডরাও, দেখাদেখি অস্ত্র তুলল তারাও। কিন্তু ক্যাবে ক্যাপটেন আছে, দেখবার পর কোন সাহসে গুলি করে!

দুশো গজ পিছু হটল রানা। থেমে ঘুরিয়ে নিচ্ছে ট্রাক। মনে মনে একটা অঙ্ক কষে রেখেছে ও, ব্রিজের দূরপ্রান্তের মাথা থেকে হেলিকপ্টারটা আকাশে উঠছে দেখে মিলে গেল সেটা।

ঝেড়ে একটা লাথি মেরে ক্যাপটেনকে ক্যাব থেকে ফেলে দিল রানা। স্টিয়ারিং হুইল নৃপতির হাতে তুলে দিয়ে, গ্রেনেড লঞ্চারটা বের করল জানালার বাইরে।

এদিকে তেড়ে আসছে কপ্টার। সহজ টার্গেট। পাইলট খোলা দরজা পথে উঁকি দিয়ে হাইজ্যাক করা ট্রাকটাকে দেখবার চেষ্টা করছে। সে ভেবে পেল না ছোট্ট, কালো ফোঁটাটা কী। তারপর, বিস্ফোরণের মাত্র আধ সেকেন্ড আগে, ওটাকে গ্রেনেড বলে চিনতে পারল।

আকাশে দর্শনীয় একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি হলো, সেটার পতন ঘটল রাস্তা থেকে যথেষ্ট দূরে কচি ধানখেতের উপর।

রানার আরেকটা হিসাব মিলে গেল।

ট্রাক ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার স্পিডে ছুটছে। পিছনে চেয়ে রয়েছে রানা। ঢাল থেকে উঠে ট্রাকদুটোর চারপাশে ভিড় করেছে রাইফেলধারীরা। ঠিক এই সময় পরপর দুটো আলোর ঝিলিক দেখা গেল, তারপরই এল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসল নৃপতি আর রানা। নয়নগাছি আর মাত্র বিশ মাইল।

থুয়ে জাতুইয়ের ময়নগাছি এস্টেট আধ মাইল দূরে থাকতে ট্রাক ছেড়ে দিল ওরা, গাছপালার ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে কোনাকুনি এগোল। উঁচু একটা মাটির টিবির উপর পৌঁছাতে চাঁদের আলোয় গোটা লে আউটটা দেখতে পেল রানা।

দালানের চারপাশে মাঠটা বিশাল। ছয় ফুট দেয়ালের উপর আরও ছয় ফুট কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, মাথার দিক বাঁকানো। সন্দেহ নেই, ছুঁলেই ইলেকট্রিক শক খেতে হবে। দুটো পাকা রাস্তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়, প্রতিটির মুখে গার্ড-রুম আছে, টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ইউনিফর্ম পরা সেন্ট্রি।

Sumon - Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

গেটের সামনে স্পিডব্রেকারও দেখল রানা।

'সামনে দিয়ে ভেতরে ঢোকা কঠিন,' বলল ও।

বাঁ দিকে ঘুরে, গাছপালার ভিতর দিয়ে নদীর কাছে চলে এল ওরা। কিনারা ধরে বেশ কিছুদূর হেঁটে দালানটার পিছনে পৌঁছাল। এদিকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে মাঠে, নদীর কিনারা পর্যন্ত, কাটাকুটি দাগের মত ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ট্রিপ ওয়্যার। ওগুলোর একটায় পা পড়া মাত্র অ্যালার্ম সিস্টেম অন হয়ে যাবে।

'জায়গাটা মাইন ফিল্ডের মত,' বলল নৃপতি। 'পা ফেলাই সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সাঁতরাবার সময়ই কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।'

'হুঁ,' বলল রানা। লে-আউটটা আরেক বার ভাল করে দেখছে। হঠাৎ বোটহাউস আর জেটি ম্যারিনার কথা মনে পড়ল ওর, দু'মাইল উজানে পাশ কাটিয়ে এসেছে। 'এসো। আমি জানি কীভাবে ভেতরে ঢুকতে হবে।'

ট্রাক নিয়ে সরাসরি বোটহাউসে চলে এল রানা। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল, খুঁজে নিল দুই জোড়া গ্লাভ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো।

'হার্পুন গান, মাসুদ ভাই?' অবাক হয়েছে নৃপতি।

'হ্যাঁ,' নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বলল রানা। 'তাও আবার অ্যান্টিকস। প্রেশার রিলিজ করলে কাজ হয়—তীর-ধনুকের মত। শব্দ করে না, অথচ শক্তিশালী।'

নাইলনের সরু, শক্ত রশির একটা কয়েল ফেলল রানা কাঁধে, পথ দেখিয়ে নৃপতিকে নিয়ে এল জেটিতে।

জেটির মাথায় তিনটে বোট বাঁধা রয়েছে। একটা পুরানো ইনবোর্ড স্পিডবোট, দুটো বড় আকারের সেইলবোট। উঁচু মাস্তল দেখে একটা সেইলবোট পছন্দ করল রানা।

বোট চালিয়ে কিছু দূর আসবার পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হলো। নৃপতি বৈঠা চালাচ্ছে।

এক সময় রানার মনে হলো, পজিশন মত পৌঁছেছে ওরা। 'থামো এবার,' নির্দেশ দিয়ে পিছনের নোঙর পানিতে ফেলে দিল ও। বো ঘুরে যেতে দ্বিতীয় নোঙরটাও ফেলল। ইতিমধ্যে নাইলন রশি খুলে স্তূপ করা হয়েছে ডেকের উপর, ছোঁড়বার জন্য তৈরি করা হয়েছে হার্পুন গান।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি সবচেয়ে উঁচু আর ঘন ডালপালা সহ একটা গাছের দিকে লক্ষ্যস্থির করল রানা। শক্তিশালী স্প্রিঙ হার্পুনটাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিল। নাইলন লাইন সাপের মত এঁকেবেঁকে ওটার পিছনে উড়ছে।

গাছের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল হার্পুন।

'আটকেছে!' লাইন টেনে পরীক্ষা করল নৃপতি।

'মাস্তুল বেয়ে ওঠো,' নির্দেশ দিল রানা। 'শক্ত করে বাঁধবে।'

নাইলন রশি নৃপতি টান টান করেই বাঁধল। সে ভয় পাচ্ছে দেখে রানাই

প্রথমে গ্লাভ-জোড়া পরে নিয়ে রশি ধরে ঝুলে পড়ল। দেখাদেখি নৃপতিও। ও সাবধানে এগোচ্ছে। একটু একটু করে। বিশ ফুট এগোল... ত্রিশ ফুট...

'এখন!' চাপা গলায় বলল রানা।

পরমুহূর্তে দু'জনেই হাতের লাইন ছেড়ে দিল। মাটিতে পড়ল একই সঙ্গে

শ্বাসরুদ্ধকর একটা মুহূর্ত।

অ্যালার্ম বাজল না।

'ভাগ্যটা ভালই,' বলল রানা।

'চলো!'

এখনও চারদিক অন্ধকার। ঘড়ির রেডিয়াম দেওয়া ডায়ালে চোখ বুলা রানা। তবে ভোর হতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

খানিক সামনে বিরাট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে মৌলিক, প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসাবশেষ, অনেক সারিতে বিশাল আকৃতির থাম, নানা দৈর্ঘ্যের পাঁচিল প্যাগোডার চৌপর সদৃশ মাথা, সিঁড়ির ধাপ, ক্ষতিগ্রস্ত বুদ্ধমূর্তি, পাথরের তোর প্রবেশপথ, বিতল প্রাসাদ ইত্যাদি। বেশিরভাগই নামমাত্র অবলম্বনের সাহায্যে ঝুলছে বা খাড়া হয়ে আছে। ভোর হওয়ার আগেই এই ধ্বংসাবশেষ পার হয়ে ঘুরে জাতুইয়ের বাড়ির ভিতর ঢুকতে চাইছে রানা।

চাঁদের আলোয় পাথরের স্ল্যাব বসানো পথ ধরে বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা। ডান পাশে টেনিস কোর্ট পড়ল, বাম পাশে সুইমিং পুল। হেলিপ্যাডটা আরও সামনে।

সেদিকে না গিয়ে দালানের দিকে খানিকটা এগিয়ে একটা গোলাপ ঝোপের আড়ালে বসল রানা।

ওকে দুটো আলোকিত জানালা দেখাল নৃপতি। 'কথার ধারণা, ওই কামরাটাতেই মিস সিনানকে আটকে রাখবে জাতুই।'

ক্রল করে এগোল ওরা। আশপাশে কাউকে দেখতে না পেলেও সাবধানের মার নেই। দালানটার এক কোণে পৌঁছে থামল ওরা। তারপর নৃপতি কোণ ঘুরে সামনে এগোল, রানা ধাপ বেয়ে উঠল একটা খোলা বারান্দায়।

দরজাটা সাবধানে পরীক্ষা করল রানা। তালা দেওয়া। মেকানিজমে কারিগরি ফলাচ্ছে, ক্লিক করে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো। দ্রুত পিছিয়ে গাঢ় ছায়ায় চলে এল রানা। কোন শব্দ না হওয়ায় আবার ফিরল দরজার সামনে। কবাট ভিতর দিকে খুলছে। ভিতরে ঢুকে পিছনে নিঃশব্দে সেটাকে বন্ধ করল ও।

এটা খালি একটা কামরা। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু এয়ারকন্ডিশনিং-এর মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

হল হয়ে কিচেনে চলে এল রানা। তারপর করিডর ধরে এগোল। দূর থেকেই দেখা গেল একটা দরজার নীচ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে।

একটা পিলারের আড়ালে থামল রানা। আলোকিত কামরায় সিনানকে যদি

~SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

...তে থাকবে না?

...কান পাতল রানা। দশ সেকেন্ড পর আপনমনে হাসল ও। কামরাটায় কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। নিয়মিত ছন্দে। পাহারা দিচ্ছে সম্ভবত ঘুমন্ত একজন লোক।

হাতে পিস্তল নিয়ে সাবধানে এগোল রানা। পরবর্তী সিঁড়ির পাশে একটা জানালা দেখা যাচ্ছে।

মুখে চাঁদের আলো মেখে সত্যি ঘুমাচ্ছে এক লোক। প্রথমে তার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা। সেটা উল্টো করে ধরে আঘাত করল মাথায়। ঘুমের মধ্যেই জ্ঞান হারাল লোকটা।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ঘরটা খালি। শাওলি সিনানকে পাওয়া গেল পাশের কামরায়। চারটে বেডপোস্টের সঙ্গে হাত আর পা বেঁধে রাখা হয়েছে।

সিনানের চোখ দুটো বন্ধ। তবে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নিয়মিত ওঠা-নামা করছে বুক। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল চোখ দুটো।

'বলো তো, কে?' ফিসফিস করল রানা।

'আমার...একতরফা প্রেম,' ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ, ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলল সিনান। 'আমার আদর্শপুরুষ। আশ্চর্য, দাঁড়িয়ে আছ কী মনে করে! বাঁধনগুলো খুলে দাও।'

বাঁধন কাটবার পর কাতর শব্দ করে উঠে বসল সিনান, হাত আর পা ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনছে। 'কামওয়াদ্দি?'

'ওখানে কাজ শেষ। বামো মারা গেছে। জাতুই এখানে?'

'হ্যাঁ,' বলল সিনান। 'কামওয়াদ্দি থেকে আমাকে সরাসরি এখানে নিয়ে এসে। তারপর ঘুমের মধ্যে তার দুই গুণ্ডা আমাকে বাঁধল।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সিনান। রানার ...য়ে ঢলে পড়ল সে, খপ করে ওর কাঁধ ধরল। এক হাতে তাকে জড়িয়ে রাখল ...।

'তাড়াহুড়ো করলে হবে না, সিনান। রক্ত চলাচলের জন্যে আরও সময় ...ত হবে।'

কামওয়াদ্দিতে কী ঘটেছে, সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল রানা। শুনে সিনান ...ল, 'বাস্টার্ড!' রানাকে ছেড়ে হাঁটতে চেষ্টা করল সে। 'ঠিক হয়ে গেছে। ...পর কী?'

'থুয়ে জাতুই,' বলল রানা। 'তুমি জানো দালানটার কোন দিকটায় থাকে ...'

'আমাকে জেরা করার জন্যে দু'বার এসেছিল। ফেরার সময় দু'বারই ...কে যেতে দেখেছি,' হলের দিকটায় হাত তুলে দেখাল সিনান। 'তার বেড...

...কম সম্ভবত বাড়ির ওদিকটায়। তোমার ইচ্ছেটা কী?'

'থুয়ে জাতুইকে যমের বাড়ি পাঠানো।'

'তারপর?'

'নৃপতি, রানা এজেন্সির এজেন্ট, তোমাকে আর আমাকে চুপচাপ মায়ানমার থেকে চলে যেতে সাহায্য করবে। আজ রাতে এখানে বা কামওয়াদ্দিতে যা কিছু ঘটেছে আর ঘটবে, সরকারের একটা প্রভাবশালী মহল সব নিখুঁতভাবে চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করবে। এমনকী তাইওয়ানিজ সাবমেরিন ক্রুদের বিচার, রায়, শাস্তি সব গোপন রাখা হবে। যদি ফাঁসি হয়, তাও।'

ঘুমন্ত গার্ডের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা সিনানের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি বেরিয়ে গেলে দরজায় তালা দাও। আমি আর নৃপতি ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে চেষ্টা করলে পিস্তলটা ব্যবহার করবে।'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। থুয়ে জাতুইয়ের স্যুইটে পৌঁছাতে হলে ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমে একটা করিডর পার হতে হবে।

দরজার নবটা ধরতে যাবে, হঠাৎ বাড়ির সামনের গেটে একটা গাড়ি থামবার কর্কশ আওয়াজ শুনে স্থির হয়ে গেল রানা। ছুটে একটা জানালার সামনে চলে এল ও। কালো একটা মার্সিডিজ থেমেছে বাড়ির মেইন গেটে। দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে থ হয়ে গেল রানা।

কথা এখানে কী করছে?

সশস্ত্র গার্ডদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। একছুটে বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে গেল কথা। হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল, তারপর ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানাও রুম করে ঘুরে জোড়া দরজা খুলে একটা কামরায় ঢুকল। ভিতরে দামী ফার্নিচার দেখা যাচ্ছে, তবে কেউ নেই। ছুটতে শুরু করল রানা। কয়েকটা কামরা পার হয়ে এলো ও, তারপর থমকে দাঁড়াল। একটা কামরা থেকে চড়া গলার আওয়াজ আসছে। তারপর কথার তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। ধপাস করে ভারী কী যেন একটা পড়ল মেঝেতে, পরমুহূর্তে শোনা গেল থুয়ে জাতুইয়ের কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'ওরে হারামজাদী! ভেবেছিস তুই আমাকে খুন করতে পারবি?'

উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাল রানা। কথা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কার্পেটে, তার একটা গাল এরইমধ্যে নীল দেখাচ্ছে। পরনে সিল্কের পা'জামা, ঝুঁকে মেয়েটা একটা অটোমেটিক তুলতে যাচ্ছে থুয়ে জাতুই।

বোকা মেয়ে, ভাবল রানা। নিশ্চয়ই নৃপতির লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পালিয়ে এসেছে, উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ।

নিজের পিস্তল নিয়ে ঘরটায় ঢুকল রানা। 'হাতের ওটা কার্পেটে নামিয়ে রাখো, জাতুই।'

লোকটার চেহারায় কৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল। 'কী ব্যাপার, সৈয়দ উত্তাল শাগর–নাকি ওটা আপনার নাম নয়? কামওয়াদ্দি থেকে আপনি এলেন কীভাবে?'

'তোমারই একটা গাড়িতে চড়ে,' জবাব দিল রানা। 'তোমার সাবমেরিন ঘাঁটি, অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি নেই। নেই হোটেল আর পাহাড়ের মাথায় দুর্গটা–সব বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। তোমার অনেক লোকই মারা গেছে, তার মধ্যে বামো একজন। নেই হেলিকপ্টার আর তোমার প্রাইভেট বাহিনীও। অর্থাৎ, তুমি শেষ, জাতুই!'

মিটিমিটি হাসল জাতুই। 'আমার মনে হয় না আপনি বিক্রি হবেন। বোধহয় কোটি ডলারও পায়ে ঠেলবেন?'

হঠাৎ একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। জাতুইয়ের হাতের অস্ত্র লক্ষ্য করে কার্পেট থেকে লাফ দিল কথা, বাড়ির সামনে যেন ভেঙে পড়ল গোটা নরক।

নৃপতির উপস্থিতি ধরা পড়ে গেছে। গার্ডরা বিরতিহীন গুলি করছে তাকে লক্ষ্য করে।

দুটো ঘটনা একই সঙ্গে শুরু হওয়ায় পলকের জন্য রানার মনোযোগ ছুটে গেল। সেই সুযোগটাই নিল জাতুই। মেয়েটার ছুটে আসবার ঝোঁকটাকে কাজে লাগাল সে, তাকে ঠেলে দিল রানার গায়ে। কার্পেটে পড়ল অটোমেটিক, তবে জাতুই সেটা তুলল না।

তার বদলে মেয়েটাকে অনুসরণ করল সে–শূন্যে লাফিয়ে উঠে যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে রানার দিকে। ডান পা সামান্য ভাঁজ করা। রানা বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে। গোক্ষুরের মতই ক্ষিপ্র লোকটা কাবাডে কিক মারবে যখন। সরে যেতে চেষ্টা করে কিছুটা সফল হলো রানা, জাতুইয়ের একটা গোড়ালি ওর চোয়ালে আঘাত করল, পরমুহূর্তে ডান পা মেঝেতে নামিয়ে অপর য়ে লাথি মারল ওর পিস্তল ধরা হাতে। মুঠো থেকে বেরিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল স্তলটা, নাগালের বাইরে।

জাতুইয়ের কপালের ঠিক মাঝখানে একটা শিরা ফুলে উঠেছে, একটু পর লাফাচ্ছে সেটা। রানা পুরোপুরি ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই আবার ক লক্ষ্য করে লাথি চালাল জাতুই, বুকের নীচে পেটে লাগাতে পারল। কুঁজো য় মেঝেতে পড়ে গেল রানা।

এবার ওকে খতম করবার জন্য আবার লাফিয়ে শূন্যে উঠল জাতুই। এবার ভাঁজ করে নামিয়ে আনবে ওটা রানার কণ্ঠনালীর উপর। মৃত্যু ঘটবে ওর তিনটে মিনিট ছটফট করবার পরেই। স্পষ্ট দেখল রানা, ওর চোখে খুনের া, ঠোঁটে বিজয়ীর উল্লাস।

বিদ্যুৎ খেলল রানার শরীরেও। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল জাতুইয়ের খুনে দৃষ্টি। এটা কী করে হয়! সাঁৎ করে সরে গিয়ে লাথি চালিয়েছে রানাও, কোনাকুনি এল লাথিটা, জাতুইয়ের কোমরে ঠেকে হাফ-প্যান্টের ফাঁক গ মেঝেতে পড়ল একটা টেসটিস। লাথির ধাক্কায় খানিকটা সরে গিয়ে রানা পাশে পড়ল জাতুই। চোখে চোখে তাকিয়ে রয়েছে দুজন।

'কী বুঝলা?' ভুরু নাচাল রানা।

চাপা গোঙানির আওয়াজ বেরুল জাতুইয়ের গলা দিয়ে। লোকটা হড়হ করে বমি করতে যাচ্ছে দেখে আবার বিদ্যুৎ খেলল রানার শরীরে, লাফিয়ে স গেল ও নিরাপদ দূরত্বে। এক হাতে ধরে আছে জাতুই নিজের অণ্ডকোষ।

মেঝেতে থেকে তুলে নিল রানা নিজের পিস্তলটা। আমেলাটা প্রায় শে হতে চলেছে। আঙুল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল। কিন্তু ও লক্ষ্য স্থির কর দেখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কথা।

'না···আপনি না! প্লিজ, সাগর ভাই!'

ঘাড় ফিরাল রানা। কথার হাতে ওর সেই ছোট্ট অটোমেটিক। হাত এতটুকু কাঁপছে না। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা।

পয়েন্ট টু-টু অ্যাস্ট্রা সেভেন-থাউয়্যান্ড পিস্তল, কিন্তু আওয়াজ করল কামান দাগা হয়েছে। চমকে নড়ে উঠল জাতুইয়ের দেহটা, কোটাম চেপে হাতের উপর পিঠে ফুটো দেখা দিল একটা, কুলকুল করে রক্ত বেরোচ্ছে ও দিয়ে। আহত পশুর মত দুর্বোধ্য চিৎকার বেরুচ্ছে ওর গলার ভিতর থেকে শরীরটা কয়েকবার আপনা-আপনি লাফিয়ে উঠল। নিয়ন্ত্রণহীন।

এবার একটু উপরে তলপেটে লক্ষ্য করল কথা। আবার কেঁপে উঠল জাতু তৃতীয় আর চতুর্থ গুলি ঢুকল ওর পাকস্থলীতে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুলি ফুটো ক ফুসফুস দুটো।

গলগল করে রক্ত বের হলো জাতুইয়ের মুখ দিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় এ- ও-পাশ ফিরছে দেহটা। শেষ গুলিটা করল কথা জাতুইয়ের কপালের মাঝখানে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে। সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল জাতুইয়ের। ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

তার পিছনে, দরজায়, নৃপতিকে হাজির হতে দেখল রানা। হা সাবমেশিন গানটা তৈরি। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। অস্ত্রটা নিচু ক নৃপতি।

মেঝেতে পড়ে থাকা স্থির দেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কথা। তার নুনো কী যেন একটা ফুটে আছে। গাছের পেশি জ্যান্ত পোকার মত কিল করছে যেন।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিল কথা। তারপর মুখ তুলে তা রানার দিকে।

yahoo.com Web: http

...আমাকে পাহারায় থাকতে দিন,' শান্ত গলায় বলল সে।

রানা শুধু মাথা ঝাঁকাতে পারল। এ-ই হয়তো ভাল হয়েছে, ভাবল ও। কোল সরিয়ে গণপতির দিকে তাকাল। 'ওকে তুমি গাড়িতে তুলে দাও।'

করিডর ধরে হাঁটছে রানা, বিসিআই চিফ রাহাত খানের কথা ভাবছে—আশা করা যায় ওর রিপোর্ট পেয়ে পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্তটা বদলাবেন বস। অবৈধ অস্ত্রের চালান আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

'আমি,' বলল ও, নক করল দরজায়।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল সেটা। সিনানের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে রুমাল দিয়ে আঙুলের ছাপ মুছল রানা, তারপর ফেলে দিল মেঝেতে। 'এখানকার কাজ শেষ। চলো যাই।'

'চলো,' সিনান যেন এক পায়ে খাড়া।

'জানতে চাইবে না কোথায় যাচ্ছি?'

'স্বর্গ-নরক যেখানে খুশি নিয়ে চলো আমাকে, রানা। যেখানে তোমার খুশি। আমি প্রস্তুত।'

***

Sumon

A lonely man in the crowded planet